বৈষম্যবিরোধী ছাত্র গণ-আন্দোলন
রংপুর বিভাগ

আগস্ট ২০২৪ ■ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩১

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ
এক সাহসী প্রতীক শহিদ আবু সাঈদ
জাগো বাহে কোনঠে সবায়

রংতুলিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র গণ-আন্দোলনের প্রথম শহিদ আবু সাঈদ

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

আগস্ট ২০২৪ ❑ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩১

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র গণ-আন্দোলন
বিশেষ সংখ্যা: রংপুর বিভাগ

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১০ই আগস্ট ২০২৪ রংপুর সার্কিট হাউসে সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন— পিআইডি

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
রিফাত জাফরীন

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ: সম্পাদনা শাখা
ফোন: ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
Website: www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য: পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

রংপুরের আবু সাঈদ ইতিহাসে একজন ক্ষণজন্মা বীর। রংপুর অঞ্চল বীরপ্রসবিনী। রংপুরে আন্দোলনের চিরায়ত ডাক– 'জাগো বাহে কোনঠে সবায়'। এই শক্তিশালী অমোঘ আহ্বান শুধু ব্রিটিশ আমলে নয়, প্রেরণা জুগিয়েছে যুগে যুগে। এবারের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানেও আহ্বান সক্রিয় ছিল দারুণভাবে। ছাত্র-জনতাকে এবারের আন্দোলনে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে এই চিরন্তন ডাক।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের জুলাইয়ের গণ-আন্দোলন একটি দিক-পরিবর্তনকারী ঘটনা। ২০২৪ সালের ৫ই আগস্ট এ আন্দোলন চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করে। অগণিত শহিদের আত্মত্যাগে আসে ছাত্র-জনতার বিজয়। এ আন্দোলনে বড়ো ধরনের বাঁক বদল ঘটে ১৬ই জুলাই আবু সাঈদের আত্মদানের ঘটনায়। পুলিশের গুলিতে বুক পেতে শহিদ হন আবু সাঈদ। তিনি সৃষ্টি করেন আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার এক অনন্য নজির। তার এই আত্মত্যাগ আন্দোলনে তীব্র গতির সঞ্চার করে। রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষাতে মেধা তালিকায় ১৪তম স্থান অধিকারী আবু সাঈদের বুক টান করে দাঁড়িয়ে দুই হাত প্রসারিত ছবি শিক্ষার্থীদের বিজয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছে। রচিত হয়েছে নজিরবিহীন ইতিহাস।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান তরুণদের আত্মত্যাগেরই ইতিহাস। অগণিত শহিদের বৈষম্যবিরোধী চেতনা ও গভীর দেশপ্রেম আমাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে – এমন প্রত্যাশা সকলের। দেশপ্রেম চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে আমরা সকলে যার যার দায়িত্ব পালন করব সার্বিকভাবে। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে থাকবে আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।

সচিত্র বাংলাদেশ আগস্ট ২০২৪ সংখ্যা **বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন রংপুর বিভাগ** নিয়ে সাজানো হয়েছে। আশা করি, *সচিত্র বাংলাদেশ* আগস্ট ২০২৪ সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

ভাষণ/নিবন্ধ/ফিচার/সংবাদ প্রতিবেদন

জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা
ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ভাষণ ৪

আবু সাঈদের বাড়িতে আপ্লুত প্রধান উপদেষ্টা ১৫

আবু সাঈদ ১৮

কোনঠে বাহে জাগো সবাই,
কোটা প্রথা বাতিল চাই ২২

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে উত্তাল হাজী মোহাম্মদ
দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২৩

কোটাবিরোধী আন্দোলনে দিনাজপুর
রণক্ষেত্রে পরিণত ২৪

এক সাহসী প্রতীক শহিদ আবু সাঈদ ২৫
মিয়াজান কবীর

রংপুরে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে
যোগ দিলেন শিক্ষক-অভিভাবকরা ২৮

গেজেট থেকে রংপুর বিভাগের শহিদদের তালিকা ৩০

গেজেট থেকে ঢাকা বিভাগের শহিদদের তালিকার একাংশ ৩৭

বৃষ্টিতে ভিজে রংপুরে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
স্লোগানে মুখর রাজপথ ৪২

পাল্টাপাল্টি ধাওয়ায় রণক্ষেত্র রংপুর ৪৩

আবু সাঈদ বৈষম্যবিরোধী বীরশ্রেষ্ঠ ৪৪
ড. এ কে এম মাকসুদুল হক

রাণীশংকৈলে ছাত্র-জনতার অসহযোগ
আন্দোলনের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল ৪৭

রংপুরে ছাত্র-জনতার বিজয় উল্লাস ৪৮

সুন্দরগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী
ছাত্র আন্দোলনের বিজয় মিছিল ৫০

আন্দোলনে নিহতদের গায়েবানা জানাজা ৫১

মুক্তি আন্দোলনে প্রথম শহিদগণই রংপুরের ৫২
ড. মো. মাহমুদুল আলম

কালের কণ্ঠের সাংবাদিক আদরের আলোকচিত্র প্রদর্শনী ৫৬
শহিদ আবু সাঈদের অপরাজেয় সাহসিকতা

বিপ্লবঃ রক্তের অক্ষরে শপথের স্বাক্ষর ৫৮
মাহবুবুর রহমান তুহিন

রংপুরে শিশুদের রংতুলিতে ফুটে উঠল
গণহত্যার প্রতিচ্ছবি ৬৫

আবু সাঈদের পরিবারকে ড. মুহাম্মদ ইউনূসঃ
আমাকে রংপুরের একজন উপদেষ্টা হিসেবে
বিবেচনা করুন ৬৭

জাগো বাহে কোনঠে সবায় ৭০
ফজিলা ফয়েজ

সময়ই সতর্ক প্রহরী সমাজ বিবর্তনের ৭৪
বিমলেন্দু রায়

গল্প

রক্তমাখা শার্ট ৭৭
নাঈমুল হাসান তানযীম

কবিতাগুচ্ছঃ ৬৩-৬৪, ৬৮-৬৯

মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান, জিশান মাহমুদ, নাসিমা আকতার, সুরঞ্জীৎ গাইন, তৈয়বুর রহমান বাবু, হাই হাফিজ, রকীবুল ইসলাম, লায়লা শিরিনা, রুস্তম আলী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন সংগীতশিল্পী শাফিন আহমেদ ৮০

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের এক মাস পূর্তি উপলক্ষে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ প্রদান করেন– পিআইডি

জাতির উদ্দেশে

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ভাষণ

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা, ১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৪

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের এক মাস পূর্তি উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১১ই সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন। নীচে তাঁর ভাষণের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হলো–

প্রিয় দেশবাসী, দেশের শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, ছাত্রছাত্রী, বয়স্ক, বৃদ্ধ, পুরুষ, মহিলা সবাইকে আমার সালাম জানাচ্ছি।

আসসালামু আলাইকুম,

বক্তব্যের শুরুতে আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জুলাই-আগস্ট মাসে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভ্যুত্থানে নিহত সকল শহিদের প্রতি। আমি আরও স্মরণ করছি তাদের, যারা ফ্যাসিবাদী শক্তির প্রাণঘাতী অস্ত্রের সামনে হিমালয়ের মতো দাঁড়িয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে, আহত হয়েছে, পঙ্গুত্ববরণ করেছে, হারিয়েছে চোখের দৃষ্টি। সেইসব বীরদের স্মরণ করছি যারা মিথ্যাচার, লুটপাট, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক দফা দাবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আপনাদের ভাইবোনদের, আপনাদের সন্তানদের যারা এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছে।

প্রিয় দেশবাসী,

আমি আগেও জানিয়েছি, আবারও জানাচ্ছি, গণ-অভ্যুত্থানে সকল শহিদের পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে। সকল আহত শিক্ষার্থী-শ্রমিক-জনতার চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয় সরকার বহন করবে। আহতদের দীর্ঘমেয়াদি এবং ব্যয়বহুল চিকিৎসা এবং শহিদদের পরিবারের দেখাশোনার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এখন নতুন তথ্য পাওয়ার ভিত্তিতে এই তালিকা হালনাগাদ করা হতে থাকবে।

এই গণ-অভ্যুত্থানের শহিদদের স্মৃতি ধরে রাখতে সরকার তার যাত্রা লগ্নে 'জুলাই গণহত্যা স্মৃতি ফাউন্ডেশন' নামে একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। এখন সে ফাউন্ডেশন তৈরি হয়েছে। সকল শহিদ পরিবার এবং আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসাসহ তাদের পরিবারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এই ফাউন্ডেশন গ্রহণ করছে। এই ফাউন্ডেশনে দান করার জন্য দেশের সকল মানুষ এবং বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

গত মাসে কুমিল্লা-নোয়াখালী-সিলেট অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা এসব এলাকার মানুষকে হতভম্ব করে দিয়েছে। এখানে বেশির ভাগ এলাকায় কোনো দিন বন্যা হয়নি। তারা বন্যা মোকাবিলা করায় অভ্যস্ত নন। দেশপ্রেমিক সশস্ত্রবাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে বন্যা আক্রান্ত সবাইকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে। সেনা, নৌ এবং বিমানবাহিনী পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয় করে একযোগে কাজে নেমে পড়ার ফলে মানুষের দুর্ভোগ কম হয়েছে। এর পরপরই এনজিও এবং সাধারণ মানুষ দেশের সকল অঞ্চল থেকে দলে দলে এগিয়ে এসেছে। আমি বিশেষ করে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দেশের সকল দুর্যোগকালে তারা সবসময় আন্তরিকভাবে এগিয়ে এসেছে। বিশেষ করে বন্যা ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে তাদের সৈনিক এবং অফিসাররা দিনের পর দিন যেভাবে দায়িত্ব পালন করেছে তার কোনো তুলনা হয় না। জনজীবনে স্বস্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তাদের ভূমিকা অনন্য।

বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সকল সদস্যকে আমি ধন্যবাদ জানাই তাদের সততা, ত্যাগ ও অসীম দেশপ্রেমের জন্য। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে বন্যা, খরা, ঝড়, বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়সহ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগে আপনারা সকলের শেষ ভরসার স্থান। দেশের প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে আপনারা দেশের মানুষের পাশে থেকেছেন। দেশের স্বাধীনতার পক্ষে,

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১৭ই আগস্ট ২০২৪ ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ভয়েস অব গ্লোবাল সাউথ সামিটে অংশগ্রহণ করেন– পিআইডি

সার্বভৌমত্বের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। দেশ গঠনেও আপনারা সবার আগে এগিয়ে এসেছেন। বিগত জুলাই থেকে শুরু হওয়া গণ-অভ্যুত্থান, বন্যা, নিরাপত্তা প্রদান, অস্ত্র উদ্ধারসহ সকল কার্যক্রমে আপনারা সফলভাবে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বন্যা আমাদের জনজীবনে আরেকটি দিক উন্মোচন করল। দেশের সকল জায়গায় মানুষের সক্রিয় সহানুভূতির জোয়ার উঠেছিল অবিশ্বাস্য মাত্রায়। ব্যবসায়ী, অর্থবান ব্যক্তিরা যেমন তাদের অর্থ নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিল, তেমনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাধারণ মানুষ, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা জোয়ারের ঢলের মতো যার যার সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে এসেছে। অনেকেই ছুটে গেছে বন্যার্তদের সহযোগিতা করার জন্য। এনজিওরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ছুটে গেছে তাদের সহায়তা নিয়ে। তাদের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি এনজিও নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছি কীভাবে সরকার তাদের কাজের সঙ্গে সরকারের উদ্যোগকে সমন্বিত করতে পারে সেটার কাঠামো তৈরি করে দেওয়ার জন্য। বন্যা এখন চলে গেছে। কিন্তু পুনর্বাসনের কঠিন কাজ আমাদের সামনে রয়ে গেছে। সকলের সহযোগিতায় আমরা পুনর্বাসনের কাজটি সফলভাবে সমাধান করতে চাই।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য আমরা দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছি। যে সমস্ত ভাইবোনেরা তাদের গত ১৬ বছরের বেদনা জানিয়ে তার প্রতিকার পাওয়ার জন্য আমার অফিস এবং সচিবালয়ের অফিসসমূহের সামনে প্রতিদিন ঘেরাও কর্মসূচি দিয়ে আমাদের কাজকর্ম ব্যাহত করছিলেন, তারা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঘেরাও কর্মসূচি থেকে বিরত হয়েছেন বটে তবে অন্যত্র আবার তারা তাদের কর্মসূচি দিয়ে যাতায়াতে ব্যাঘাতও সৃষ্টি করেছেন। আমি কথা দিচ্ছি, আপনাদের ন্যায্য আবেদনের কথা ভুলে যাবো না। আমরা সকল অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা আমাদের দায়িত্বকালে যথাসম্ভব সব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব। আমি আবারও অনুরোধ করছি আপনারা যাতায়াতে ব্যাঘাত সৃষ্টি থেকে বিরত থাকুন। জাতি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

তৈরি পোশাক, ঔষধ শিল্প এসব এলাকায় শ্রমিক ভাইবোনেরা তাদের অভিযোগ জানানোর জন্য ক্রমাগতভাবে এই শিল্পের কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ রাখতে বাধ্য করছেন। এটা আমাদের অর্থনীতিতে যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে সেটা মোটেই কাম্য নয়। এমনিতেই ছাত্র-শ্রমিক-জনতার বিপ্লবের পর যে অর্থনীতি আমরা পেয়েছি সেটা নিয়মনীতিবিহীন দ্রুত ক্ষীয়মাণ একটা অর্থনীতি। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। আমরা এই অর্থনীতিতে প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা করছি। আমাদের উদ্যোগে সাড়াও পাচ্ছি। ঠিক এই সময়ে আমাদের শিল্পকারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেলে, অকার্যকর হয়ে গেলে দেশের অর্থনীতিতে বিরাট আঘাত পড়বে। সেটা কিছুতেই কারও কাম্য হতে পারে না।

শ্রমিক ভাইবোনদের অনেক দুঃখ আছে। কিন্তু সেই দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে আপনাদের মূল জীবিকাই বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে সেটা ঠিক হবে না। দেশের অর্থনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে সেটা ঠিক হবে না। মালিক-শ্রমিক উভয় পক্ষের সঙ্গে আলাপ করে এসব সমস্যার সমাধান আমরা অবশ্যই বের করব। আপনারা কারখানা খোলা রাখুন। অর্থনীতির চাকা সচল রাখুন। দেশের অর্থনীতিকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দিন। আমরা আপনাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান বের করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করব। মালিক পক্ষের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা শ্রমিকদের সঙ্গে বোঝাপড়া করুন। কারখানা সচল রাখুন। অর্থনীতির দুর্বল স্বাস্থ্যকে সবল করে তুলুন।

ঔষধ শিল্প এবং তৈরি পোশাক শিল্প দেশের গৌরব। এর মাধ্যমে আমাদের শ্রমিক ভাইবোনদের কর্মকুশলতা বিশ্বকে মুগ্ধ করেছে। এর সাফল্য এখন থমকে আছে। আমরা এই দুই শিল্পকে তাদের সম্ভাব্য শীর্ষে নিয়ে যেতে চাই। দুর্বল করার তো প্রশ্নই ওঠে না। এই দুই শিল্পের কোথায় কোথায় বাধা আছে, সমস্যা আছে সেগুলো চিহ্নিত করে তাকে বাধা মুক্ত করতে চাই। আমরা বিদেশি ক্রেতাদের একত্রিত করে তাদের সহযোগিতা চাইব যেন বাংলাদেশের এই শিল্প দুটি বিশ্বের অন্যান্য দেশের চাইতে বেশি আস্থাযোগ্য হয়ে গড়ে উঠতে পারে। সব কিছুই সম্ভব যদি আমরা শ্রমিক-মালিক সম্পর্কটা একটা নির্ভরযোগ্য, আনন্দদায়ক করে গড়ে তুলতে পারি। আমাদের সরকারের প্রথম মাস কাটল। দ্বিতীয় মাস থেকে আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়ার ভিত্তি হিসেবে নতুন শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের সূচনা করতে চাই। এটা দেশের সবার কাম্য। দেশের নতুন প্রজন্ম নির্ভয়ে যেন তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করছি।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২০শে আগস্ট ২০২৪ ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় নারী নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন– পিআইডি

আমাদের দায়িত্ব অনেক। ন্যায়ভিত্তিক একটি সমাজ গড়ে তোলার জন্য একসাথে অনেকগুলো কাজে আমাদের হাত দিতে হবে। ১লা জুলাই থেকে ৫ই আগস্ট পর্যন্ত ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলনকে দমন করতে যেসব ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছিল, এর মধ্যে হত্যা মামলা ছাড়া বাকি প্রায় সকল মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এসব মামলায় গ্রেপ্তারকৃত সকলে মুক্তি পেয়েছেন।

দায়িত্ব গ্রহণের শুরুতেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিচার বিভাগের বড়ো সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছে। যোগ্যতম ব্যক্তিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেওয়াতে মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। আপিল বিভাগের বিচারপতি নিয়োগ, অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগসহ অনেকগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ এবং অন্যান্য নিয়োগ সবকটাই সম্পন্ন হয়েছে।

সন্ত্রাসদমন আইন ও ডিজিটাল/সাইবার নিরাপত্তা আইনে দায়েরকৃত মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলাগুলো প্রত্যাহার করা হচ্ছে। সাইবার নিরাপত্তা আইনসহ বাংলাদেশে বিদ্যমান সকল কালো আইনের তালিকা করা হয়েছে। অতি সত্বর এ সকল কালো আইন বাতিল ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন করা হবে। সাংবাদিক সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডসহ বহুল আলোচিত ৫টি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির জন্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

সম্প্রতি আমরা বলপূর্বক গুম থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন সনদে স্বাক্ষর করেছি। ফলে স্বৈরাচার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'গুম সংস্কৃতি'র সমাপ্তি ঘটানোর জন্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম। এছাড়া আমরা ফ্যাসিবাদী শাসনের ১৫ বছরে গুমের প্রতিটি ঘটনা তদন্ত করার জন্য পৃথক একটি কমিশন গঠন করছি। যেসব পরিবার তাদের নিখোঁজ পিতা, স্বামী, পুত্র এবং ভাইদের পাওয়ার জন্য বছরের পর বছর ধরে যন্ত্রণার সাথে অপেক্ষা করছেন, আমরা আপনাদের বেদনায় সমব্যথী।

আয়নাঘরগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং সেই সাথে বের হয়ে আসছে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের গুমের শিকার ভাইবোনদের কষ্ট ও যন্ত্রণাগাথা।

আমাদের তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ যেন উজ্জ্বল হয় সেটা নিশ্চিত করতে শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে আমাদের পূর্ণ নজর রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বর্তমানের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করা হয়েছে। বই সংশোধন এবং পরিমার্জনের কাজ শেষ পর্যায়ে আছে। এ সংস্কারের কাজ অব্যাহত থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচ্চ প্রশাসনিক পদগুলো পূরণ করে শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক করার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা বোর্ডে দখলদারিত্বের রাজনীতি বন্ধ করার ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে।

আপনারা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন আমাদের প্রথম মাসে দেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্য মহোদয়গণ পদত্যাগ করেছেন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। প্রথম মাসে আমরা ক্রমাগতভাবে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এমন উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্য নিয়োগ দেওয়ার কাজ শুরু করেছি। এর ফলে সকল সরকারি এবং বেসরকারি

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদমাধ্যম ও মতপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা ইতোমধ্যে নিশ্চিত করা হয়েছে। আমরা সবাইকে বলে দিয়েছি, আপনারা মন খুলে আমাদের সমালোচনা করেন। আমরা সবার মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মিডিয়া যাতে কোনো রকম বাধাবিপত্তি ছাড়া নির্বিঘ্নে তাদের কাজ করতে পারে সেজন্য একটি মিডিয়া কমিশন গঠন করা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন। আরও যেসব কমিশন সরকারসহ অন্য সবাইকে জবাবদিহির আওতায় আনতে পারে, আমরা তাদের পুনর্গঠন ও সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছি যাতে তারা আরও শক্তিশালী হয়, জনকল্যাণে কাজ করে।

দায়িত্ব গ্রহণের পর বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধান টেলিফোনে এবং শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়ে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এবং হাইকমিশনারবৃন্দ আমার সাথে সাক্ষাৎ করে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির আশ্বাস দিয়েছেন। আমার অনুরোধে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৫৭ জন বাংলাদেশি যারা ফ্যাসিবাদবিরোধী বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করায় বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, তাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে সে দেশের সরকার। ইতোমধ্যে তাদের কয়েকজন দেশে ফিরে এসেছেন। এই ক্ষমা প্রদর্শন ছিল অতি বিরল একটি ঘটনা। এজন্য আমি সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপতি শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি আপনাদের সবার পক্ষ থেকে।

যে সমস্ত সরকারপ্রধানের সঙ্গে আমার টেলিফোনে যোগাযোগ হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ। আমরা ভারত এবং অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে সুসম্পর্ক চাই। তবে সেই সম্পর্ক হতে হবে ন্যায্যতা এবং সমতার ভিত্তিতে। ভারতের সাথে আমরা ইতোমধ্যে বন্যা মোকাবিলায় উচ্চ পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার আলোচনা শুরু করেছি। দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমি SAARC রাষ্ট্রগোষ্ঠী পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিয়েছি।

আমরা চাই আমাদের দেশ যেন একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বিশ্বের কাছে সম্মানের সাথে পরিচিত হয়। দেশের পরিকল্পনা যেন দেশের মানুষকেন্দ্রিক হয়, কোনো নেতা বা দলকেন্দ্রিক নয়। আমরা স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের অহেতুক কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে দেখেছি যেগুলো কখনোই দেশের মানুষের জন্যে ছিল না, বরং এর সাথে জড়িত ছিল কুৎসিত আমিত্ব এবং বিশাল আকারের চুরি। চলমান এবং প্রস্তাবিত সকল উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর যাচাই-বাছাই করার কাজ ইতোমধ্যে

আমরা শুরু করেছি। প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায় বিবেচনা করে বাকি কাজে ব্যয়ের সাশ্রয় এমনকি প্রয়োজনবোধে তা বাতিল করার কথা বিবেচনা করা হবে। দেশের মানুষকে আর ফাঁকি দেওয়া চলবে না। কর্মসংস্থান তৈরি করবে এমন প্রকল্পগুলোকে আমরা অগ্রাধিকার দেব।

লুটপাট ও পাচার হয়ে যাওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে একটা ব্যাংকিং কমিশনও গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়েছে। ব্যাংকিং খাতে এই এক মাসে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। আপনারা নিশ্চয় সেটা লক্ষ করেছেন। আমরা এই খাতে নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। আরও অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে। প্রথম মাসের কাজ হিসেবে শুধু প্রধান কাজগুলো করেছি। তার সঙ্গে রয়েছে আরও অনেক পরবর্তী কাজ।

ফ্যাসিবাদী সরকার লুটপাট করার জন্য নতুন করে ষাট হাজার কোটি টাকা ছাপিয়ে বাজারে ছাড়ার কারণে মুদ্রাস্ফীতির শিকার হয়েছে দেশের মানুষ। এই অতুলনীয় মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পলিসি সুদের হার বৃদ্ধি করে ৯ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। মূল্যস্ফীতি থেকে সাধারণ মানুষকে সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ওএমএস, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিসহ সুলভমূল্যে প্রান্তিক মানুষের কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ চলমান রাখা হয়েছে। মূল্যস্ফীতি মোকাবিলায় চলতি অর্থবছরে চাল ও গম আমদানির জন্য ৫,৮০০ কোটি টাকা, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের জন্য ৮,৯০০ কোটি টাকা এবং খাদ্য ভর্তুকির তিনটি প্রোগ্রামের জন্য ৭,৩৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে করণীয়সমূহ চিহ্নিত করা হচ্ছে।

পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয় যৌক্তিক পরিমাণে হ্রাস করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য সার আমদানির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রকৃত চাষিগণ যাতে কৃষিঋণ পেয়ে থাকেন তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি কৃষিঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারকে বাজারভিত্তিক করা হয়েছে। কালো টাকা সাদা করার অনৈতিক অনুমতি বাতিল করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে বাজেট সাপোর্ট চাওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে অতিরিক্ত ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বিশ্ব ব্যাংক থেকে অতিরিক্ত ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, জাইকা থেকে

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২০শে আগস্ট ২০২৪ ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশ-এর নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন– পিআইডি

অতিরিক্ত ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানের অনুরোধ করা হয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রিমের অর্থ পরিশোধ এবং বকেয়া পাওনা নিয়ে রাশিয়ান ফেডারেশনের সাথে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আলোচনা চলছে।

পাইপলাইনে থাকা ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক সহায়তা ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মেগা প্রকল্পের নামে লুটপাট বন্ধের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে রাশিয়া এবং চীন থেকে প্রাপ্ত ঋণের সুদের হার কমানো এবং ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। সকল উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সম্পর্ক আরও নিবিড় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সকল অর্থনৈতিক সূচক এবং পরিসংখ্যানের প্রকৃত মান বা সংখ্যা প্রকাশের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। জিডিপি, মূল্যস্ফীতি ইত্যাদির সঠিক উপাত্ত সংগ্রহ, প্রাক্কলন এবং প্রকাশের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং অর্থ বিভাগের রাজস্ব আয় সম্পর্কিত উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য নিরসনে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকৃত রপ্তানি আয় নিরূপণ এবং প্রকাশের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অটোমাইজেশনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। পুঁজি বাজারকে স্বাভাবিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন পুনর্গঠন করা হয়েছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার নিমিত্ত ব্যবসায়ী, শিল্প মালিক ও ব্যবসায়ী সংগঠনের সাথে সভা করা হয়েছে এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিদ্যমান মজুত ও ঘাটতি মূল্যায়ন করে ও ভবিষ্যৎ চাহিদা পর্যালোচনা করে স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি পর্যায়ে বিভিন্ন জটিলতা দূরীকরণ, বন্দর ও বড়ো মোকামসহ পরিবহণ ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর, বিভাগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এজন্য তেল, চিনি, ডিম ও মাংস উৎপাদনকারী বৃহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সভা ও মতবিনিময় করা হয়েছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু দ্রব্যাদি, যেমন পেঁয়াজ, আলু এসবের দাম আরও কমানোর জন্য বিদ্যমান শুল্ক হার হ্রাসের বিষয়ে এনবিআরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এনবিআর পেঁয়াজ, আলু ও কতিপয় কীটনাশকের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক হ্রাস ও ক্ষেত্রবিশেষে রেগুলেটরি শুল্ক প্রত্যাহার করে এসআরও জারি করেছে। নিম্ন আয়ের এক কোটি পরিবারকে টিসিবির মাধ্যমে হ্রাসকৃত মূল্যে কিছু পণ্য, যেমন—পরিবার প্রতি চাল মাসে ৫ কেজি, সয়াবিন তেল মাসে ২ কেজি ও মসুর ডাল মাসে ২ কেজি দেওয়া হচ্ছে। এটি সামনের দিনগুলোতে অব্যাহত রাখা হবে।

সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর জনপ্রত্যাশা অনুযায়ী বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি আইনের অধীন চলমান সকল প্রকার নেগোসিয়েশন, প্রকল্প বাছাই এবং ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। গত দেড় দশকে এই আইন ব্যবহার করে লক্ষ-কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কোম্পানিসমূহে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি আনার লক্ষ্যে কোম্পানিসমূহের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়েছে। প্রকৌশল, ভূতত্ত্ব ও খনিজ এবং হিসাব বিষয়ে অধ্যয়ন করেছে এমন ছাত্র প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ খাতে অধিকতর সক্ষমতা, গতিশীলতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

জ্বালানি তেলের মূল্য জনপ্রত্যাশা অনুযায়ী সহনশীল রাখতে অকটেন ও পেট্রোলের দাম ৬ টাকা এবং ডিজেল ও কেরোসিনের দাম ১.২৫ টাকা কমানো হয়েছে। ৩৭ দিন বন্ধ থাকার পর গত ২৫শে আগস্ট হতে মিরপুর-১০ ও কাজীপাড়া স্টেশন ছাড়া বাকি সব স্টেশনে মেট্রোরেল পুনরায় চালু করা হয়েছে।

ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিত করার লক্ষ্যে, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের সময় যাদের বয়স সাড়ে বারো বছরের কম ছিল, তাদের মুক্তিযোদ্ধা তালিকা হতে বাতিলের জন্য সুপ্রিম কোর্টে লিভ টু আপিলের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের আওতাধীন বেদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-এর খসড়া তৈরির কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প ও ঢাকার আশপাশে স্যাটেলাইট সিটি নির্মাণের রোডম্যাপ চূড়ান্তকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিধি বহির্ভূত প্রদত্ত প্লট ও ফ্ল্যাটের বরাদ্দ বাতিলের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে ২৮শে আগস্ট ২০২৪ ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বাংলাদেশে ইউএনডিপি'র আবাসিক প্রতিনিধি Stefan Liller সাক্ষাৎ করেন– পিআইডি

প্রিয় দেশবাসী,

আপনাদের-আমাদের সন্তানদের জন্য একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের রূপরেখা তৈরি করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর যেন আমাদের কোনো স্বৈরাচারের হাতে পড়তে না হয়, আমরা যাতে বলতে পারি আমরা একটি গণতান্ত্রিক দেশে বসবাস করি, আমরা যাতে সকলেই দাবি করতে পারি যে এই দেশটি আমাদের– আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করছি। কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নিবেন না। আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে কেউ সমাজে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করলে আমরা তাকে অবশ্যই শাস্তির আওতায় নিয়ে আসব। আমরা একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। ধর্মীয় সম্প্রীতি বিনষ্ট হয় এমন কোনো কাজ কেউ কোনোভাবেই করবেন না।

অতীতে শুধুমাত্র আওয়ামী মতাদর্শী না হওয়ার কারণে ২৮তম থেকে ৪২তম বিসিএস পর্যন্ত বিপিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত অনেক প্রার্থী নিয়োগ বঞ্চিত হয়েছেন। ৮ই আগস্ট-পরবর্তী সময়ে এর মধ্যে ২৫৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মাঠ প্রশাসনকে জনবান্ধব, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলকভাবে গড়ে তোলার জন্য সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের বাধ্যতামূলকভাবে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এটা প্রতিবছর তাদের করতে হবে।

ধ্বংস হয়ে পড়া একটা জনপ্রশাসনকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছি। মন্ত্রণালয়গুলোর উচ্চতম পদে যারা নিয়োজিত ছিলেন তারা অনেকে দায়িত্ব ছেড়ে চলে গেছেন কিংবা পদে থাকলেও সহকর্মীদের চাপের মুখে কাজ করতে পারছিলেন না। বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করেছেন। আর যারা ১৬ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের আমলে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন, কিংবা দায়িত্ববিহীন অবস্থায় একই পদে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছেন, তাদের সবার কথা বিবেচনায় নিয়ে জনপ্রশাসনকে নতুন করে দাঁড় করানোই ছিল আমাদের কঠিনতম কাজ। আবার সকল সমস্যা সমাধান করে একটি নতুন জনপ্রশাসন কাঠামো দাঁড় করাতে পেরেছি এটাই আমাদের প্রথম মাসের সবচাইতে বড়ো অর্জন। আমার বিশ্বাস এই জনপ্রশাসন জনগণের ইচ্ছা পূরণে সর্বোচ্চ অবদান রাখতে পারবে।

অতি স্বল্প জনবল নিয়ে দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু করা হলেও প্রথম দিকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে পাঠানো বিবিধ প্রস্তাব বিষয়ে দ্রুত গতিতে এবং আইনগত সমস্ত বাধ্যবাধকতা মেনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত এক মাসে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ১৯৮টি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জনপ্রশাসনের ১৩৫ জন অতিরিক্ত সচিব, ২২৭ জন যুগ্মসচিব ও ১২০ জন উপসচিবকে পদোন্নতি প্রদান

করা হয়েছে। ৫৯টি জেলার জেলা প্রশাসককে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং নতুন ৫৯ জন জেলা প্রশাসককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ৬৭ জন কর্মকর্তার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। ১০ জন যুগ্মসচিব, ৮ জন অতিরিক্ত সচিব ও ৬ জন সচিবকে ওএসডি করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের ৮০ জন ডিআইজি, ৩০ জন পুলিশ সুপারসহ ১১০ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ১ জন ডিআইজি, ১ জন অ্যাডিশনাল ডিআইজি এবং ৪ জন পুলিশ সুপারকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়েছে। আইজিপিসহ ১০ জন অতিরিক্ত আইজি, ৮৮ জন ডিআইজি, ২১ জন অ্যাডিশনাল ডিআইজি এবং ১৭৭ জন পুলিশ সুপারসহ মোট ২৯৭ জন কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে।

ছাত্র-শ্রমিক-জনতার বিপ্লবের মূল লক্ষ্য ছিল গণভবন। এটা ছিল স্বৈরাচারের কেন্দ্রবিন্দু। এই সরকার বিপ্লবের প্রতি সম্মান দেখিয়ে গণভবনকে বিপ্লবের জাদুঘর হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। ছাত্র-জনতার ক্ষোভকে স্থায়ীভাবে তুলে ধরার জন্য গণভবনের আর কোনো সংস্কার করা হবে না।

আমরা নতুন বাংলাদেশকে একটি পরিবেশবান্ধব এবং জীববৈচিত্র্যময় দেশ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। এটি তরুণদের আকাঙ্ক্ষা। আমাদের সবারই আকাঙ্ক্ষা। সেই লক্ষ্যে আমি প্রথমেই একটি ক্ষুদ্র পদক্ষেপ নিয়েছি। আমার বাসভবন ও সমগ্র সচিবালয়ে প্লাস্টিকের পানির বোতল ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছি। ইতোমধ্যে সুপারশপগুলোতে পলিথিনের শপিং ব্যাগ ব্যবহার বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত কয়েক দশকে যে পরিমাণ নদী দূষণ হয়েছে, আমরা তা বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছি।

আমরা সংস্কার চাই। আমাদের একান্ত অনুরোধ, আমাদের উপর যে সংস্কারের গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন, সেই দায়িত্ব দিয়ে আপনারা দর্শকের গ্যালারিতে চলে যাবেন না। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমরা একসঙ্গে সংস্কার করব। এটা আমাদের সবার দায়িত্ব। আপনারা নিজ নিজ জগতে সংস্কার আনুন। একটা জাতির সংস্কার শুধু সরকারের সংস্কার হলে হয় না। আপনি ব্যবসায়ী হলে আপনার ব্যবসায় সংস্কার আনুন। ব্যবসায়ী গোষ্ঠীরা তাদের নিজ নিজ

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর (অব.) সাথে ২৭শে আগস্ট ২০২৪ মন্ত্রণালয়ে তার অফিসকক্ষে জাতিসংঘের অফিস অব দ্য হাইকমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস (OHCHR)-এর প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে– পিআইডি

ছাত্র-জনতার ক্ষোভের মুখে তা যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল সে অবস্থায় তাকে রাখা হবে। যেসব মূল্যবান সামগ্রী জনতা নিয়ে গিয়েছিল সেগুলো অনেকে ফেরত দিয়ে গেছে। যারা নিয়ে গিয়েছিল তারা নিজেরাই ফেরত দিয়ে গেছে। তাদের আমরা দেশবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আরও কিছু জিনিস পাওয়া যায়নি। যারা নিয়ে গিয়েছেন তাদের কাছে অনুরোধ করব তারা যেন এসব সামগ্রী ফেরত দিয়ে যান। আমি উল্লেখ করব যে, এসব বিক্ষুব্ধ জনতা নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু বিজয়ের পর তারা আবার জাদুঘরের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এগুলো ফেরত দিয়ে গিয়েছে।

সমিতির মাধ্যমে সংস্কার আনুন। সমিতিতে সংস্কার আনুন। নতুন করে সমিতির গঠনতন্ত্র সংশোধন করুন। আপনি শ্রমিক হলে আপনার ক্ষেত্রে আপনি সংস্কার করুন। আপনি রাজনৈতিক নেতা-কর্মী হলে আপনার ক্ষেত্রে সংস্কার করুন। আপনি প্রতিষ্ঠানপ্রধান হলে আপনার প্রতিষ্ঠানে সংস্কার আনুন। আমি এটাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি। এই সংস্কারের মাধ্যমে আমরা জাতি হিসেবে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করতে চাই। আমাদের এই যাত্রা আমাদেরকে পৃথিবীর একটি সম্মানিত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করুক এটাই আমাদের সবার কাম্য।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা হাসান আরিফ ২৪শে আগস্ট ২০২৪ ফেনী এবং কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের বন্যাদুর্গত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন শেষে বন্যার্তদের মাঝে বিশুদ্ধ পানি ও ঔষধ বিতরণ করেন– পিআইডি

বিগত মাসে আমি বেশ কিছু রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পৃথকভাবে বসেছি। তাদের সঙ্গে মতামত বিনিময় করেছি। তারা আমাদের উৎসাহিত করেছেন। ছাত্র-শ্রমিক-জনতার বিপ্লবের লক্ষ্যের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। সংস্কারের কাজে পূর্ণ সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। আমি দেশের বিশিষ্ট সম্পাদকবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেছি। তারাও সংস্কারের কাজে পূর্ণ সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। তারা বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। সবার পরামর্শ নিয়ে এখন আমাদের অগ্রসর হওয়ার পালা। আমি বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। তাদের কাছে আমাদের সরকারের লক্ষ্যগুলো ব্যাখ্যা করেছি। তারাও আমাদের লক্ষ্যের সঙ্গে একমত প্রকাশ করেছেন।

আপনারা জানেন ছাত্র-শ্রমিক-জনতার ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মুখে এবং হাজারো মানুষের আত্মদানের বিনিময়ে বাংলাদেশে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন হয়েছে। এই গণ-অভ্যুত্থানের বার্তা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য একটি অভূতপূর্ব সময় ও সুযোগ আমরা এর মধ্য দিয়ে অর্জন করেছি। এর বাস্তবায়ন তথা বাংলাদেশে ফ্যাসিজম বা স্বৈরতান্ত্রিক শাসন পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা রোধ এবং জনমালিকানাভিত্তিক, কল্যাণমুখী ও জনস্বার্থে নিবেদিত একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে কিছু জাতীয়ভিত্তিক সংস্কার সম্পন্ন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। উক্ত সংস্কার ভাবনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

আমরা যেহেতু জনগণের ভোটাধিকার ও জনগণের মালিকানায় বিশ্বাস করি, সেহেতু নির্বাচন ব্যবস্থার উন্নয়নে আমাদের সংস্কার ভাবনায় গুরুত্ব পেয়েছে। আমরা মনে করি নির্বাচনের নামে সংখ্যাগরিষ্ঠতার একাধিপত্য ও দুঃশাসন মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া বা এর মাধ্যমে এক ব্যক্তি বা পরিবার বা কোনো গোষ্ঠীর কাছে সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। এসব আশঙ্কা রোধ করার জন্য নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত নির্বাচন কমিশনসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারের কথা আমরা ভাবছি। নির্বাচন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুলিশ প্রশাসন, জনপ্রশাসন, বিচার প্রশাসন, দুর্নীতিদমন কমিশন– এই চারটি প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করা সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য। এসব প্রতিষ্ঠানের সংস্কার জনমালিকানাভিত্তিক, জবাবদিহিমূলক ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায়ও অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এর পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব ও স্বার্থ নিশ্চিত করার জন্য এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বার্তাকে প্রতিফলিত করার জন্য সাংবিধানিক সংস্কারের প্রয়োজন আমরা অনুভব করছি।

এসব বিষয়ে সংস্কার করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আমরা প্রাথমিকভাবে ছয়টি কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এসব কমিশনের কাজ পরিচালনার জন্য বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে ছয়জন বিশিষ্ট নাগরিককে এই কমিশনগুলো পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়েছি। এর পর আরও বিভিন্ন বিষয়ে কমিশন গঠন প্রক্রিয়া আমরা অব্যাহত রাখব।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ড. বদিউল আলম মজুমদার, পুলিশ প্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে কাজ করবেন জনাব সরফরাজ চৌধুরী, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমান, দুর্নীতিদমন সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ড. ইফতেখারুজ্জামান, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে জনাব আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে ড. শাহদীন মালিক দায়িত্ব পালন করবেন।

এসব কমিশনের অন্য সদস্যদের নাম কমিশন প্রধানদের সাথে আলোচনা করে ঠিক করা হবে। কমিশনগুলোর আলোচনা ও পরামর্শসভায় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, ছাত্র-শ্রমিক-জনতা আন্দোলনের প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন।

পূর্ণাঙ্গভাবে গঠিত হওয়ার পর কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ আগামী পহেলা অক্টোবর থেকে শুরু করতে পারবে বলে আশা করছি এবং এটি পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আমরা ধারণা করছি। কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার পরবর্তী পর্যায়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে পরামর্শসভার আয়োজন করবে। চূড়ান্ত পর্যায়ে ছাত্রসমাজ, নাগরিকসমাজ, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সরকারের প্রতিনিধি নিয়ে ব্যাপকভিত্তিক তিন থেকে সাত দিনব্যাপী একটি পরামর্শসভার ভিত্তিতে সংস্কার ভাবনার রূপরেখা চূড়ান্ত করা হবে। এতে এই রূপরেখা কীভাবে বাস্তবায়ন হবে তার একটি ধারণাও দেওয়া হবে।

এই আয়োজন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বার্তা বাস্তবায়ন এবং রাষ্ট্র পুনঃনির্মাণ তাগিদের ঐক্যবন্ধনে গোটা জাতিকে শক্তিশালী ও আশাবাদী করে তুলবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

প্রিয় দেশবাসী,

আমাদের সামনে অনেক কাজ। সবাই মিলে একই লক্ষ্যে আমরা অগ্রসর হতে চাই। আমাদের মধ্যে বিশেষ করে আমাদের নতুন প্রজন্মের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা লুকিয়ে আছে, সেটা যেন বিনা বাধায় রাষ্ট্রের এবং সমাজের সহযোগিতায় প্রকাশ করতে পারি সেই সুযোগের কাঠামো তৈরি করতে চাই।

সকলে মিলে আমাদের পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে, সে ঝাড়ুদার হোক, ছাত্র হোক, শিক্ষক হোক, যে-কোনো ধর্মের হোক, সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করতে চাই। এই হলো আমাদের সংস্কারের মূল লক্ষ্য। আসুন, ছাত্র-শ্রমিক-জনতার এই বিপ্লবের লক্ষ্যকে আমরা দ্রুত বাস্তবায়ন করি।

আমাদের প্রথম মাসে আমরা যে গতিতে, যে উদ্যম নিয়ে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করেছিলাম, হয়ত সেটা করতে পারিনি বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা গেলে আশা করি আমরা আমাদের গতি অনেক বাড়াতে পারব। এজন্য দেশের সকল মানুষের কাছে– শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, কৃষক, শ্রমিক, পেশাজীবী, বড়ো ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দিনমজুর, গৃহিণী সকলের সহযোগিতা চাইছি।

আমাদের কাজ বড়ো কঠিন, কিন্তু জাতি হিসেবে এবার ব্যর্থ হওয়ার কোনো অবকাশ আমাদের নেই। আমাদের সফল হতেই হবে। এই সাফল্য আপনাদের কারণেই আসবে। আপনার সহযোগিতার কারণে আসবে। আমাদের কাজ হবে আপনার-আমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করা। এখন আমরা দ্বিতীয় মাস শুরু করছি। আমাদের দ্বিতীয় মাসে যেন আপনাদের মনে দৃঢ় আস্থার সৃষ্টি করতে পারি– সে চেষ্টা করে যাবো।

ধৈর্য ধরুন– এই কথাটি আমি মোটেই আপনাদের বলব না। আমরা সবাই অধৈর্য হয়ে পড়েছি এতসব কাজ কখন যে শেষ হবে এটা চিন্তা করে। আমরা অধৈর্য হবো। কেন হবো না। কিন্তু সঠিকভাবে কাজ করব। কাজে কোনো অধৈর্যের চিহ্ন রাখব না।

প্রিয় দেশবাসী, দেশের শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, ছাত্রছাত্রী, বয়স্ক, বৃদ্ধ, পুরুষ, মহিলা সবাইকে আবারও আমার সালাম জানাচ্ছি।

আসসালামু আলাইকুম।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১০ই আগস্ট ২০২৪ রংপুরের পীরগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহিদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেন– পিআইডি

আবু সাঈদের বাড়িতে আপ্লুত প্রধান উপদেষ্টা

আবু সাঈদ। পুলিশের বন্দুকের সামনে বুক চিতিয়ে শহিদ হওয়া এই তরুণের সাহস আর প্রতিবাদী ক্ষোভ ধারণ করে বিজয় এসেছে ছাত্র-জনতার। সাঈদের পর আন্দোলনে জীবন দিয়েছেন আরও কয়েকশো ছাত্র-জনতা। তাদের আত্মত্যাগের পথ ধরে গঠিত হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। দায়িত্ব নেওয়ার পর আনুষ্ঠানিক অফিস শুরুর আগেই ১০ই আগস্ট প্রথম রংপুরে শহিদ আবু সাঈদের বাড়িতে ছুটে গিয়েছিলেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি আবু সাঈদের বাবা-মাসহ পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেওয়ার সময় আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন। আবু সাঈদের কবর জিয়ারত ও মোনাজাতের পর সেখানে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। যে পতাকা হাতে ছাত্র-জনতা আন্দোলন করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন সেই পতাকা তুলে দেন আবু সাঈদের বাবার হাতে।

প্রায় আধা ঘণ্টা আলাপচারিতায় আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন, আবু সাঈদের বড়ো ভাই রমজান আলী, আবু হোসেনসহ পরিবারের সদস্যরা দাবি সংবলিত একটি আবেদন ড. মুহাম্মদ ইউনূসের হাতে তুলে দেন। এতে আবু সাঈদসহ ছাত্র-জনতার হত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক সর্বোচ্চ শাস্তির আওতায় আনা, আবু সাঈদের স্মরণে ১৬ই জুলাইকে শহিদ আবু সাঈদ দিবস ঘোষণা করা, আবু সাঈদের স্মরণে পীরগঞ্জে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, একটি পাবলিক গ্রন্থাগার, স্মৃতি সংরক্ষণাগার, একটি মসজিদ ও এতিমখানা নির্মাণ, আবু সাঈদের নামে তার নিজস্ব এলাকায় বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় শহিদি মর্যাদায় ভূষিত করা এবং অষ্টম বীরশ্রেষ্ঠ হিসেবে ঘোষণা করা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পটভূমি মাধ্যমিক শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা, তরুণদের জন্য একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ, জাফরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে আবু

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১০ই আগস্ট ২০২৪ রংপুরের পীরগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহিদ আবু সাঈদের মা-বাবাকে সান্ত্বনা দেন– পিআইডি

সাঈদের সমাধিস্থল সংলগ্ন রাস্তাটি জাফরপাড়া মাদ্রাসা পর্যন্ত প্রশস্তকরণের দাবি জানানো হয়।

এ সময় ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, সকলকে ঐক্যবদ্ধ করাই বর্তমান সরকারের প্রধান চ্যালেঞ্জ। নতুন স্বাধীনতা দিতে আবু সাঈদ যে স্বপ্নের জন্য বুক পেতে দিয়েছিল, আমাদের কাজ হলো সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা। এটা গোটা জাতির কর্তব্য। আমি শুধু এখানে এসে কবর জিয়ারত করলাম, চলে গেলাম তা- না। এটা সারা জাতিকে বলতে চাই– যে লক্ষ্য নিয়ে বুক পেতে দিয়েছিল, যার কারণে কোটি কোটি ছেলেমেয়ে বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, ভয় পায় নাই, আবু সাঈদের জন্য আমরা যে নতুন বাংলাদেশ পেলাম, সেটি গড়ার দায়িত্ব আমাদের। তার কথা স্মরণ হবে এই কাজ করার মধ্য দিয়ে।

তিনি বলেন, জাতি ঐক্যবদ্ধ হলে অতি দ্রুতই বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াবে। ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, একটি মুক্তির জন্য আবু সাঈদ বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছবি দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। একটা মানুষ বন্দুকের সামনে হাত উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে বলছে, মারেন। গুলি করেছে, একটু হেলে উঠে আবার দাঁড়িয়েছে। পরে আবার একটা গুলি করেছে। আবু সাঈদ এখন পীরগঞ্জের না, তিনি এখন সারাবিশ্বের। আবু সাঈদ যে কাজ করেছে এটি নিয়ে যুগ-যুগান্তর কবিতা হবে, উপন্যাস হবে, নাটক হবে। মানুষ তাকে সারাজীবন স্মরণ করবে। এই সেই লোক এখানে শুয়ে আছে। তিনি বলেন, যারা ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে বড়ো হবে, স্কুলে আবু সাঈদের কথা পড়বে। নিজে নিজে প্রস্তুত হবে। আমিও ন্যায়ের জন্য লড়ব, আমিও বুক পেতে দিব। আবু সাঈদ এখন ঘরে ঘরে। প্রত্যেক ঘরে আবু সাঈদ রয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা এ মাটির সন্তান। এটা আবু সাঈদের বাংলাদেশ। এটা এক বাংলাদেশ, দুই বাংলাদেশ না। দেশ নিয়ে পার্থক্যকারীদের বিরুদ্ধে আমরা আবু সাঈদের মতো রুখে দাঁড়াবো। আমাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। তাঁর মর্মস্পর্শী বক্তব্যের সময়ে সকলের চোখে অশ্রু চলে আসে। এ সময় আবেগতাড়িত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন আন্দোলন সমন্বয়কারী ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলামসহ অন্যরা। এরপর তিনি আবু সাঈদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন ও রংপুরের সমন্বয়কারীদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কোটা আন্দোলনে আহতদের দেখতে যান।

বিকালে রংপুর সার্কিট হাউসে প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করে ক্রয়ক্ষমতার আওতায় আনাই লক্ষ্য উল্লেখ করে সকলের সহযোগিতা চান। ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, নিরাপরাধীদের কোনো হয়রানি নয়। তাদেরকে ফুলের টোকাও দেওয়া হবে না।

আমরা অপরাধীদের বিচার করব। দেশে সহিংসতা বন্ধ হলে ১৭ কোটি মানুষকে আরও বহু উপরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

নির্বাচন নিয়ে তিনি বলেন, দেখা যাবে কতদিনে ভালো হয়। এখন আপনারাই বিচার করেন কতদিন হলে ভালো হবে। এটা তো কেউ এখনো বলে নাই। তিনি আরও বলেন, আমরা সবাই একটি পরিবার, সবাইকে উপরে উঠানোর চেষ্টা করব। এখানে কেউ আমাদের বিদেশি আক্রমণকারী নেই, আমরা-আমরাই। একটি পরিবারে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া হতে পারে, তাই বলে সম্পর্ক নষ্ট হয় না। আমরা একটি পরিবার হয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকতে চাই। এর আগে বেলা আড়াইটায় রংপুর সার্কিট হাউসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি।

দুপুর পৌনে ২টায় রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যান প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বিশ্ববিদ্যায়ের প্রশাসনিক ভবন মিলনায়তনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি। সেখানে তিনি শিক্ষার্থীদের নানা দাবিসহ আগামীর বাংলাদেশ গড়তে তাদের প্রত্যাশার কথা শোনেন। এ সময় ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, নতুন বাংলাদেশ তরুণদের বাংলাদেশ। তরুণদের এখন কেউ টেনে রাখতে পারবে না। পথ পরিষ্কার করতে হবে। বেগম রোকেয়া নারীদের মুক্ত করেছেন। এখন রংপুর পুরো বাংলাদেশকে মুক্ত করবে।

এর আগে সকাল ১১টায় তিনি হেলিকপ্টারে করে রংপুর পীরগঞ্জের মেরিন একাডেমিতে আসেন। এরপর সড়ক পথে উপজেলার মদনখালী ইউনিয়নের জাফরপুর বাবনপাড়া গ্রামে কোটা আন্দোলনে নিহত আবু সাঈদের বাড়িতে যান। সেখানে তার কবর জিয়ারতসহ পরিবারের সদস্যদের খোঁজখবর নেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, রংপুর বিভাগীয় কমিশনার জাকির হোসেন, ৬৬ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক সারজিস আলমসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১০ই আগস্ট ২০২৪ রংপুরের পীরগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহিদ আবু সাঈদের মা-বাবার হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেন– পিআইডি

[সূত্র: দৈনিক মানবজমিন, ১১ই আগস্ট ২০২৪]

আবু সাঈদ

আবু সাঈদ (২০০০-১৬ই জুলাই ২০২৪) ছিলেন একজন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের সক্রিয়কর্মী। তিনি এই আন্দোলনের রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সমন্বয়ক ছিলেন।[২] ১৬ই জুলাই আন্দোলন চলাকালে একজন পুলিশ সদস্যের গুলিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৩][৪] কোটা আন্দোলনকারীরা তাকে আন্দোলনের প্রথম শহিদ বলে আখ্যায়িত করে।[৫]

ব্যক্তিগত জীবন

আবু সাঈদ ২০০০ সালে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার বাবনপুর গ্রামে মকবুল হোসেন ও মনোয়ারা বেগমের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় জাফরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়ে উত্তীর্ণ হন। এরপরে স্থানীয় খালাশপীর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে এসএসসি পাস করেন। এরপর তিনি ২০১৮ সালে রংপুর সরকারি কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে এইচএসসি পাস করেন। পরে তিনি ২০২০ সালে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন।[৬] তিনি তার বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন।[৭]

২০২৪-এর কোটা সংস্কার আন্দোলন

আবু সাঈদ ছিলেন ২০২৪ সালের বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনের একজন কর্মী। ২০১৩, ২০১৮ সালের পর ২০২৪ সালের ৫ই জুন আবারও কোটা সংস্কারের আন্দোলন শুরু হয়। তিনি রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক হিসেবে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ও রংপুর অঞ্চলে কোটা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। তিনি আন্দোলনকে বেগবান করতে ১৫ই জুলাই উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে নিহত

জন্ম	২০০০ জাফরপাড়া, পীরগঞ্জ উপজেলা, রংপুর
মৃত্যু	১৬ই জুলাই ২০২৪ রংপুর
মৃত্যুর কারণ	কোটা সংস্কার আন্দোলনে পুলিশের গুলি
জাতীয়তা	বাংলাদেশি
নাগরিকত্ব	বাংলাদেশি
মাতৃশিক্ষায়তন	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
পেশা	ছাত্র
পরিচিতির কারণ	আন্দোলনে মৃত্যু
আন্দোলন	২০২৪-এ বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলন
পিতামাতা	মকবুল হোসেন [১] (পিতা) মনোয়ারা বেগম [১] (মাতা)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শামসুজ্জোহাকে উল্লেখ করে ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন:[৮]

"স্যার! (মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা), এই মুহূর্তে আপনাকে ভীষণ দরকার স্যার! আপনার সমসাময়িক সময়ে যারা ছিল সবাই তো মরে গিয়েছে। কিন্তু আপনি মরেও অমর। আপনার সমাধি আমাদের প্রেরণা। আপনার চেতনায় আমরা উদ্ভাসিত।

আপনারাও প্রকৃতির নিয়মে একসময় মারা যাবেন। কিন্তু যতদিন বেঁচে আছেন মেরুদণ্ড নিয়ে বাঁচুন। ন্যায্য দাবিকে সমর্থন জানান, রাস্তায় নামুন, শিক্ষার্থীদের ঢাল হয়ে দাঁড়ান। প্রকৃত সম্মান এবং শ্রদ্ধা পাবেন। মৃত্যুর সাথে সাথেই কালের গর্ভে হারিয়ে যাবেন না। আজন্ম বেঁচে থাকবেন শামসুজ্জোহা হয়ে। অন্তত একজন 'শামসুজ্জোহা' হয়ে মরে যাওয়াটা অনেক বেশি আনন্দের, সম্মানের আর গর্বের।"

১৬ই জুলাই দুপুর ১২টা থেকেই রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা আন্দোলন কর্মীরা বিক্ষোভ করছিল। আবু সাঈদ এই আন্দোলনের সম্মুখ ভাগেই অবস্থান করছিল সবসময়।

মৃত্যু

১৬ই জুলাই দুপুর আড়াইটা থেকে তিনটার দিকে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করে। ছাত্রদের সবাই সরে গেলেও আবু সাঈদ হাতে একটি লাঠি নিয়ে দুহাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে যান। এই অবস্থায় পুলিশ আনুমানিক ৫০-৬০ ফুট[৯] দূর থেকে তার ওপর ছররা গুলি ছুড়ে।[১০] পুলিশের অবস্থানের জায়গাটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে। তারপরও অবস্থান থেকে সরেননি আবু সাঈদ, দাঁড়িয়েই ছিলেন। একপর্যায়ে কয়েকটি গুলি খেয়ে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার পর মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তাকে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৩][৪]

মামলা

আবু সাঈদের মৃত্যুর পর ১৭ই জুলাই তাজহাট থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলার তথ্য অনুযায়ী, আবু সাঈদের মৃত্যুর দায় বিক্ষোভকারীদের ওপর দিয়ে[১১][১২] উল্লেখ করা হয় যে, আন্দোলনকারীদের ছোড়া গোলাগুলি ও ইটপাটকেলের মধ্যে একজন শিক্ষার্থী রাস্তায় পড়ে যায়, পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।[১৩]

১৮ই জুলাই পুলিশ ১৬ বছর বয়সি এক কিশোরকে গ্রেপ্তার করে এবং পরের দিন তাকে আবু সাঈদ হত্যা মামলায় কারাগারে পাঠানো হয়,[১৪] যদিও পুলিশ তার বয়স ১৯ বছর উল্লেখ করে। ১লা আগস্ট *প্রথম আলোতে* প্রতিবেদন প্রকাশের পর সমালোচনা শুরু হলে কিশোরের জামিন মঞ্জুর হয়।[১৫] ১৩ই আগস্ট আবু সাঈদ হত্যাকাণ্ডের পর রংপুর পুলিশ কমিশনার এবং রেঞ্জের উপমহাপরিদর্শককে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়।[১৬]

প্রতিক্রিয়া

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক ফারুখ ফয়সাল আবু সাঈদের মৃত্যু নিয়ে কথা বলতে গিয়ে *বিবিসি বাংলাকে* বলেন, 'ছেলেটার কাছে যেহেতু প্রাণঘাতী কোনো অস্ত্র ছিল না, কাজেই পুলিশের সহিংস হওয়ার কোনো দরকার ছিল না, কিন্তু পুলিশ সেটি না করে গুলি ছুড়ল। নিরীহ মানুষের ওপর এমন আক্রমণ মোটেও মেনে নেওয়া যায় না।'[১৭]

১৭ই জুলাই ভারতীয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় ফেসবুকে আবু সাঈদের একটি ছবি পোস্ট করে লিখেন, 'আজ, অস্থির লাগছে। আমিও তো সন্তানের জননী। আশা করব বাংলাদেশ শান্ত হবে।'[১৮]

২৬শে জুলাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন আবু সাঈদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।[১৯] ১০ই আগস্ট বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস, উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ আবু সাঈদের বাড়িতে যান। সেখানে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'বাংলাদেশে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবারই সন্তান আবু সাঈদ। হিন্দু পরিবার হোক, মুসলমান পরিবার হোক, বৌদ্ধ পরিবার হোক– সবার ঘরের সন্তান এই আবু সাঈদ।'[২০]

কিংবদন্তি

কবি শহীদুল্লাহ ফরায়জী 'প্রজন্মের বীর আবু সাঈদ' নামে একটা কবিতা লিখেন।[২১] আন্দোলন কর্মীরা রংপুর পার্ক মোড়ের নাম পরিবর্তন করে 'আবু সাঈদ চত্বর' দিয়েছেন।[২২] সেই সাথে শিক্ষার্থীরা রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলগেটের নাম 'শহিদ আবু সাঈদ গেইট' নামকরণ করেন।[২৩]

তথ্যসূত্র

১. [ক খ] 'সব বিশ্ববিদ্যালয়ে আবু সাঈদের নামে হলের নামকরণ দাবি পরিবারের'। *দৈনিক সমকাল*। ২০২৪-০৮-০৯। সংগ্রহের তারিখ ২০২৪-০৮-১০।

২. সংবাদদাতা, নিজস্ব; দিনাজপুর (২০২৪-০৭-১৬)। 'পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, রংপুরে কোটা আন্দোলনের সমন্বয়ক আবু সাঈদ নিহত'। *ডেইলি স্টার*। ২০২৪-০৭-১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২৪-০৭-১৭।

৩. [ক খ] 'রংপুরে যেভাবে গুলিবিদ্ধ হলেন আন্দোলনকারী আবু সাঈদ'। *দৈনিক প্রথম আলো*। ১৬ই জুলাই ২০২৪। ১৬ই জুলাই ২০২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৬ই জুলাই ২০২৪।

৪. [ক খ] 'স্যার! এই মুহূর্তে আপনাকে ভীষণ দরকার, স্যার!।' *প্রথম আলো*। ১৭ই জুলাই ২০২৪। ১৭ই জুলাই ২০২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৭ই জুলাই ২০২৪।

৫. "যতদিন বেঁচে আছেন মেরুদণ্ড নিয়ে বাঁচুন' মৃত্যুর আগে আবু সাইদের বার্তা।" *দৈনিক যুগান্তর*। ১৭ই জুলাই ২০২৪। সংগ্রহের তারিখ ১৭ই জুলাই ২০২৪।

৬. 'আদরের ছোটো ছেলে সাঈদের মৃত্যুতে পাগলপ্রায় মা, বার বার মূর্ছা যাচ্ছেন'। *দ্য ডেইলি স্টার বাংলা*। ১৬ই জুলাই ২০২৪। ২৮শে জুলাই ২০২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৭ই জুলাই ২০২৪।

৭. 'বেরোবি শিক্ষার্থী আবু সাঈদের দাফন সম্পন্ন, জানাজায় মানুষের ঢল'। *banglanews 24.com*। ১৭ই জুলাই ২০২৪। ১৭ই জুলাই ২০২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৭ই জুলাই ২০২৪।

৮. "যতদিন বেঁচে আছেন মেরুদণ্ড নিয়ে বাঁচুন' মৃত্যুর আগে আবু সাইদের বার্তা।" *দৈনিক যুগান্তর*। সংগ্রহের তারিখ ১৭ই জুলাই ২০২৪।

৯. আনাম, মাহফুজ (২০২৪-০৭-১৮)। 'কেন আবু সাঈদকে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করা হলো?'। *দ্য ডেইলি স্টার* (ইংরেজি ভাষায়)। ২০২৪-০৯-০৯ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২৪-১০-১৪।

১০. প্রতিবেদক, নিজস্ব (২০২৪-০৯-২৫)। 'পুলিশের ছররা গুলিতেই আবু সাঈদের মৃত্যু'। *দৈনিক প্রথম আলো*। ২০২৪-০৯-২৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২৪-১০-১৪।

১১. রায়হান, জহির (২৮শে জুলাই ২০২৪)। 'গুলিতে

ঝাঁঝরা সাঈদের বুক, পুলিশ বলছে উল্টো কথা'। *প্রথম আলো*। ২৭শে জুলাই ২০২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৭শে জুলাই ২০২৪।

১২. ওয়াদুদ, তুহিন (৩০শে জুলাই ২০২৪)। 'আবু সাঈদ হত্যাকাণ্ড: মানুষ যা দেখছে, মামলার বাদী কি তা দেখেননি'। *প্রথম আলো*। ৩০শে জুলাই ২০২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৩০শে জুলাই ২০২৪।

১৩. 'কোটা আন্দোলন: আবু সাঈদের মৃত্যু নিয়ে পুলিশের বয়ান ও দেশজুড়ে যেভাবে অভিযান চলছে'। *বিবিসি বাংলা*। ২৭শে জুলাই ২০২৪। ২৭শে জুলাই ২০২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৭শে জুলাই ২০২৪।

১৪. রায়হান, জহির (১লা আগস্ট ২০২৪)। 'আবু সাঈদ হত্যা মামলায় কিশোর গ্রেপ্তার, ১২ দিন ধরে কারাগারে'। *প্রথম আলো*। ১৩ই আগস্ট ২০২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৩ই আগস্ট ২০২৪।

১৫. 'রংপুরে আবু সাঈদ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার কিশোরের জামিন'। *প্রথম আলো*। ১লা আগস্ট ২০২৪। সংগ্রহের তারিখ ১৩ই আগস্ট ২০২৪।

১৬. প্রতিবেদক, নিজস্ব (১৩ই আগস্ট ২০২৪)। 'আবু সাঈদ হত্যা: বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন দুই কর্মকর্তা'। *প্রথম আলো*। ১৩ই আগস্ট ২০২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৩ই আগস্ট ২০২৪।

১৭. 'রংপুরে শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে লক্ষ্য করে পুলিশের গুলি, ঠিক কী ঘটেছিল?'। *বিবিসি বাংলা*। ১৭ই জুলাই ২০২৪। ২৮শে জুলাই ২০২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৭ই জুলাই ২০২৪।

১৮. "আবু সাঈদের ছবি পোস্ট করে ভারতের অভিনেত্রী স্বস্তিকা লিখলেন, 'অস্থির লাগছে'।" *প্রথম আলো*। ১৮ই জুলাই ২০২৪। ১৮ই জুলাই ২০২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৮ই জুলাই ২০২৪।

১৯. 'আবু সাঈদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন'। *প্রথম আলো*। ২৬শে জুলাই ২০২৪। ৪ঠা আগস্ট ২০২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৭শে জুলাই ২০২৪।

২০. 'হিন্দু , মুসলমান, বৌদ্ধ পরিবার হোক-সবার ঘরের সন্তান এই আবু সাঈদ: রংপুরে ড. ইউনূস'। *প্রথম আলো*। ১০ই আগস্ট ২০২৪। ১৩ই আগস্ট ২০২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৩ই আগস্ট ২০২৪।

২১. ফরায়জী, শহীদুল্লাহ। 'প্রজন্মের বীর আবু সাঈদ'। *মানবজমিন*। ২০২৪-০৭-১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২৪-০৭-১৭।

২২. "রংপুর পার্ক মোড়ের নাম 'আবু সাঈদ চত্বর' দিলেন শিক্ষার্থীরা"। *সময় টিভি*। ১৭ই জুলাই ২০২৪।

২৩. 'বেরোবিতে নিহত আবু সাঈদের নামে চত্বর ও গেট উদ্বোধন'। *নয়া শতাব্দী*। ২০২৪-০৮-০৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২৪-০৭-১৭।

[সূত্র: bn.wikipedia.org/wiki/আবু_সাঈদ/]

শহিদ আবু সাঈদ ফাউন্ডেশনের উদ্বোধন

রংপুরের পীরগঞ্জে শহিদ আবু সাঈদ ফাউন্ডেশনের উদ্বোধন করা হয়েছে। ৮ই ডিসেম্বর ২০২৪ উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ ফাউন্ডেশনের উদ্বোধন করেন অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম। এ সময় অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক রবিউল ফয়সালের সভাপতিত্বে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য লুৎফর রহমান, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শওকাত আলী, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তুহিন ওয়াদুদ, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাদিজা বেগম, আবু সাঈদের দুই ভাই ও আবু সাঈদ ফাউন্ডেশনের সভাপতি রমজান আলী ও সম্পাদক আবু হোসেন প্রমুখ বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী শামসুর রহমান।

অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলামসহ অতিথিরা পীরগঞ্জের বাবনপুরে আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেন। উল্লেখ্য, ২৮শে নভেম্বর আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেনের হাতে শহিদ আবু সাঈদ ফাউন্ডেশনের সনদ তুলে দেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

প্রতিবেদন: তানহা তাজিন

কোনঠে বাহে জাগো সবাই, কোটা প্রথা বাতিল চাই

'কোনঠে বাহে জাগো সবাই, কোটা প্রথা বাতিল চাই'– স্লোগানে কোটা সংস্কারের দাবিতে বাংলা ব্লকেডের অংশ হিসেবে রংপুর মহানগরীর মডার্ন মোড়ে সড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। এতে সারাদেশের সঙ্গে রংপুর অঞ্চলের ছয় জেলার সড়ক যোগাযোগ দুই ঘণ্টা বন্ধ থাকে। ৮ই জুলাই সোমবার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত সেখানে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেন তারা।

ব্লকেডে অংশ নেন রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর কলেজ, বেগম রোকেয়া কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কয়েক হাজার শিক্ষার্থী।

এ সময় তারা 'কোটা প্রথা বাতিল চাই, কোনঠে বাহে জাগো সবাই', 'সারা বাংলা খবর দে, কোটা প্রথা কবর দে', 'আমার দেশ আমার মা, কোটা বৈষম্য মানবো না'সহ নানা স্লোগানের প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে ব্লকেড কর্মসূচিতে বসে।

স্লোগান আর বক্তব্যে উত্তাল হয়ে উঠে পুরো মডার্ন মোড় এলাকা। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে ব্লকেড করে দেয় মডার্ন মোড়। এতে দুই ঘণ্টা সারাদেশের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ থাকে রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়ের। সেখানে মোতায়েন করা হয় বিপুলসংখ্যক পুলিশ সদস্য। দুপুর দেড়টায় দিনের কর্মসূচি শেষ করলে যাতায়াত স্বাভাবিক হয়।

ব্লকেডে বক্তব্য রাখেন– রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের শিক্ষার্থী শয়ন কুমার সাহা, জাহিদ হাসান, বাংলা বিভাগের ফরহাদ হোসেন, মুন্না বিশ্বাস, শাহরিন আলম, মারিয়া তাবাসসুম প্রমুখ।

তারা বলেন, কোটায় মেধাবীরা বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারি চাকরিতে মেধাবীরা প্রবেশ করতে না পারায় দুর্নীতি-অনিয়ম বাড়ছে। অনগ্রসর গোষ্ঠীর জন্য ১০ ভাগ কোটা রেখে বাকি কোটা পদ্ধতি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত ব্লকেড কর্মসূচি চলবে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা ক্লাস-পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে না বলেও ঘোষণা দেন।

[সূত্র: দৈনিক যুগান্তর, ৮ই জুলাই ২০২৪]

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে উত্তাল হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

কোটাবিরোধী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে উত্তাল অবস্থা বিরাজ করছে দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি)। চলমান কোটা সংস্কারের দাবিতে সারাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় আন্দোলন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন হাবিপ্রবি শিক্ষার্থীরা। এসময় তারা ঢাকা-দিনাজপুর মহাসড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করে।

১৫ই জুলাই সোমবার বেলা ১১টার দিকে প্রধান ফটকে উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীরা কোটা সংস্কারের আন্দোলন শুরু করে। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন মহাসড়কের ওপর দিয়ে স্লোগান দিয়ে মিছিল করে। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে শুরু হয়ে ১ নম্বর এবং ২ নম্বর ফটক প্রদক্ষিণ করে।

‘সারা বাংলায় খবর দে, কোটা প্রথার কবর দে’, ‘আঠারোর হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার’, ‘জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্রসমাজ জেগেছে’, ‘কোটা না মেধা, মেধা মেধা’, ‘মেধা যার মেধা যার, চাকরি তার চাকরি তার’, ‘চেয়েছিলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার’– এসব স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পুরো ঢাকা-দিনাজপুর মহাসড়ক।

মিছিল শেষে শিক্ষার্থীরা প্রধান ফটক সংলগ্ন বটগাছের নীচে অবস্থান করে মহাসড়ক অবরোধ করে। প্রায় আধা ঘণ্টা বন্ধ ছিল ঢাকা-দিনাজপুর মহাসড়কের যান চলাচল। এ সময় ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। কিন্তু সে সময়ও বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা স্লোগান দিতে থাকে।

পুলিশের সাথে কথা বলা শেষে আবারও মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে বেলা সাড়ে ১২টায় মিছিলটি শেষ করে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা তাদের বক্তব্যে বলেন, যতদিন কোটার সঠিক সংস্কার হবে না ততদিন আন্দোলন চলবে। আমরা বৈষম্য কখনোই মেনে নিব না। আমরা চাই সকলে মেধার সঠিক প্রয়োগ করে চাকরি করুক।

[সূত্র: দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৫ই জুলাই ২০২৪]

কোটাবিরোধী আন্দোলনে দিনাজপুর রণক্ষেত্রে পরিণত

কোটাবিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ত্রিমুখী সংঘর্ষে দিনাজপুর পরিণত হয়েছে রণক্ষেত্রে।

সাধারণ শিক্ষার্থীদের ডাকা শাটডাউন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দিনাজপুরে সকাল থেকে ১১টা পর্যন্ত সরকারি কলেজ মোড়ে, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে শিক্ষার্থীদের কোনো মিছিল, মিটিং বা সমাবেশ লক্ষ করা যায়নি। তবে দূরপাল্লার যান চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রীদের পড়তে হয় চরম বিপাকে।

বেলা বাড়ার সাথে সাথে দিনাজপুর শহর যেন পরিণত হয় এক আতঙ্কের শহরে। লিলির মোড় থেকে শিক্ষার্থীদের একটি বিশাল মিছিল চারু বাবুর মোড় হয়ে বসুনিয়াপট্টি আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ের দিকে অগ্রসর হলে আওয়ামী লীগের দলীয় নেতা-কর্মীদের সাথে শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ। এতে ঘটনাস্থলে আওয়ামী লীগের বেশকিছু নেতা-কর্মী ও শিক্ষার্থীরা আহত হয়। পরবর্তীতে ঘটনা রূপ নেয় রণক্ষেত্রে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ কিছু টিয়ার সেল ও কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। বিক্ষোভকারীরাও পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে। এতে পুলিশের বেশ কয়েকজন সদস্য আহত হয়। বিক্ষোভকারীরা দফায় দফায় শহরের বিভিন্ন পয়েন্ট ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামনে থেকে মিছিল বের করে এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। পুলিশ বার বার ছত্রভঙ্গ করে দিলেও আবার একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এরই মধ্যে কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীরা দিনাজপুর সরকারি কলেজের সামনে থেকে একটি মিছিল শহরের বসুনিয়াপট্টি নিয়ে এসে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয় এবং শহর, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয় এবং যাবতীয় আসবাবপত্র ভাঙচুরের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু ও দলীয় সভানেত্রীর ছবি, পোস্টার তছনছ করে ফেলে এবং কয়েকটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয় । পরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কোটাবিরোধী আন্দোলনের বিক্ষোভকারী দুজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীবৃন্দ ।

সাংবাদিকদের দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পুলিশ সুপার বলেন, সাধারণ শিক্ষার্থীদের পুঁজি করে কতিপয় বহিরাগত ও বিএনপি, জামায়াতের সক্রিয় সদস্যরা দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতেই এই কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছে। তাদের প্রত্যেককে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হবে। হতাহতের কথা জিজ্ঞেস করলে পথচারী, পুলিশ সদস্যসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে, তবে মোট কতজন আহত হয়েছে তা এখনি নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না বলে তিনি জানান।

তবে দিনাজপুরে সকাল ১১টা থেকে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে এবং সমস্ত দোকানপাট ও ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে।

[সূত্র : ঢাকা পোস্ট ৭১, ১৮ই জুলাই ২০২৪]

এক সাহসী প্রতীক শহিদ আবু সাঈদ

মিয়াজান কবীর

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা আমার বাংলাদেশ। ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যতায় ভরপুর আমার এ শ্যামল ভূমি। ঋতুর পরিক্রমায় আসে শীত, আসে বসন্ত। প্রকৃতির মতোই এদেশের মানুষ কখনো বাউল, কখনো বিদ্রোহী।

যুগে যুগে, কালে কালে তামাটে বাঙালি বিদ্রোহ করেছে অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে। তিতুমীর, হাজী শরীয়তউল্লাহ কাঁপিয়ে দিয়েছেন ইংরেজ শাসনের ভীত। এমনিভাবে দুঃশাসনের বিরুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন বরেন্দ্রভূমির কৃষক আন্দোলনের নেতা নূরলদীন, তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্র।

বিদ্রোহ বাংলা, বিদ্রোহী বাঙালি যুগে যুগে বিপ্লব-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সত্য-সুন্দর প্রতিষ্ঠায় পালন করেছে সাহসী ভূমিকা। ধরলা, তিস্তা, ঘাঘট নদীর পাড়ের এমনি এক দুঃসাহসী তরুণের নাম আবু সাঈদ। বাংলার বরেন্দ্রভূমি রংপুরের পীরগাছা উপজেলার বাবনপুর গ্রামে ২০০০ সালের ১০ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এই সংগ্রামী বীর আবু সাঈদ। তার বাবার নাম মকবুল হোসেন, মায়ের নাম মনোয়ারা বেগম। বাবা-মায়ের নয় সন্তানের মধ্যে আবু সাঈদ ছিলেন ভাইদের মধ্যে সবার ছোটো। মা-বাবা ও ভাইবোনের আদর-সোহাগে বেড়ে ওঠেন আবু সাঈদ।

ছোটোবেলা থেকেই আবু সাঈদের লেখাপড়ার প্রতি ঝোঁক ছিল। বাবা-মায়ের স্বপ্ন ছিল আবু সাঈদ লেখাপড়া শিখে অনেক বড়ো হবে। সেই স্বপ্ন নিয়ে বাবা তাকে ভর্তি করে দেন স্কুলে। আবু সাঈদের লেখাপড়ায় প্রথম হাতেখড়ি জাফরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তি লাভ করেন তিনি। তারপর খালাশপীর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এসএসসি পাস করে ভর্তি হন রংপুর সরকারি কলেজে। আবু সাঈদ ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র। বাবা ছিলেন একজন কর্মজীবী মানুষ। অভাবী সংসারে সন্তানসন্ততি নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলেন তিনি। তাই পড়ার খরচ চালাতে কষ্ট হতো তার। কিন্তু আবু সাঈদের চোখ ভরা ছিল স্বপ্ন-আশা, বুক ভরা ছিল আত্মবিশ্বাস। তিনি এই অভাব-অনটনের মধ্যে টিউশনি করে নিজের প্রচেষ্টায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেন এইচএসসি। তারপর ভর্তি হন রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে। আবু সাঈদ ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন যেমন প্রতিভাবান তেমনি আত্মপ্রত্যয়ী। তিনি আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে টিউশনি করে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে থাকেন। সেই সঙ্গে সংসারের খরচের জন্য বাবার হাতে তুলে দেন টিউশনির কিছু টাকা। আবু সাঈদ ছোটোবেলা থেকেই দেখতে পান বৈষম্যের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত এই সমাজের সাধারণ মানুষ। তিনি ভাবতে থাকেন কীভাবে এই বৈষম্য দূর করে একটি সুন্দর ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়া যায়। তিনি বরেন্দ্রভূমির ইতিহাস পাঠ করে জেনেছেন কৃষক নেতা

নূরলদীনের চেতনার কথা, তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্রের সংগ্রামের আখ্যান, জেনেছেন সমাজ সংস্কারের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার জীবনের কথা। সেই সঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহার আত্মত্যাগের কাহিনি।

বরেন্দ্রভূমির সংগ্রামীদের কথা ও কাহিনি তার হৃদয়-মনকে আন্দোলিত করে তোলে। তিনি ভাবতে থাকেন একটি সুন্দর সমাজের কথা। তাই যখনই কোনো ন্যায্য দাবি নিয়ে ছাত্রসমাজ সোচ্চার হয়ে উঠেছে, তখনই তিনি সেই ন্যায্য দাবিকে অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন করে পাশে দাঁড়িয়েছেন।

২০২৪ সালের জুলাইতে যখন কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়, তখন তিনি নিঃসংকোচ চিত্তে এগিয়ে আসেন আন্দোলনকারীদের পাশে। আবু

সাঈদ সাহসিকতার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সমন্বয়ে আন্দোলন শুরু করেন। স্বৈরাচারী শাসকের শত বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান। আবু সাঈদ ছিলেন রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী শিক্ষার্থীদের অন্যতম সমন্বয়ক। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, অসীম সাহসিকতায় স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার একনায়কত্ব শাসন ব্যবস্থা নড়বড়ে হয়ে ওঠে। ছাত্রনেতা আবু সাঈদের নেতৃত্বে ১৬ই জুলাই রংপুরে আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। এইদিন দুপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটাবিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও সংগ্রামী জনতা মিছিল নিয়ে শহরের লালবাগ এলাকা থেকে ক্যাম্পাসের দিকে যায়। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশ ও ছাত্রলীগ তাদের বাধা দেয়। এক পর্যায়ে পুলিশ ও ছাত্রলীগের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ বাধে। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার নির্দেশে পুলিশ ও ছাত্রলীগ আন্দোলনকারী ছাত্রদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। পুলিশ ও ছাত্রলীগের বর্বরতায় শিক্ষার্থীরা অনেকেই গুরুতরভাবে আহত হন। ঠিক তখনই পুলিশ ও ছাত্রলীগের বর্বতার প্রতিবাদে দুহাত প্রসারিত করে বুক চিতিয়ে মিছিলের সম্মুখে এসে দাঁড়ান আবু সাঈদ। নিরস্ত্র আবু সাঈদের বুকে নির্মমভাবে গুলি চালায় পুলিশ। গুলির আঘাতে রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়েন সংগ্রামী আবু সাঈদ। আবু সাঈদের বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয় বাংলার বরেন্দ্রভূমির শ্যামল মাটি। আবু সাঈদের রক্তে ডাকে বান, জাগে ঊর্মি। ছাত্র-জনতার বুকে জ্বলে ওঠে আগুন। কেঁপে ওঠে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার রাজপ্রাসাদ।

সংগ্রামী সহযোদ্ধারা গুলিবিদ্ধ আবু সাঈদকে বাঁচানোর লক্ষ্যে মৃত্যু ভয় উপেক্ষা করে এগিয়ে আসেন। পুলিশের বাধা অতিক্রম করে চিকিৎসার জন্য তাকে নিয়ে যান রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসক আবু সাঈদকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সংগ্রামী সহযোদ্ধারা এই বীর পুরুষের মৃত্যুতে শোকে শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। পরক্ষণেই সান্ত্বনায়-সাহসে বুক বেধে শোককে শক্তিতে পরিণত করেন। পুলিশ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে শহিদ আবু সাঈদের লাশ গুম করতে চেষ্টা করে। জীবন্ত আবু সাঈদের চেয়ে তার মরদেহ যেন আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আবু সাঈদ শহিদ হওয়ার পর আন্দোলন আরও বেগবান হয়ে ওঠে। আবু সাঈদের বুকের তাজা রক্ত দেখে দৃঢ়চিত্তে সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন সংগ্রামী ছাত্র-জনতা। উত্তাল হয়ে ওঠে রংপুর, উত্তাল হয়ে ওঠে উত্তরবঙ্গ, উত্তাল হয়ে ওঠে সমগ্র দেশ। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া জাগরণ ঘটে সমগ্র বাঙালি জাতির। নড়ে ওঠে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার মসনদ। এখান থেকেই শুরু হয় শেখ হাসিনার পতনের পালা।

অবশেষে ছাত্র-জনতার দাবিতে ১৬ই জুলাই মঙ্গলবার মধ্যরাতে পীরগঞ্জের বাবনপুর গ্রামের বাড়িতে শহিদ আবু সাঈদের মরদেহ নেওয়া হয়। আবু সাঈদের মরদেহ বাড়িতে পৌঁছানো মাত্রই শোকের ছায়া নেমে আসে। ছেলেহারা মায়ের গগনবিদারী বিলাপ, বাবার আহাজারি, বোনের আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। আর ভাইহারা ভাইয়ের অশ্রুজলে লেখা হয় বেদনার এক মহাকাব্য।

শহিদ আবু সাঈদের মরদেহ দেখে এলাকাবাসীও অঝোর ধারায় কান্নায় ভেঙে পড়েন। শহিদ আবু সাঈদের মরদেহ ঘিরে এক বেদনাবিধুর দৃশ্যের অবতারণ হয়। পরদিন ১৭ই জুলাই বুধবার সকাল নয়টায় পারিবারিক কবরস্থানে আবু সাঈদের মরদেহ দাফন করা হয়। আবু সাঈদের জানাজা ঘিরে মানুষের ঢল নামে। আবু সাঈদ তার জন্মভূমি সুনিবিড় ছায়াঢাকা গ্রামের মাটিতে চিরনিদ্রায় শায়িত হন।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গেটের কাছে পুলিশের গুলির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন আবু সাঈদ। আবু সাঈদকে চিরস্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে আন্দোলনকারী সহযোদ্ধারা সেই প্রথম গেটের নাম দিয়েছেন 'শহিদ আবু সাঈদ গেইট'। আন্দোলনের ঘটনাস্থল এবং পার্কের মোড়ের নামকরণ করা হয়েছে 'আবু সাঈদ চত্বর'। চিত্রশিল্পীদের রংতুলিতে কোটা সংস্কারের আন্দোলনের সংগ্রামী পটভূমিতে গ্রাফিতি অঙ্কিত হয়েছে দেয়ালে দেয়ালে। অঙ্কিত হয়েছে বীর আবু সাঈদের বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো দু'হাত প্রসারিত দৃশ্যচিত্র। গ্রাফিতিতে দেয়ালের ভাষা হয়ে উঠেছে সংগ্রামী চেতনার প্রতীক। কবির কবিতায়, শিল্পীর গানে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে শহিদ আবু সাঈদের বীরগাথা। শহিদ আবু সাঈদ যেন বার বার ডেকে ডেকে আহ্বান জানান– 'জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?'

শহিদ আবু সাঈদ কোটা সংস্কার আন্দোলনের এক সংগ্রামী মানুষের নাম। চব্বিশের জুলাই আন্দোলনের সাহসী এক প্রতিবাদের প্রতীক, এক শহিদের নাম আবু সাঈদ। শহিদ আবু সাঈদের বুকের তাজা রক্তেভেজা পথ ধরে ৫ই আগস্ট দেশ মুক্ত হয় শেখ হাসিনার দীর্ঘ প্রায় ১৬ বছরের স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র থেকে।

আবু সাঈদ কৃষক নেতা নূরলদীনের উত্তর-পুরুষ। যুগে যুগে আন্দোলনে-বিপ্লবে-সংগ্রামে প্রেরণা জোগাবে শহিদ আবু সাঈদের আত্মত্যাগের কাহিনি। আবু সাঈদ চির অমর, চির ভাস্বর। আকাশের নক্ষত্র হয়ে দিকহারা নাবিককে দেখাবে পথ। পাখির গানে, নদীর কলতানে, কবির কবিতায়, শিল্পীর গানে ঝংকৃত হবে আবু সাঈদের নাম।

মিয়াজান কবীর: লেখক ও গবেষক

শহিদ আবু সাঈদের নামে গেইট-চত্বর

কোটা সংস্কার আন্দোলনে গুলিতে শহিদ রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) ছাত্র আবু সাঈদের নামে গেইট ও চত্বরের নামকরণ করা হয়েছে। ১৭ই জুলাই দুপুর আড়াইটায় ক্যাম্পাসে তার গায়েবানা জানাজার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ১ নম্বর গেইটের নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'শহিদ আবু সাঈদ গেইট' এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন পার্কের মোড়ের নাম রাখেন 'শহিদ আবু সাঈদ চত্বর'।

শহিদ আবু সাঈদ ছিলেন বোরোবির ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। ২০২৪ সালের কোটাবিরোধী আন্দোলনে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সক্রিয় সমন্বয়ক ছিলেন তিনি। ১৬ই জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'শাটডাউন কর্মসূচির' অংশ হিসেবে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাজপথে নামে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন পার্কের মোড়ে আবু সাঈদ একাই বুক পেতে পুলিশের সামনে দাঁড়ান এবং গুলিবিদ্ধ হন। বন্ধুরা তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি শহিদ হন। ১৭ই জুলাই সকাল সাড়ে ৯টায় রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার মদনখালী ইউনিয়নের বাবনপুর গ্রামের জাফরপাড়া মাদরাসা মাঠে তার জানাজা হয়। পরে পারিবারিক কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হন আবু সাঈদ।

প্রতিবেদন: সুব্রত দেবনাথ

রংপুরে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে যোগ দিলেন শিক্ষক-অভিভাবকরা

রংপুরে কোটা সংস্কার আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত শিক্ষার্থী আবু সাঈদসহ সকল হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার, আন্দোলনে গ্রেপ্তার হওয়া সকল শিক্ষার্থীর মুক্তিসহ বিভিন্ন দাবিতে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও পদযাত্রা করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

শুক্রবার (২রা আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে রংপুর মহানগরীর পার্ক মোড়ে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা শান্তিপূর্ণ

সমাবেশ ও পদযাত্রার ব্যানার নিয়ে একত্রিত হন। এ কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষকরা।

এসময় সেখানে প্রতিবাদ সমাবেশে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলেন, আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন কীভাবে সহিংস হলো? আমরা তো শুরু থেকেই শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের দাবি তুলে ধরেছিলাম। সরকারে থাকা দায়িত্বশীলদের মদদে আমাদের ওপর ছাত্রলীগ-যুবলীগ-পুলিশ সদস্যরা হামলা করে, মারধর করে, ভয়ভীতি সৃষ্টি করে। তারাই আমাদের ওপর গুলি চালায়। আমাদের ভাইকে কেন হত্যা করা হয়েছে, কী কারণে ছাত্রদের হত্যা করা হলো? এখন আমাদের কেন নিরাপত্তা নেই? আমরা সকল শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা চাই। আমাদের দাবি না মানা পর্যন্ত আমরা রাজপথ ছাড়ব না। এ সময় আবু সাঈদসহ সারাদেশে চলমান এই ছাত্র আন্দোলন ঘিরে বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের শাস্তির দাবি জানান তারা।

এদিকে সংহতি প্রকাশ করে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নেতারা বলেন, আমাদের ছাত্র আবু সাঈদসহ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সকল হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। আমরা আর কোনো হত্যাকাণ্ড দেখতে চাই না। শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবি দ্রুত মেনে নিয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারকে সকল ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে যে-কোনো পরিস্থিতির জন্য সরকারকেই দায় নিতে হবে। আমরা শিক্ষকরা সবসময় ছাত্রদের যৌক্তিক দাবির সঙ্গে একমত ছিলাম, তাদের পাশে ছিলাম, এখনো আছি।

অভিভাবকরা বলেন, আমাদের ছেলেমেয়েরা তাদের ন্যায্য দাবি নিয়ে মাঠে নেমেছে। অনেকে হত্যার শিকার হয়েছে। অনেকে আহত হয়ে হাসপাতালে-বাড়িতে কাতরাচ্ছে। অনেকে আতঙ্কে দিনাতিপাত করছে। আমরা অভিভাবক হয়ে

বাড়িতে বসে থাকতে পারি না। তাই শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক আন্দোলনে আমরাও তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি।

সমাবেশ শেষে পার্ক মোড় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ সময় তারা বৃষ্টিতে ভিজে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।

এদিকে বৃহস্পতিবার (১লা আগস্ট) বিকালে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের শেখ রাসেল মিডিয়া চত্বরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষকরা। এ কর্মসূচি থেকে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শহিদ আবু সাঈদসহ সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের দাবি জানানো হয়।

অবস্থান কর্মসূচির আগে শিক্ষকরা একটি মৌন মিছিল বের করেন। মিছিলটি ক্যাম্পাসের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় শেখ রাসেল মিডিয়া চত্বরে এসে শেষ হয়। অবস্থান কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অন্তত ৪৫ জন শিক্ষক অংশ নেন।

সেখানে অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন– বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. তুহিন ওয়াদুদ, ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মতিউর রহমান, মার্কেটিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শেখ মাজেদুল হক, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ওমর ফারুক, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও লোকপ্রশাসন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আসাদুজ্জামান মণ্ডল আসাদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক মাহবুবুর রহমান, একই বিভাগের শিক্ষক ফারজানা জান্নাত তুশি প্রমুখ।

এ সময় শিক্ষকরা বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যারা শহিদ হয়েছে, তারা ন্যায়বিচার পাবে কি না এ বিষয়ে আমরা শিক্ষকসমাজ সন্দিহান। সরকার দলীয় প্রশাসন জনগণের টাকায় কেনা অস্ত্র এবং বেতনভোগী কর্মচারীরা কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের গুলি করল, হত্যা ও গুম করল।

শিক্ষকরা আরও বলেন, আমরা আরও দেখলাম আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যা করে রাতারাতি পুলিশ তাকে রাতের মধ্যেই দাফন করার জন্য উঠেপড়ে লাগল। এমনকি পুলিশের বড়ো বড়ো কর্মকর্তারা লাইন দিয়ে পুলিশের হেফাজতে আবু সাঈদের মরদেহ নিয়ে গেছে। এ রকম অবিচার-বিচারহীনতার সংস্কৃতি ছিল পাকিস্তানের শাসন আমলে।

শিক্ষকরা বলেন, আমরা দেখলাম আবু সাঈদকে হত্যার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসায় কী নৃশংসভাবে হামলা করল, আর পুলিশ চেয়ে চেয়ে দেখল। এই হলো পুলিশ ও তাদের অবদান। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেখেছিলাম রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে এদেশের পুলিশ কী অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। মুক্তিযুদ্ধের পুলিশ আর এখনকার সময়ের পুলিশের কত পার্থক্য।

প্রসঙ্গত, কোটা সংস্কার আন্দোলনে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সমন্বয়ক ছিলেন আবু সাঈদ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। মা-বাবার ৯ সন্তানের মধ্যে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া সন্তান ছিল আবু সাঈদ। গত ১৬ই জুলাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন পার্ক মোড়ে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশ ও ছাত্রলীগ-যুবলীগের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় মিছিলের সম্মুখে থেকে বুক পেতে দেওয়া আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এ ঘটনার পর আন্দোলনের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে রংপুরসহ পুরো দেশজুড়ে।

[সূত্র: ঢাকা পোস্ট, ২রা আগস্ট ২০২৪]

গেজেট থেকে রংপুর বিভাগের শহিদদের তালিকা

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ১৫, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গেজেট অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.২৪৩.২০২৫.০৩—জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এ শহিদদের গেজেট সরকার প্রকাশ করে। সে তালিকা থেকে পৃথক করে রংপুর বিভাগের শহিদদের নামের তালিকা করা হলো:

গেজেট নং	মেডিক্যাল কেস আইডি	শহীদের নাম	পিতার নাম	বর্তমান ঠিকানা	স্থায়ী ঠিকানা
৭৪	৪০১৭	সুজন হোসেন	শহিদুল ইসলাম	বড় খাতা, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট	বড় খাতা, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট
৮৬	৪৭৯১	মোঃ সুজন মিয়া	মোঃ সুজা মিয়া	খোলাহাটী, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা	খোলাহাটী, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা
৯১	৬০৬৪	মোঃ শিমুল	মোঃ মজিবুর রহমান মন্ডল	ক-৮৪/২কুড়াতলী, জোয়ার সাহারা, ওয়ার্ড নং-১৭, খিলক্ষেত, ঢাকা	কুশল পুর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর
১০১	৮৫৯৯	মোঃ সাগর রহমান	মোঃ রবিউল ইসলাম	মারুল বাড্ডা ডিআইডি প্রজেক্ট, রোড নং-১৪, বাড়ি-ভুট্ট সাহেব বাড়ী, ঢাকা	কিত্তিনিয়া পাড়া, চাকলাহাট ইউপি, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়

১২৪	১১৯৮৭	আল আমীন ইসলাম ওরফে সেলিম	মোঃ ওয়াহেদ আলী ওরফে কেনা মিয়া	সাংঃ ডাবড়া, জিনেশ্বরী, মাস্টারের মোড়ের উত্তর পাশে, থানাঃ বীরগঞ্জ, দিনাজপুর	সাংঃ ডাবড়া, জিনেশ্বরী, মাস্টারের মোড়ের উত্তর পাশে, থানাঃ বীরগঞ্জ, দিনাজপুর
১৫৩	১৩৭৮১	মোঃ নাজমুল মিয়া	মৃত হাইদুল ইসলাম	গ্রাম-নূরপুর ডাকঘর-কামারপাড়া, উপজেলা-সাদুল্লাপুর, জেলা-গাইবান্ধা	গ্রাম-নূরপুর ডাকঘর-কামারপাড়া, উপজেলা-সাদুল্লাপুর, জেলা-গাইবান্ধা
১৫৪	১৩৭৯৫	মোঃ নাঈম বাবু	মোঃ মোস্তফা	আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা	গ্রাম-সোনাকুড়ি, পোস্ট-রনোচন্দি, উপজেলা-কিশোরগঞ্জ, জেলা-নীলফামারী
১৫৯	১৩৯২৯	মোঃ সুমন ইসলাম	মোঃ হামিদ আলী	আমিন নগর, শিকারপুর, সাকোয়া, বোদা, পঞ্চগড়	আমিন নগর, শিকারপুর, সাকোয়া, বোদা, পঞ্চগড়
২০৩	১৫৫৩৪	মোঃ গোলাম রব্বানী	মোঃ সাইদুল ইসলাম	পশ্চিম খামার, ৯ নং ওয়ার্ড, কচাকাটা, কেদার, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম	পশ্চিম খামার, ৯ নং ওয়ার্ড, কচাকাটা, কেদার, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
২১৭	১৭৩৭৫	আশিকুর রহমান	চাঁদ মিয়া	চাঁদ ভিলা, সাতভিটা, বুড়াবুড়ী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।	চাঁদ ভিলা, সাতভিটা, বুড়াবুড়ী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
২৩১	১৮৪১৭	শফিকুল ইসলাম	মৃত আবু বক্কর	১৩০/১০, ভাগলপুর, দঃ দরিয়াপুর, ওয়ার্ড নং-০৬, সাভার, ঢাকা	পারুল, পীরগাছা, রংপুর
২৩৪	১৯৫০৪	রবিউল ইসলাম রাহুল	মোসলেম উদ্দিন	বিদুরশাই, রাণীগঞ্জ বাজার, ফাজিলপুর, সদর, দিনাজপুর	বিদুরশাই, রাণীগঞ্জ বাজার, ফাজিলপুর, সদর, দিনাজপুর
২৪৯	২০৪৩৬	মো: জাহিদুল ইসলাম	মোঃ রফিকুল ইসলাম	গ্রাম-হাট খোলাপাড়া, ডাকঘর-বদরগঞ্জ -৫৪৩০, বদরগঞ্জ, রংপুর।	গ্রাম-হাট খোলাপাড়া, ডাকঘর-বদরগঞ্জ -৫৪৩০, বদরগঞ্জ, রংপুর।
২৫০	২০৪৬০	মোঃ সাজ্জাদ হোসেন সজল	মোঃ খলিলুর রহমান	জামগড়া, চৌরাস্তা প্রাইমারী স্কুল রোড, হিয়ন গার্মেন্টস সংলগ্ন, ঢাকা	শ্যামপুর, খামার ধনারুহা, সাঘাটা, গাইবান্ধা
৩৩২	২২২৯২	সোহাগ	রেজাউল	ওয়ার্ড নং ৯, বড় পাহারপুর, শানেরহাট, পীরগঞ্জ, রংপুর।	ওয়ার্ড নং ৯, বড় পাহারপুর, শানেরহাট, পীরগঞ্জ, রংপুর।
৩৪৮	২২৩২৬	নুর আলম	মোঃ আমির আলী	মোল্লাপাড়া ভগির ভিটা, ভোগডাঙ্গা, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম	মোল্লাপাড়া ভগির ভিটা, ভোগডাঙ্গা, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম

৩৪৯	২২৩২৭	মোঃ আবু সাঈদ মিয়া	মোঃ মকবুল হোসেন	বাবনপুর, জাফর পাড়া, মদনখালী, পীরগঞ্জ, রংপুর	বাবনপুর, জাফর পাড়া, মদনখালী, পীরগঞ্জ, রংপুর
৩৫১	২২৩৩০	সাজ্জাদ হোসেন	মো: বাবু মিয়া	বাসা নং ১০৩, পূর্ব শালবন, শিক্ষাঙ্গন রোড, রংপুর সদর, রংপুর	বাসা নং ১০৩, পূর্ব শালবন, শিক্ষাঙ্গন রোড, রংপুর সদর, রংপুর
৩৮৩	২২৩৯৩	মোঃ মেরাজুল ইসলাম	মৃত শামছুল হক	বাসা নং ৭৩, রোড নং ২, ওয়ার্ড নং ২৩, নিউ জুম্মাপাড়া, রংপুর সদর, রংপুর	বাসা নং ৭৩, রোড নং ২, ওয়ার্ড নং ২৩, নিউ জুম্মাপাড়া, রংপুর সদর, রংপুর
৩৮৬	২২৩৯৭	মোঃ আব্দুল্লাহ আল তাহির	আব্দুর রহমান	মাদ্রাসা রোড, জুম্মাপাড়া, ওয়ার্ড নং-২৩, রংপুর সদর, রংপুর	নামাজর চরগেন্দার আগলা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম
৪০০	২২৪৩৮	মোঃ রেদওয়ান	মোঃ সাইদুল ইসলাম	বাটু পাড়া, কাজীপাড়া, ডাকঘর -বুড়ির হাট-৫৪২০ ওয়ার্ড নং -৮ সয়ার, তারাগঞ্জ, রংপুর	বাটু পাড়া, কাজীপাড়া, ডাকঘর -বুড়ির হাট-৫৪২০ ওয়ার্ড নং -৮ সয়ার, তারাগঞ্জ, রংপুর।
৪২৭	২২৪৭৫	মোঃ আরিফুল মিয়া	মোঃ খাজা মিয়া	পশ্চিম গোপীনাথপুর , বরিশাল, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা	পশ্চিম গোপীনাথপুর, বরিশাল, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা
৪৩১	২২৪৮০	মোঃ মন্জু মিয়া	মোঃ এনছার আলী	জুয়ান, জ্ঞানগঞ্জ বাজার, পীরগাছা, রংপুর	জুয়ান, জ্ঞানগঞ্জ বাজার, পীরগাছা, রংপুর
৪৫০	২২৫০৬	রাশেদুল ইসলাম	বাচ্চু মিয়া	চর কাঠগিরি, শালমারা, নুনখাওয়া, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম	চর কাঠগিরি, শালমারা, নুনখাওয়া, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
৪৬২	২২৫১৯	রায়হানুল ইসলাম	মোঃ আব্দুর রশিদ	মুন্সিপাড়া, উলিপুর সদর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম	মুন্সিপাড়া, উলিপুর সদর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম
৪৬৬	২২৫২৪	মোঃ শাকিনুর রহমান	মোঃ ইবনেসাঈদ মন্ডল	কিশোরগাড়ী কাশিয়াবাড়ী, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা	কিশোরগাড়ী কাশিয়াবাড়ী, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা
৪৭০	২২৫২৯	আব্দুল লতিফ	মোঃ নিজাম উদ্দিন	বল্লভবিষু, শহীদবাগ, কাউনিয়া, রংপুর	বল্লভবিষু, শহীদবাগ, কাউনিয়া, রংপুর
৪৭৩	২২৫৩৩	মোঃ তাহির জামান প্রিয়	আবু হেনা মোস্তফা জামান	৪৭৩, গুপ্তপাড়া রোড নং ১/৫, কামাল কাছনা, ওয়ার্ড নং-২৪, রংপুর সদর, রংপুর	৪৭৩, গুপ্তপাড়া রোড নং ১/৫, কামাল কাছনা, ওয়ার্ড নং-২৪, রংপুর সদর, রংপুর

১২৪	১১৯৮৭	আল আমীন ইসলাম ওরফে সেলিম	মোঃ ওয়াহেদ আলী ওরফে কেনা মিয়া	সাংঃ ডাবড়া, জিনেশ্বরী, মাস্টারের মোড়ের উত্তর পাশে, থানাঃ বীরগঞ্জ, দিনাজপুর	সাংঃ ডাবড়া, জিনেশ্বরী, মাস্টারের মোড়ের উত্তর পাশে, থানাঃ বীরগঞ্জ, দিনাজপুর
১৫৩	১৩৭৮১	মোঃ নাজমুল মিয়া	মৃত হাইদুল ইসলাম	গ্রাম-নুরপুর ডাকঘর-কামারপাড়া, উপজেলা-সাদুল্লাপুর, জেলা-গাইবান্ধা	গ্রাম-নুরপুর ডাকঘর-কামারপাড়া, উপজেলা-সাদুল্লাপুর, জেলা-গাইবান্ধা
১৫৪	১৩৭৯৫	মোঃ নাঈম বাবু	মোঃ মোস্তফা	আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা	গ্রাম-সোনাকুড়ি, পোস্ট-রনোচন্দি, উপজেলা-কিশোরগঞ্জ, জেলা-নীলফামারী
১৫৯	১৩৯২৯	মোঃ সুমন ইসলাম	মোঃ হামিদ আলী	আমিন নগর, শিকারপুর, সাকোয়া, বোদা, পঞ্চগড়	আমিন নগর, শিকারপুর, সাকোয়া, বোদা, পঞ্চগড়
২০৩	১৫৫৩৪	মোঃ গোলাম রব্বানী	মোঃ সাইদুল ইসলাম	পশ্চিম খামার, ৯ নং ওয়ার্ড, কচাকাটা, কেদার, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম	পশ্চিম খামার, ৯ নং ওয়ার্ড, কচাকাটা, কেদার, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
২১৭	১৭৩৭৫	আশিকুর রহমান	চাঁদ মিয়া	চাঁদ ভিলা, সাতভিটা, বুড়াবুড়ী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।	চাঁদ ভিলা, সাতভিটা, বুড়াবুড়ী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
২৩১	১৮৪১৭	শফিকুল ইসলাম	মৃত আবু বক্কর	১৩০/১০, ভাগলপুর, দঃ দরিয়াপুর, ওয়ার্ড নং-০৬, সাভার, ঢাকা	পারুল, পীরগাছা, রংপুর
২৩৪	১৯৫০৪	রবিউল ইসলাম রাহল	মোসলেম উদ্দিন	বিদুরশাই, রাণীগঞ্জ বাজার, ফাজিলপুর, সদর, দিনাজপুর	বিদুরশাই, রাণীগঞ্জ বাজার, ফাজিলপুর, সদর, দিনাজপুর
২৪৯	২০৪৩৬	মো: জাহিদুল ইসলাম	মোঃ রফিকুল ইসলাম	গ্রাম-হাট খোলাপাড়া, ডাকঘর-বদরগঞ্জ -৫৪৩০, বদরগঞ্জ, রংপুর।	গ্রাম-হাট খোলাপাড়া, ডাকঘর-বদরগঞ্জ -৫৪৩০, বদরগঞ্জ, রংপুর।
২৫০	২০৪৬০	মোঃ সাজ্জাদ হোসেন সজল	মোঃ খলিলুর রহমান	জামগড়া, চৌরাস্তা প্রাইমারী স্কুল রোড, হিয়ন গার্মেন্টস সংলগ্ন, ঢাকা	শ্যামপুর, খামার ধনারুহা, সাঘাটা, গাইবান্ধা
৩৩২	২২২৯২	সোহাগ	রেজাউল	ওয়ার্ড নং ৯, বড় পাহারপুর, শানেরহাট, পীরগঞ্জ, রংপুর।	ওয়ার্ড নং ৯, বড় পাহারপুর, শানেরহাট, পীরগঞ্জ, রংপুর।
৩৪৮	২২৩২৬	নুর আলম	মোঃ আমির আলী	মোল্লাপাড়া ভগির ভিটা, ভোগডাঙ্গা, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম	মোল্লাপাড়া ভগির ভিটা, ভোগডাঙ্গা, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম

৩৪৯	২২৩২৭	মোঃ আবু সাঈদ মিয়া	মোঃ মকবুল হোসেন	বাবনপুর, জাফর পাড়া, মদনখালী, পীরগঞ্জ, রংপুর	বাবনপুর, জাফর পাড়া, মদনখালী, পীরগঞ্জ, রংপুর
৩৫১	২২৩৩০	সাজ্জাদ হোসেন	মো: বাবু মিয়া	বাসা নং ১০৩, পূর্ব শালবন, শিক্ষাজ্ঞান রোড, রংপুর সদর, রংপুর	বাসা নং ১০৩, পূর্ব শালবন, শিক্ষাজ্ঞান রোড, রংপুর সদর, রংপুর
৩৮৩	২২৩৯৩	মোঃ মেরাজুল ইসলাম	মৃত শামছুল হক	বাসা নং ৭৩, রোড নং ২, ওয়ার্ড নং ২৩, নিউ জুম্মাপাড়া, রংপুর সদর, রংপুর	বাসা নং ৭৩, রোড নং ২, ওয়ার্ড নং ২৩, নিউ জুম্মাপাড়া, রংপুর সদর, রংপুর
৩৮৬	২২৩৯৭	মোঃ আব্দুল্লাহ আল তাহির	আব্দুর রহমান	মাদ্রাসা রোড, জুম্মাপাড়া, ওয়ার্ড নং-২৩, রংপুর সদর, রংপুর	নামাজর চরগেন্দার আগলা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম
৪০০	২২৪৩৮	মোঃ রেদওয়ান	মোঃ সাইদুল ইসলাম	বাটু পাড়া, কাজীপাড়া, ডাকঘর -বুড়ির হাট-৫৪২০ ওয়ার্ড নং -৮ সয়ার, তারাগঞ্জ, রংপুর	বাটু পাড়া, কাজীপাড়া, ডাকঘর -বুড়ির হাট-৫৪২০ ওয়ার্ড নং -৮ সয়ার, তারাগঞ্জ, রংপুর।
৪২৭	২২৪৭৫	মোঃ আরিফুল মিয়া	মোঃ খাজা মিয়া	পশ্চিম গোপীনাথপুর , বরিশাল, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা	পশ্চিম গোপীনাথপুর, বরিশাল, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা
৪৩১	২২৪৮০	মোঃ মঞ্জু মিয়া	মোঃ এনছার আলী	জুয়ান, জ্ঞানগঞ্জ বাজার, পীরগাছা, রংপুর	জুয়ান, জ্ঞানগঞ্জ বাজার, পীরগাছা, রংপুর
৪৫০	২২৫০৬	রাশেদুল ইসলাম	বাচ্চু মিয়া	চর কাঠগিরি, শালমারা, নুনখাওয়া, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম	চর কাঠগিরি, শালমারা, নুনখাওয়া, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
৪৬২	২২৫১৯	রায়হানুল ইসলাম	মোঃ আব্দুর রশিদ	মুন্সিপাড়া, উলিপুর সদর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম	মুন্সিপাড়া, উলিপুর সদর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম
৪৬৬	২২৫২৪	মোঃ শাকিনুর রহমান	মোঃ ইবনেসাঈদ মন্ডল	কিশোরগাড়ী কাশিয়াবাড়ী, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা	কিশোরগাড়ী কাশিয়াবাড়ী, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা
৪৭০	২২৫২৯	আব্দুল লতিফ	মোঃ নিজাম উদ্দিন	বল্লভবিষু, শহীদবাগ, কাউনিয়া, রংপুর	বল্লভবিষু, শহীদবাগ, কাউনিয়া, রংপুর
৪৭৩	২২৫৩৩	মোঃ তাহির জামান প্রিয়	আবু হেনা মোস্তফা জামান	৪৭৩, গুপ্তপাড়া রোড নং ১/৫, কামাল কাছনা, ওয়ার্ড নং-২৪, রংপুর সদর, রংপুর	৪৭৩, গুপ্তপাড়া রোড নং ১/৫, কামাল কাছনা, ওয়ার্ড নং-২৪, রংপুর সদর, রংপুর

৪৮৬	২২৫৫৩	মো: জুয়েল রানা	মোঃ মোনতাজ উদ্দিন ব্যাপারী	গ্রাম-শাখাহাতি, ডাক-জালালাবাদ, উপজেলা-গোবিন্দগঞ্জ, জেলা-গাইবান্ধা	গ্রাম-শাখাহাতি, ডাক-জালালাবাদ, উপজেলা-গোবিন্দগঞ্জ, জেলা-গাইবান্ধা
৪৯১	২২৫৫৮	বদিউজ্জামান	মোঃ আব্দুল কাইয়ুম	ভুতছড়া, মাঝাপাড়া, কাউনিয়া	ভুতছড়া, মাঝাপাড়া, কাউনিয়া
৪৯৮	২২৫৭২	মোঃ ছমেছ উদ্দিন	ইউসুফ উদ্দিন	রাধাকৃষ্ণপুর, রাধাকৃষ্ণপুর, ওয়ার্ড নং-১২, রংপুর সদর, রংপুর	রাধাকৃষ্ণপুর, রাধাকৃষ্ণপুর, রংপুর সদর, রংপুর
৫১৩	২২৫৮৯	মোঃ সাজু ইসলাম	মোঃ আজাহার আলী	টোকরাভাষা সর্দার পাড়া, চিলাহাটী, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়	টোকরাভাষা সর্দার পাড়া, চিলাহাটী, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়
৫৪২	২২৬২৫	মোঃ ওমর ফারুক	মোঃ চান মিয়া	ধাপ উদয়পুর, গোপালপুর, মিঠাপুকুর, রংপুর	ধাপ উদয়পুর, গোপালপুর, মিঠাপুকুর, রংপুর
৫৬৯	২২৬৫৬	সুমন পাটোয়ারী	মোঃ ওমর ফারুক	লক্ষীপুর, ৬ নং অমরপুর ইউনিয়ন, ৩ নং ওয়ার্ড, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর	লক্ষীপুর, ৬ নং অমরপুর ইউনিয়ন, ৩ নং ওয়ার্ড, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর
৫৭৪	২২৬৬৫	মোঃ আবু ছায়েদ	আঃ খালেক	নুতনবস্তি, মাড়েয়া বামনহাট, বোদা, পঞ্চগড়	নুতনবস্তি, মাড়েয়া বামনহাট, বোদা, পঞ্চগড়
৫৮১	২২৬৭৮	মোঃ জিয়াউর রহমান	মোঃ আব্দুল কাফী	২-এ/১-৭, সেকশন-২, ব্লক-এ, ওয়ার্ড-৭, মিরপুর, ঢাকা	এম, নাগরবাড়ী, ৬ নং ভান্ডারা ইউনিয়ন, ১ নং ওয়ার্ড, বিরল, দিনাজপুর
৫৮২	২২৬৭৯	রুদ্র সেন	সুবীর কুমার সেন	পাহাড়পুর, কোতোয়ালী থানা, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর	পাহাড়পুর, কোতোয়ালী থানা, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর
৫৮৭	২২৬৮৬	মোঃ আসাদুল হক বাবু	মোঃ জয়নাল আবেদীন	৭৬/২/১০/৬, উঃ যাত্রাবাড়ী ৪ন গেইট, যাত্রাবাড়ী, ওয়ার্ড নং-৪৮, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	পাকুড়া, ৬ নং ভান্ডারা, বিরল, দিনাজপুর
৬১৯	২২৭৩৪	রুবেল ইসলাম	রফিকুল ইসলাম	জেনেভা ক্যাম্প, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা।	গ্রাম-আগাজীপাড়া, ইউনিয়ন-গোড়গ্রাম, থানা-নীলফামারী, উপজেলা-সদর, জেলা-নীলফামারী
৬৫১	২২৭৭৮	মোঃ সাজ্জাদ হোসেন	মোঃ আলমগীর	পশ্চিম পাটোয়ারি পাড়া, ১০ নম্বর ওয়ার্ড, সৈয়দপুর পৌরসভা, সৈয়দপুর, নীলফামারী	পশ্চিম পাটোয়ারি পাড়া, ১০ নম্বর ওয়ার্ড, সৈয়দপুর পৌরসভা, সৈয়দপুর, নীলফামারী

৭০২	২৪৪৮৮	মোঃ মিরাজুল ইসলাম	মোঃ আব্দুল সালাম খান	গ্রাম:গোবর্ধন, পো:মহিষখোচা, উপজেলা:আদিতমারী, জেলা:লালমনিরহাট	গ্রাম:গোবর্ধন, পো:মহিষখোচা, উপজেলা:আদিতমারী, জেলা:লালমনিরহাট
৭০৭	২৪৫৩০	মোঃ তৌফিকুল ইসলাম ভুঁইয়া	মোঃ আঃ বারী ভুঁইয়া	মহাদেবপুর, পাগলাপীর, রংপুর সদর, রংপুর	মহাদেবপুর, পাগলাপীর, রংপুর সদর, রংপুর
৭০৮	২৪৫৩১	মামুন মিয়া	আজগার আলী	গ্রাম -আদম, ডাকঘর -পাওটানা হাট, ইউনিয়ন-৫ নং ছাওলা, উপজেলা -পীরগাছা, রংপুর।	গ্রাম -আদম, ডাকঘর -পাওটানা হাট, ইউনিয়ন-৫ নং ছাওলা, উপজেলা -পীরগাছা, রংপুর।
৭১০	২৪৫৩৩	মো: মাকলু মিয়া	মো : তৈয়ব আলী	গ্রাম -মোল্লাটারী, হারাগাছ, কাউনিয়া, রংপুর।	গ্রাম -মোল্লাটারী, হারাগাছ, কাউনিয়া, রংপুর।
৭১১	২৪৫৩৫	মোঃ মোসলেম উদ্দিন মিলন	মোঃ মোকছেদার	বাসা নং -২৬২/১, ১৫, পূর্ব গনেশপুর, ওয়ার্ড নং-২২, রংপুর সদর, রংপুর	বাসা নং -২৬২/১, ১৫, পূর্ব গনেশপুর, , রংপুর সদর, রংপুর
৭১২	২৪৫৩৬	মানিক মিয়া	সেকেন্দার আলী	পূর্ব বাবর্ট পাড়া, ১৫ নং ওয়ার্ড, রংপুর মহানগরী, রংপুর।	পূর্ব বাবর্ট পাড়া, ১৫ নং ওয়ার্ড, রংপুর মহানগরী, রংপুর।
৭১৩	২৪৫৩৭	আল শাহ রিয়াদ	মৃত জাহিদুল ইসলাম খোকন	গ্রাম :পশ্চিম হাড়িভাঙ্গা, সদর, লালমনিরহাট	গ্রাম :পশ্চিম হাড়িভাঙ্গা, সদর, লালমনিরহাট
৭১৪	২৪৫৩৮	মোঃ জোবায়ের হোসেন	মোঃ জহিরুল ইসলাম	গ্রাম:বসুকরা, লালমনিরহাট, মিউনিসিপালিটি, লালমনিরহাট	গ্রাম:বসুকরা, লালমনিরহাট, মিউনিসিপালিটি, লালমনিরহাট
৭১৫	২৪৫৩৯	মোঃ শাহরিয়ার আল আফরোজ রাকিব	মোঃ সাইদুর রহমান	গ্রাম:খাতাপাড়া, সাপ্টিবাড়ি, আদিতমারী, লালমনিরহাট	গ্রাম:খাতাপাড়া, সাপ্টিবাড়ি, আদিতমারী, লালমনিরহাট
৭১৭	২৪৫৪৪	মোঃ আমিনুল ইসলাম	মোঃ আব্দুর রহিম	কামলগী, ইসলামপুর, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর	কামলগী, ইসলামপুর, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর
৭২৮	২৪৬০৩	মো: শাহিনুর আলম	মোঃ আব্দুল জব্বার	গ্রাম:কাশিমবাজার, বড়োবাড়ি, উপজিলা:লালমনিরহাট সদর জেলা:লালমনিরহাট	গ্রাম:কাশিমবাজার, বড়োবাড়ি, উপজিলা:লালমনিরহাট সদর জেলা:লালমনিরহাট

৭২৯	২৪৬০৫	মো: জাহিদুর রহমান	মৃত সেকেন্দার আলী	নবীনগর, লালমনিরহাট, মিউনিসিপালিটি, লালমনিরহাট	নবীনগর, লালমনিরহাট, মিউনিসিপালিটি, লালমনিরহাট
৭৩০	২৪৬০৬	মোঃ নুরুজ্জামান	মোঃ অফিয়ার রহমান	শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট	শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট
৭৩১	২৪৬১৭	মো: নয়ন মিয়া	মো: লোকমান হোসেন	গ্রাম: দুর্গাপুর, পোস্ট অফিস: দুর্গাপুর, উপজিলা: আদিতমারী. ডিস্ট্রিক্ট : লালমনিরহাট	গ্রাম:দুর্গাপুর, পোস্ট অফিস: দুর্গাপুর, উপজিলা: আদিতমারী. ডিস্ট্রিক্ট : লালমনিরহাট
৭৪৯	২৪৭৮৩	মোঃ আশিকুল ইসলাম	ফরিদুল ইসলাম	৮/১০, ব্লক-জি, রোড-০৩, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা।	নরহরিপুর গোলাপগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর
৭৫৭	২৪৮৯৩	মোঃ কালাম	মোঃ খলিল	এ/৪৯, রোড নং ১৭, ওয়ার্ড নং-১০, খালিসপুর, খুলনা,	বাউপাড়া, সৈয়দপুর, নীলফামারী
৭৭৫	২৫২১৯	মোঃ শাহাবুল ইসলাম	মোঃ আজাহার	মেলাপাড়া, মেলাপাড়া, টেপ্রীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়	মেলাপাড়া, মেলাপাড়া, টেপ্রীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়
৭৮২	২৫৭৫৬	মোঃ রাজিব উল করিম সরকার	মোঃ রেজাউল করিম সরকার	তালুক খুটামারা, বানভাসামোড়, লালমনিরহাট সদর, লালমনিরহাট	জয়কুমার কাবিলবাড়ী, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
৭৮৩	২৫৭৫৭	মোঃ রাদীফ হোসেন রুশো	মো: জিয়াউর রহমান	তালুক খুটামারা, শান্তিনগর, লালমনিরহাট সদর, লালমনিরহাট	বড়লই বড়ভিটা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম
৭৯৫	২৬১৭০	মো: মাসুম রেজা	মোঃ মিজানুর রহমান	করলা, মাধববাটি, বিরল, দিনাজপুর	করলা, মাধববাটি, বিরল, দিনাজপুর
৮০২	২৭৯৮৭	মোঃ সাহান পারভেজ	মৃত সইফ উদ্দীন	হরিহরপুর , রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।	হরিহরপুর , রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।
৮০৩	২৭৯৯৩	মোঃ রাকিবুল হাসান	মোঃ জাকির হোসেন	আরাজী পাইকপাড়া মাদারগঞ্জ, রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।	আরাজী পাইকপাড়া মাদারগঞ্জ, রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।

৮০৪	২৭৯৯৯	মোঃ রায়হানুল হাসান	ফজলে আলম রাসেদ	ছিট চিলারং, হরিনারায়নপুর মোহাম্মদপুর, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	ছিট চিলারং, হরিনারায়নপুর মোহাম্মদপুর, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও
৮০৭	২৮৯২৬	মো: আল মামুন	মো: আইনুল হক	ছিট চিলারং, ঠাকুরগাঁও রোড, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	ছিট চিলারং, ঠাকুরগাঁও রোড, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও
৮১৭	৩২২০৭	সাইফুল ইসলাম	শহিদুল হাং	গ্রাম-বিহারী, ব্রোদরগা, উপজেলা-পীরগাছা, জেলা-রংপুর।	গ্রাম-বিহারী, ব্রোদরগা, উপজেলা-পীরগাছা, জেলা-রংপুর।

গেজেট থেকে ঢাকা বিভাগের শহিদদের তালিকার একাংশ

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ১৫, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গেজেট অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.২৪৩.২০২৫.০৩—জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এ শহিদদের গেজেট সরকার প্রকাশ করে। সে তালিকা থেকে পৃথক করে ঢাকা বিভাগের (অংশ-০১) শহিদদের নামের তালিকা করা হলো:

গেজেট নং	মেডিক্যাল কেস আইডি	শহীদের নাম	পিতার নাম	বর্তমান ঠিকানা	স্থায়ী ঠিকানা
৯	২৯	রিয়াজুল ফরাজী	কাজীম উদ্দীন ফরাজী	উত্তর ইসলামপুর, ওয়ার্ড নং-০৭, মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ	ফরাজিবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ
১০	৩২	নুর মোহাম্মদ সরদার	সিরাজ সরদার	মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ	গ্রাম: পুনাইখারকান্দি, ইউনিয়ন: রাজনগর, উপজেলা: নড়িয়া, জেলা: শরীয়তপুর
১৫	৬০	মো: ফরিদ শেখ	মো: সুলতান শেখ	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা	গ্রাম: সুখবাসপুর, রামপাল, উপজেলা: মুন্সীগঞ্জ সদর, জেলা: মুন্সীগঞ্জ

১৬	৬৫	আমজাদ হোসেন	আরমান মিয়া	গ্রামঃ রামপুর, পোঃ সৈয়দের খোলা, ইউনিয়নঃ গজারিয়া, থানাঃ পলাশ, জেলাঃ নরসিংদী	গ্রামঃ রামপুর, পোঃ সৈয়দের খোলা, ইউনিয়নঃ গজারিয়া, থানাঃ পলাশ, জেলাঃ নরসিংদী
২১	১২৭	হাসিব আহাসান	আহাসান হাবীব	২৬, ব্লক -সি রোড-৩, বনশ্রী পূর্ব রামপুরা, ওয়ার্ড নং-২২ (পার্ট), রামপুরা, ঢাকা	১৯, সতিস সরকার রোড, গেন্ডারিয়া, সুত্রাপুর, ঢাকা
২২	১৩৫	মোঃ কামরুল ইসলাম (সেতু)	মোঃ মোতালেব হাওলাদার	রঘুনন্দনপুর, হাউজিং স্টেট, প্লট-১৬৪, ফরিদপুর	১১১/২, মিয়া পাড়া সড়ক, পশ্চিম খাবাসপুর, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর
২৩	১৩৮	জাহাঙ্গীর আলম	আব্দুল মজিদ মিয়া	গ্রাম-আটপাইকা, পো-বালুসাইর, ইউনিয়ন-মহিষাশুড়া, থানা-মাধবদী উপজেলা-নরসিংদী সদর জেলা-নরসিংদী	গ্রাম-আটপাইকা, পো-বালুসাইর, ইউনিয়ন-মহিষাশুড়া, থানা-মাধবদী, উপজেলা-নরসিংদী সদর, জেলা-নরসিংদী
২৫	১৪৪	মোঃ রশিদ	মোঃ ইসমাইল	১৪, শ্যামপুর হাইস্কুল রোড, শ্যামপুর, ওয়ার্ড নং-৫৮ (পার্ট), কদমতলী, ঢাকা	১৪, শ্যমপুর হাইস্কুল রোড, শ্যামপুর, কদমতলী, ঢাকা
২৬	১৪৫	রথিন বিশ্বাস	দানিয়েল বিশ্বাস	শুয়াগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	শুয়াগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
২৮	২১৭	বিজয়	মোঃ দুলাল হোসেন	২৩৯, দক্ষিণ কুতুব খালি, ধনিয়া, ঢাকা	২৩৯, দক্ষিণ কুতুব খালি, ধনিয়া, ঢাকা
৪২	১২১৩	মোঃ সজল	মোঃ আলী আকবর মোল্লা	ঈদগাহর মাঠ, উত্তর ইসলামপুর, ওয়ার্ড নং-০৭, মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ	ঈদগাহর মাঠ, উত্তর ইসলামপুর, ওয়ার্ড নং-০৭, মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ
৫৩	৩১৮৪	মারুফ মিয়া	মজনু মিয়া	সাবালিয়া, টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল	গ্রামঃ জসিয়াহাটি, ডাকঘরঃ জসিয়াহাটি, ইউনিয়নঃ ফুলকি, উপজেলাঃ বাসাইল, জেলাঃ টাঙ্গাইল
৫৪	৩২৪৩	মোঃ সোহেল রানা	মোঃ লাল মিয়া	রায়েরবাগ, শ্যামপুর, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	সংগ্রাম বিল, ঘোড়াদৌড়, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা
৫৫	৩৩১৬	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মোঃ রহিজ উদ্দিন	উলাইল, শিবালয়, মানিকগঞ্জ	উলাইল, শিবালয়, মানিকগঞ্জ

৫৬	৩৪০৮	মোঃ আব্দুল্লাহ কবির	আলহাজ মো: মোছলেহ উদ্দিন	১০৭, মধ্যপাইক পাড়া, মধ্য পাইকপাড়া সড়ক ও গবেষনাগার, ওয়ার্ড নং-১১, মিরপুর, ঢাকা	১০৭, মধ্যপাইক পাড়া, মধ্যপাইক পাড়া, মিরপুর, ঢাকা
৬২	৩৭৩৪	মোহাম্মদ সাইফুল হাসান	মোহাম্মদ জবেদ আলী মোল্লা	ক-৮৪/৩, কুড়িল, জোয়ার সাহারা, ওয়ার্ড নং-১৭(পার্ট), বাড্ডা, ঢাকা	চনপাড়া, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
৬৫	৩৮০৭	মিরাজুল ইসলাম অর্নব	আবু তালেব	মেট্রো হাউজিং, বসিলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭	নন্দন শাল, নড়িয়া, শরীয়তপুর
৬৬	৩৮৪৭	মোঃ সাগর আহম্মেদ	মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন	গ্রাম: বিলটাকাপোড়া, ডাকঘর: নারুয়া, ইউনিয়ন: নারুয়া, থানা: বালিয়াকান্দি, উপজেলা: বালিয়াকান্দি, জেলা: রাজবাড়ী	গ্রাম: বিলটাকাপোড়া, ডাকঘর: নারুয়া, ইউনিয়ন: নারুয়া, থানা: বালিয়াকান্দি, উপজেলা: বালিয়াকান্দি, জেলা: রাজবাড়ী
৬৮	৩৮৮৪	সাব্বির হোসেন রনি	মহিউদ্দিন পাটোয়ারী	রোডঃ ২/এ, লেনঃ ১/বি, ব্লক-ডি, হাউজ #১৭, মিরপুর-১২১৬, ঢাকা।	রোডঃ ২/এ, লেনঃ ১/বি, ব্লক-ডি, হাউজ #১৭, মিরপুর-১২১৬, ঢাকা।
৭০	৩৯২২	মোঃ সজিব	মোঃ ওমর আলী	১৩২/১-ই, শাহ আলী বাগ, ওয়ার্ড নং-১২, মিরপুর, ঢাকা।	১৩২/১-ই, শাহ আলী বাগ, ওয়ার্ড নং-১২, মিরপুর, ঢাকা।
৭৩	৩৯৭১	মোঃ রুস্তম	মোঃ মাইন উদ্দীন	হাউস নং ৭৪১, মিরপুর-২, ঢাকা	পেরেককান্দি, রায়পুরা, নরসিংদী
৭৫	৪১১৬	আরাফাত মুন্সী	স্বপন মুন্সী	ছোট বনগ্রাম বনগ্রাম, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ	ছোট বনগ্রাম বনগ্রাম, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ
৭৭	৪১৮১	গোলাম নাফিজ	মোঃ গোলাম রহমান	মহাখালী জিপি-চ ৬০, মহাখালী বনানী থানা, ঢাকা	বাসা/ হোল্ডিংঃ ১১৩১/১ গ্রাম/রাস্তাঃ পূর্ব শেওড়াপাড়া, ডাকঘর মিরপুর-১২১৬, কাফরুল, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা
৭৮	৪২০৯	শাফিক উদ্দিন আহমেদ	নাসির উদ্দিন আহমেদ	৪৪/০৫ মধ্য পাইকপাড়া, মিরপুর-১, পুরাতন কাজী অফিস (শহীদ আহনাফ রোড)	শহিদ রফিক সড়ক, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ
৭৯	৪২৩৮	রিপন	ইদ্রিস	আকবর এর বাড়া ঘর, বেচাশাহ রোড, পশ্চিম গোসাইল ডাঙ্গা, ওয়ার্ড নং-৩৬ (পার্ট), চট্টগ্রাম পোর্ট, চট্টগ্রাম,	সাতুডা ইদ্রিসের বাড়ী, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ ।

৮০	৪২৪২	মোঃ কবিরুল ইসলাম	এম.এ মতিন	বাড়ি নং-৮০৮, রোড-৩, নাহার ভিলা, বায়তুল আমান, আদাবর, হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	বাড়ি নং-৮০৮, রোড-৩, নাহার ভিলা, বায়তুল আমান, আদাবর, হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
৮১	৪৪০২	মোঃ শাহিদুল আলম	আছির উদ্দিন আহমেদ	চ-৭৮, ওয়্যারলেস গেইট, মহাখালী, বনানী, ঢাকা	চ-৭৮, ওয়্যারলেস গেইট, মহাখালী, বনানী, ঢাকা
৮৫	৪৭৬৪	নাসির ইসলাম	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	কোনাবাড়ী হাউজিং, কোনাবাড়ী, গাজীপুর	কোনাবাড়ী হাউজিং, কোনাবাড়ী, গাজীপুর
৮৮	৫০৫০	মোঃ আহনাফ আবীর আশরাফুল্লাহ	মোঃ হারুন অর রশীদ	গ্রাম: বড়োপাখিয়া, পোস্ট: দেলদুয়ার, থানা: দেলদুয়ার, জেলা: টাঙ্গাইল	গ্রাম: বড়োপাখিয়া, পোস্ট: দেলদুয়ার, থানা: দেলদুয়ার, জেলা: টাঙ্গাইল
৮৯	৫৭১৬	মীর মাহফুজুর রহমান	মীর মোস্তাফিজুর রহমান	বাসা-৩৫, রোড-৯/ডি, সেক্টর নং -০৫ , উত্তরা পশ্চিম, উত্তরা -১২৩০ , ঢাকা	বাসা-৩৫, রোড-৯/ডি, সেক্টর নং -০৫ , উত্তরা পশ্চিম, উত্তরা -১২৩০ , ঢাকা
৯৪	৭৪০৩	সাবিদ হোসেন	মাহামুদ হোসেন	ডিগ্রীকান্দি, ইউপি-উজানী, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ	ডিগ্রীকান্দি, ইউপি-উজানী, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ
৯৭	৭৮৬৯	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	গফুর কালু মিয়া	কাজলার পাড়, মাতুয়াইল, ওয়ার্ড নং-৬৩, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	কাজলার পাড়, মাতুয়াইল, ওয়ার্ড নং-৬৩, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
৯৮	৮৩১৬	মোঃ হাফিজুর রহমান	মোঃ রেশম আলী বেপারী	বি ১২ এইচ ৩ শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা	মাইজপাড়া, বীরমোহন, মাদারীপুর
১০২	৯৪১৮	মোঃ লোকমান হোসেন	মো: লুৎফর সরদার	এনায়েতনগর, কালকিনী, মাদারীপুর।	এনায়েতনগর, কালকিনী, মাদারীপুর।
১০৬	৯৭১৪	শেখ রাকিব	মোঃ মিজানুর রহমান (হুমায়ুন কবির)	শফিপুর বাজার, কালিয়াপুর, গাজীপুর।	কামারখোলা, চুরেইন, চুরেইন, নওয়াবগঞ্জ, ঢাকা।
১০৭	৯৮৩৫	আল হামীম সায়মন	কামরুজ্জামান	৮৬, দক্ষিনগাঁও ৩নং রোড, দক্ষিনগাঁও, ওয়ার্ড নং-৭৩ (পার্ট), সবুজবাগ, ঢাকা ।	৮৬, দক্ষিনগাঁও ৩নং রোড, দক্ষিনগাঁও, ওয়ার্ড নং-৭৩ (পার্ট), সবুজবাগ, ঢাকা ।
১১২	১০৫৬০	সামচু মোল্যা	মোতালেব মোল্যা	এ্যাড নজরুল সড়ক, পূর্ব খাবাসপুর, ওয়ার্ড নং-১৫, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর	এ্যাড নজরুল সড়ক, পূর্ব খাবাসপুর, ওয়ার্ড নং-১৫, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর

১১৬	১০৮০১	মোঃ রমজান মিয়া জীবন	মোঃ জামাল মিয়া-	পাঠানহাটি, দিলাল পুর, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ	পাঠানহাটি, দিলাল পুর, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ
১১৯	১১৮৩৬	মোঃ কুরমান শেখ	মোঃ মেহের শেখ	বাসা/হোল্ডিং-সি-৩৫/১, গ্রাম/ রাস্তা-স্মরণিকা আবাসিক এলাকা, জালেশ্বর, পোস্ট-সাভার-১৩৪০, সাভার পৌরসভা, উপজেলা-সাভার, জেলা-ঢাকা	গ্রাম-রতনদিয়া, ডাকঘর-রতনদিয়া, উপজেলা-কালুখালী, রাজবাড়ী
১২০	১১৮৫৩	সাদ মাহমুদ খান	বাহাদুর খান	শাহিবাগ, সাভার, ঢাকা	ধল্লা খানপাড়া, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ
১২২	১১৯২৬	মোঃ সুজন মিয়া	মোঃ মোস্তফা কামাল	আয়ছনয়দ্দা, সাভার, ঢাকা	আয়ছনয়দ্দা, সাভার, ঢাকা
১২৫	১২০০৫	মুজাহিদ	মোঃ শাহাবুদ্দিন মল্লিক	গ্রামঃ গোপ্তারগাতী, ডাকঘরঃ খান্দারপাড়া, উপজেলাঃ মুকসুদপুর, জেলাঃ গোপালগঞ্জ	গ্রামঃ গোপ্তারগাতী, ডাকঘরঃ খান্দারপাড়া, উপজেলাঃ মুকসুদপুর, জেলাঃ গোপালগঞ্জ
১৩৩	১৩০৬২	মোঃ ইমন	মোঃ জুলহাস মিয়া	গ্রাম-নলিন, উত্তরপাড়া, ইউনিয়ন-হেমনগর, গোপালপুর, টাঙ্গাইল	গ্রাম-নলিন, উত্তরপাড়া, ইউনিয়ন-হেমনগর, গোপালপুর, টাঙ্গাইল
১৩৪	১৩০৭৫	মোঃ তাহমিদ আবদুল্লাহ	মোঃ আবুল হোসেন	১২, ০৪, সেনপাড়া, ওয়ার্ড নং-০৭(পার্ট), মিরপুর, ঢাকা	১২, ০৪, সেনপাড়া, ওয়ার্ড নং-০৭(পার্ট), মিরপুর, ঢাকা।
১৪৫	১৩৬৩২	আব্দুল কাইয়ুম	কফিল উদ্দিন	৯৪, ডগর মোড়া, ডগরমোড়া, ওয়ার্ড নং-০৭, সাভার, ঢাকা।	৯৪, ডগর মোড়া, ডগরমোড়া, ওয়ার্ড নং-০৭, সাভার, ঢাকা
১৪৬	১৩৬৩৪	মাহমুদুল হাসান জয়	মোঃ মিজানুর রহমান নাহিদ	ব্যাংক কলোনি পশ্চিম শানেরপাড়া, ডেমরা, ঢাকা	চরপাড়া, ফরিদপুর, কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ
১৪৭	১৩৬৫৭	ইমন মিয়া	কায়েম মিয়া	গ্রামঃ দড়িচর পোঃ নোয়াকান্দা ইউনিয়নঃ গজারিয়া থানাঃ পলাশ জেলাঃ নরসিংদী	গ্রামঃ দড়িচর পোঃ নোয়াকান্দা ইউনিয়নঃ গজারিয়া থানাঃ পলাশ জেলাঃ নরসিংদী
১৪৯	১৩৬৭৯	রিয়া গোপ	দীপক কুমার গোপ	নয়ামাটি, ডিআইটি, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ	নয়ামাটি, ডিআইটি, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ

বৃষ্টিতে ভিজে রংপুরে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ স্লোগানে মুখর রাজপথ

রংপুরে বৃষ্টিতে ভিজে রাজপথে বিক্ষোভ পদযাত্রা করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা। মিছিল-স্লোগানে মুখরিত ছিল নগরের রাজপথ। ওরা আগস্ট শনিবার দুপুর ১২টায় রংপুর প্রেসক্লাব চত্বর থেকে পদযাত্রা করে তারা নগরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করেন।

পূর্বঘোষিত বিক্ষোভ পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করতে বেলা সাড়ে ১১টার পর থেকে প্রেসক্লাব চত্বরে জড়ো হতে থাকেন শিক্ষার্থীরা। দুপুর ১২টায় সেখান থেকে তারা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি শহরের জাহাজ কোম্পানি মোড়, পায়রা চত্বর, জেলা পরিষদ সুপার মার্কেট, সিটি করপোরেশন, টাউন হল চত্বর, অফিসপাড়া কাচারি বাজারে এসে সমাবেশে মিলিত হয়।

পরে অফিসপাড়া কাচারি বাজার থেকে আবার মিছিল নিয়ে শহরের বাপ চেকপোস্ট এলাকা দিয়ে মেডিকেল মোড় ঘুরে আবার টাউন হল চত্বরে এসে বেলা দুইটার দিকে পদযাত্রা কর্মসূচি শেষ করা হয়। মিছিলে– 'জেগেছে রে জেগেছে, বাংলাদেশ জেগেছে', 'দিয়েছি তো রক্ত, আরও দেব রক্ত'; 'রক্তের বন্যায়, ভেসে যাবে অন্যায়'; 'আমার ভাই মরল কেন, জবাব চাই, জবাব চাই'; '৭১-এর হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার', 'আপোশ না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম' ইত্যাদি স্লোগান দেন শিক্ষার্থীরা।

মিছিল-পরবর্তী সমাবেশে শিক্ষার্থীরা বলেন, সারাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের বিচার করতে হবে। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দিয়ে শিক্ষার্থীদের ৯ দফা দাবি পূরণ করতে হবে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের গ্রেপ্তার অভিযান বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় তারা রাজপথ থেকে ফিরবেন না।

[সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ৩য় আগস্ট ২০২৪]

পাল্টাপাল্টি ধাওয়ায় রণক্ষেত্র রংপুর

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যৌক্তিক সরকার পতনের এক দফা দাবি আদায়ে রংপুরের রাজপথে মানুষের ঢল নামে। সর্বাত্মক অসহযোগের প্রথম দিনে ৪ঠা আগস্ট ২০২৪ রবিবার সিটি বাজারের সামনে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সরকারদলীয় নেতা-কর্মীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় গুলিবিদ্ধ হয়ে দুই জন নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন সাংবাদিকসহ অন্তত ২০ জন। রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত সর্দার আব্দুল জলিল বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, দুই জন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন।

বেলা ১২টার দিকে নগরীর জাহাজ কোম্পানি মোড় এলাকায় অবস্থান নেওয়া সরকারদলীয় সংগঠনের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে তারা মিছিল নিয়ে টাউন হল অভিমুখে রওনা দেন। এ সময় সিটি বাজার ও সুপার মার্কেট এলাকায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তাদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার এ ঘটনা ঘটে। দফায় দফায় সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার পর রংপুর সিটি করপোরেশনের সামনে, সুপার মার্কেট, জাহাজ কোম্পানি মোড় ও পায়রা চত্বরসহ বিভিন্ন এলাকা দখলে নিয়েছে আন্দোলনকারীরা।

৪ঠা আগস্ট সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকা থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল এসে রংপুর টাউন হল সংলগ্ন সড়কে জমায়েত হতে থাকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা সমবেত হন। এ সময় আন্দোলনকারীরা প্রধান সড়ক অবরোধ করে সেখানে বিক্ষোভ করেন।

[সূত্র: সমকাল, ৫ঠা আগস্ট ২০২৪]

বন্যার্তদের সহায়তায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সহায়তায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একদিনের বেতন হিসাবে ৩৩ লাখ ৮৩ হাজার ৩৯৩ টাকার চেক প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে জমা দেওয়া হয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তরগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫শে আগস্ট ২০২৪ একদিনের সমপরিমাণ বেতন বন্যার্তদের সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এছাড়া ২৯শে আগস্ট বিসিএস ইনফরমেশন অ্যান্ড সোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নেতৃবৃন্দ তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলামের হাতে বন্যাদুর্গতদের সহায়তার জন্য ৩ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করেন। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. জসীম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মুহা. শিপলু জামানসহ অন্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

আবু সাঈদ বৈষম্যবিরোধী বীরশ্রেষ্ঠ

ড. এ কে এম মাকসুদুল হক

বাংলাদেশের তরুণরা গত ৫ই আগস্ট একটি সফল গণ-অভ্যুত্থান সম্পন্ন করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এত অল্প সময়ে এমন গণ-অভ্যুত্থান বিরল। অবশ্যই এর সাথে আরও বেশ কিছু অনুঘটক যুক্ত রয়েছে, যেগুলো অভ্যুত্থানের ভূমি প্রস্তুত করেছিল। কিন্তু এই ঘূর্ণিঝড়ের নিউক্লিয়াস ছিল তারুণ্য।

২০১৮ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাগের বশে পুরো কোটা পদ্ধতি বাতিল করে দেন। গত ৫ই জুন সংক্ষুব্ধ দুই ছাত্রের রিটের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট কোটা বাতিলের সেই আদেশ বাতিল করে দিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ করেন। তারা কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবি জানান। এ বিষয়ে সরকার আইনের মারপ্যাঁচে কথা বলতে থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে কোটা সংস্কারের জন্য আন্দোলনে নামে। গত ১লা জুলাই থেকে তারা মিছিল-মিটিংয়ের মাধ্যমে আন্দোলন চালাতে থাকে। তারা শাহবাগে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে। এ সময় আন্দোলন দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়ে। দেশব্যাপী মহাসড়কগুলোতে অবরোধ পালিত হয়। এতে দেশবাসী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উত্তাপ বুঝতে পারে। এমতাবস্থায় হঠাৎ করেই ১৪ই জুলাই এক সংবাদ সম্মেলনে একজন মুখচেনা সাংবাদিক তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে কোটা সম্পর্কে এমন একটি প্রশ্ন করেন, যেটা ছিল স্পষ্টতই উদ্দেশ্যমূলক। প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী মেজাজ কঠিন করে বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধার নাতিরা সরকারি চাকরি পাবে না তো রাজাকারের নাতিরা পাবে?' রাজাকারের নাতি উচ্চারণ করায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা অপমান বোধ করে। রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে ব্যাপক প্রতিবাদ মিছিল হয়। ক্ষমতাসীন সরকার এবং দল এতে প্রচণ্ড প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। তারা আন্দোলনকারীদের প্রতিহত করতে ছাত্রলীগকে লেলিয়ে দেয়। ১৫ই জুলাই ছাত্রলীগ যথারীতি ভয়ংকরভাবে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলে পড়ে। এমনকি ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে হামলায় আহত চিকিৎসারত ছাত্রদেরও আবার হামলা করে। বেধড়ক প্রহার করে নারী শিক্ষার্থীদেরও। এসব হামলার ছবি মুহূর্তেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। সারাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া ক্ষোভ এতে বিক্ষোভে রূপ নেয়। শুরু হয়

দেশব্যাপী 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি। আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরাও। ১৬ই জুলাই 'শাটডাউন' কর্মসূচির অংশ হিসেবে রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাজপথে নামে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ক মোড়ে অনুভোক্তর ছাত্রনেতা অন্যতম সমন্বয়ক আবু সাঈদ একাই পুলিশের সামনে বুক চিতিয়ে দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়ান। তার হাতে ছিল সাধারণ লাঠি। কিন্তু পুলিশ এই নিরস্ত্র ছেলেটির বুকে কাছ থেকে গুলি চালায়। প্রথম দফা গুলিতে আবু সাঈদ শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেও সাহস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছিলেন। এমন সময় পুলিশ আবার তার বুকে গুলি চালায়। অসহ্য বুলেটের আঘাত সইতে না পেরে আবু সাঈদ লুটিয়ে পড়েন।

বন্ধুরা তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে এই বীরশ্রেষ্ঠ শাহাদতবরণ করেন। আবু সাঈদের মৃত্যুর ভিডিওচিত্র সাথে সাথেই বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। আবু সাঈদ শহিদ হন ঠিকই কিন্তু আন্দোলনের স্তূপীকৃত বারুদে আগুন জ্বালিয়ে দেন। তার এভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার দৃশ্য দেখে দেশের হাজার হাজার ছাত্র রাস্তায় নেমে আসে। নিজেদের জীবন দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকে। আবু সাঈদের হত্যাকাণ্ড লাখো অভিভাবক-জনতার বিবেককে নাড়িয়ে দেয়। তারাও রাজপথে নেমে আসেন এই নৃশংস হত্যার প্রতিবাদ করতে। আবু সাঈদের অপরাধ ছিল বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া। হাতে কোনো মারণাস্ত্র ছিল না। তিনি যুদ্ধ করতে বা কাউকে আঘাত করতে যাননি। শুধু বুঝাতে চাচ্ছিলেন তার দেখিয়ে ছাত্রসমাজের আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে পুলিশের অস্ত্রের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো আবু সাঈদের ছবি সেদিনই বাংলাদেশের ইতিহাসে সুগভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে। যুগে যুগে জালিম-স্বৈরাচারীর কবল থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য অনাদিকাল পর্যন্ত নিষ্পেষিত-নির্যাতিত মানুষকে উৎসাহ জোগাবে। ছাত্রদের জন্য এই ছবিটি হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আদর্শের প্রতীক। বিশ্বের যেখানেই মানুষ শোষিত হবে, নিষ্পেষিত হবে, বৈষম্যের শিকার হবে, সেখানেই আবু সাঈদের ছবি তাদের জাগিয়ে তুলবে, মুক্তি পাওয়ার স্বপ্ন দেখাবে। আবু সাঈদরা শুধু দেশের নয়, তারা বিশ্বমানবতার সম্পদ। দেশে তো বটেই, বিশ্বজুড়ে কবি-সাহিত্যিকরা আবু সাঈদকে নিয়ে কাব্য, সাহিত্য, প্রবন্ধ আর উপন্যাস রচনার রসদ পাবেন যুগে যুগে।

রাজনীতিকরা আশান্বিত হবেন, স্বপ্ন দেখাতে পারবেন নির্যাতিত মানুষকে। ঐতিহাসিকরা একদিন তাকে ঘিরেই রচনা করবেন ইতিহাসগাথা। বিপ্লবীরা প্রেরণা পাবেন মানুষের কল্যাণের জন্য, মানবতার মুক্তির জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ন্যায়ের পক্ষে আর অন্যায়ের বিপক্ষে দাঁড়ানোর জন্য আবু সাঈদকে 'কিংবদন্তি' হিসেবে দেখবেন। অভ্যুত্থানের পর দেশে ব্যাপক নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে ছাত্ররা আবারও গর্জে ওঠে, আন্দোলনের হুমকি দেয়।

সংসদ ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা আসে। আবার সাবেক বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের ফুলকোর্ট মিটিং ডেকে ষড়যন্ত্রমূলক জুডিশিয়াল ক্যুর স্বপ্ন ভঙ্গ করতে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণ ঘেরাও করে ছাত্ররা।

এভাবে তারা আবু সাঈদসের রক্তের ঋণ পরিশোধের প্রত্যয়ে দেশ গঠনের কাজে নিজেদেরকে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত রেখেছে। ১৬ই জুলাই আবু সাঈদ ছাড়াও ঢাকা-চট্টগ্রামে আরও পাঁচজন নিহত হয়েছিল পুলিশ-ছাত্রলীগ-যুবলীগের গুলিতে। ফলে ১৭ তারিখে আন্দোলন সর্বগ্রাসী রূপ নেয়। তাদের প্রতিরোধে সরকারও সর্বশক্তি নিয়োগ করে। পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, ছাত্রলীগ, যুবলীগ একযোগে শক্তি প্রয়োগে মেতে ওঠে। নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালায় আন্দোলন দমাতে। এমনকি হেলিকপ্টার থেকেও এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়া হয়। ফলে রাজধানীতে বাসার ছাদে, বারান্দায়, এমনকি ঘরের ভেতরেও গুলির আঘাতে নারী-শিশুর মৃত্যু ঘটে।

এরপর ২০শে জুলাই সেনাবাহিনী নামিয়ে এবং কারফিউ জারি করে আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলে। ২২শে জুলাই থেকে পরিস্থিতি ব্যাপক শান্ত দেখা যাচ্ছিল। চারদিকে বিভিন্ন বিরোধী মতের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। জুলাইয়ের শেষ দিকে জানা যায়, আবু সাঈদ হত্যা মামলায় একআইআরে বলা হয়েছে, আন্দোলনকারীদের নিক্ষিপ্ত ইটের আঘাতে তিনি নিহত হয়েছেন। এ মামলায় রংপুরের এক স্কুলছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। এত বড়ো মিথ্যাচার, বর্বরতা ছাত্র-জনতা মেনে নিতে পারেনি।

১লা আগস্ট থেকে আবারও আন্দোলন শুরু হয় দৃঢ়ভাবে। অনেক রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ৫ই আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং দেশত্যাগের মাধ্যমে সফলতা লাভ করে। দরিদ্র পরিবারের সন্তান আবু সাঈদ খেয়ে না খেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের স্বপ্ন দেখছিলেন। বড়ো বোনকে আপা দিয়েছিলেন বিসিএস করে একদিন অফিসার হবেন। দরিদ্র বাবা-মা, বড়ো ভাইবোন সবাই স্বপ্নের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশের গুলির আঘাতে পরিবারটির স্বপ্ন মুহূর্তের মধ্যে চুরমার হয়ে গেল। আবু সাঈদের কাজ সম্পন্ন করতে অনেক দূর হাঁটতে হবে। বিপ্লবকে পাহারা দিয়ে দেশ গঠনে সবাইকে একেক জন আবু সাঈদ হতে হবে। ন্যায়ের ঝাণ্ডা সমুন্নত রেখে সামনে এগোতে হবে।

ড. এ কে এম মাকসুদুল হক: নিরাপত্তা বিশ্লেষক
[সৌজন্যে: দৈনিক সুখের আলো, রংপুর]

শহিদ আবু সাঈদের নামে বাংলা নতুন ফন্ট

কোটা সংস্কার আন্দোলনে শহিদ রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদের স্মরণে এবার এলো একটি বাংলা ফন্ট। নামও দেওয়া হয়েছে সাঈদের নামে। নতুন ফন্টটি উন্মুক্ত করেছে কোডপত্র (Codepotro)। এটি ডিজাইন করেছেন জায়েদ আহসান সাদ ও কোডপত্র ফন্টস কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করেছেন আবু সাঈদের সহপাঠী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখা যায়, আবু সাঈদ ফন্টের 'টাইপ হেয়ার'-এর জায়গায় কিছু লিখলে নতুন ফন্টে সে লেখা চলে আসছে। আপাতত ইন্টারফেসে নরমাল এবং ইটালিক ফন্ট দেখা যাচ্ছে। কোডপত্রের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, তাদের নিজস্ব সাইট থেকে বিনামূল্যে এই ফন্ট ডাউনলোড করা যাবে।

১লা আগস্ট মাহমুদুল হাসান আবীর নামে আবু সাঈদের এক সহপাঠী তার ফেসবুক ওয়ালে একটি পোস্ট করেছেন। সোর্স হিসেবে উল্লেখ করেছেন মুয়েটিয়ান। তিনি লিখেছেন, কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম শহিদ আবু সাঈদের নামে বাংলা নতুন ফন্ট উন্মুক্ত করেছে Codepotro. আজ এক ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে সফটওয়্যার কোম্পানিটি বিশেষ এই ফন্ট বিনামূল্যে উন্মুক্ত করার ঘোষণা দেয়। আমাদের শহিদেরা এভাবেই ইতিহাস হয়ে থাকুক বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে।

প্রতিবেদন: সালমান সাকিব

ছড়িয়ে পড়লে বিকেল ৩টার দিকে নগরীর প্রধান সড়কগুলো লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। বিভিন্ন এলাকা থেকে পৃথক মিছিল নিয়ে সড়কে ওঠেন ছাত্র-জনতা। এসব মিছিলে শিশু-কিশোর, ছাত্র-জনতাদের উল্লাস করতে দেখা যায়।

এছাড়া নগরীতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা আনন্দ মিছিল নিয়ে বেরোবির প্রধান ফটকের সামনে শহিদ আবু সাঈদ চত্বরে পৌঁছান। সেখানে তারা বিজয় মিছিল করেন। তবে এসব আনন্দ-উল্লাস চলাকালে নগরীতে কোনো আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়নি।

বিকেলের পর থেকেই মানুষের ঢলে পুরো রংপুর নগরী যেন ছাত্র-জনতার দখলে রয়েছে। এ সময় তারা বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে রাজপথ মুখরিত করে রাখে।

নগরীর বিভিন্ন স্থানে বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামিসহ সরকারবিরোধী সংগঠন ও তাদের অঙ্গসহযোগী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকেও মিছিল বের হয়। বিভিন্ন স্থানে মিছিল থেকে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। কোথাও কোথাও শুকরিয়া আদায় করে নামাজও পড়েন ছাত্র-জনতা।

কোটা সংস্কার আন্দোলনের রংপুর বেরোবির শিক্ষার্থী আজিজুর রহমান বলেন, এ বিজয় দেশের জনসাধারণের। আমরা ছাত্ররা লাগাতার আন্দোলন করে আমাদের দাবি আদায় করেছি। এ বিজয়ে আমরা আনন্দিত। আমাদের আবু সাঈদ ভাইসহ শহিদ সকল ভাই-বোনের আত্মত্যাগের নজির এই জাতি মনে রাখবে।

[সূত্র: ঢাকা পোস্ট, ৫ই আগস্ট ২০২৪]

সুন্দরগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিজয় মিছিল

প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে শেখ হাসিনার পদত্যাগে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে বিজয় মিছিল করেছে আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

৬ই আগস্ট মঙ্গলবার সকালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আয়োজনে সুন্দরগঞ্জ পৌরশহরের পূর্ব বাইপাস মোড় থেকে বিজয় মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শহরের কাঁঠালতলী মোড়, বাহিরগোলা মসজিদ মোড় হয়ে উপজেলা পরিষদ প্রদক্ষিণ করে সুন্দরগঞ্জ ডি ডব্লিউ সরকারি কলেজে আন্দোলনে শহিদদের মাগফেরাত কামনায় গায়েবানা জানাজায় শরিক হয়।

মিছিলে বিভিন্ন প্রতিবাদী স্লোগান দেওয়া হয়। এতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হাজার খানেক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় শিক্ষার্থীরা বলেন, বৈষম্য ও অন্যায় করে বেশি দিন টিকে থাকা যায় না। যৌক্তিক দাবি করায় শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি চালিয়েছে স্বৈরশাসক। শিক্ষার্থীদের ওপর জুলুম করায় এই স্বৈরশাসকের পতন হয়েছে।

[সূত্র: জাতীয় দৈনিক ভোরের চেতনা, ৬ই আগস্ট ২০২৪]

আন্দোলনে নিহতদের গায়েবানা জানাজা

সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শিক্ষার্থীসহ নিহতদের জন্য দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ই আগস্ট ২০২৪ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টায় ফুলবাড়ী সরকারি কলেজ মাঠে এ জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। গায়েবানা জানাজার নামাজ পরিচালনা করেন মাওলানা মতিয়ার রহমান।

গায়েবানা জানাজার নামাজের আগে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ফুলবাড়ী উপজেলা সমন্বয়ক তানভির ইসলামের সঞ্চালনায় আয়োজিত শোকসভায় বক্তব্য রাখেন হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর নওশের ওয়ান, ফুলবাড়ী পৌরসভার মেয়র মাহমুদ আলম লিটন, সাবেক মেয়র মর্তুজা সরকার মানিক, সাবেক উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মঞ্জুরুল কাদের, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের দিনাজপুর জেলা সমন্বয়ক সাজেদুর রহমান সাজু, শিক্ষার্থী সিহাব হোসেন, স্মরণ সরকার প্রমুখ।

গায়েবানা জানাজার নামাজ এবং শোকসভায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন।

[সূত্র: কালবেলা, ৬ই আগস্ট ২০২৪]

মুক্তি আন্দোলনে প্রথম শহিদগণই রংপুরের

ড. মো. মাহমুদুল আলম

রংপুর দেশের একবারে উত্তরের একটি জনপদ। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এ অঞ্চলের মানুষের হৃদয় হিমালয়ের চূড়ার মতো উঁচু। নদীবিধৌত মাটির সংস্পর্শে লালিতপালিত রংপুরবাসী। এ এলাকার মানুষের জীবন চরিত্রে মিশে আছে পারস্পরিক সহমর্মিতা, মমতা, ভালোবাসা, স্নেহ, ক্ষমাসহ প্রভৃতি মানবীয় গুণাবলির ইতিহাস। আদিকাল থেকে এ এলাকার মানুষ শান্তিপ্রিয়। আবার পরাধীনতার বিরুদ্ধে আন্দোলন-যুদ্ধেও রক্তদানে প্রথম।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে ইতিহাসের পাতায় যে বিদ্রোহ ও আন্দোলনের নাম লেখা হয়, সেখানেও রংপুরবাসীর রক্তদানের মহিমা প্রথমে। ব্রিটিশ আমলে কৃষক বিদ্রোহে সর্বপ্রথম শহিদ রংপুরে।

শেষ মোগল বাদশা নবাব বাকের জঙ্গের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নানা ঘটনা ও রক্তপাতের স্মৃতিও বহন করে চলছে রংপুর। ফুলচৌকি, মোঘলহাটসহ বিভিন্ন স্থানগুলো তার জীবন্ত প্রমাণ। পীরগাছার মন্থনার জমিদার দেবী চৌধুরাণীর ব্রিটিশবিরোধী বিরত্বগাথা আজও উজ্জ্বল স্মৃতি বহন করছে সেখানের বিভিন্ন স্থানে। ক্ষুদিরাম বসুর সহযোদ্ধা রংপুরের প্রফুল্ল চাকির নিজ রিভলভার দিয়ে আত্মদানের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে বার বার লেখা হয়।

পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনে রংপুরবাসীর রয়েছে সূর্যতুল্য অবদান। ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে রংপুরবাসী মাটির তরে জীবন উৎসর্গ করেছেন। সর্বপ্রথম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে ৩রা মার্চ ১৯৭১ সালে মৃত্যুবরণ করেন শংকু সমজদার। পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে এক বিশাল মিছিলে উর্দিরা চালায় গুলি। ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করেন শংকু, আহত হয় অনেকে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ শহিদ হন। লাঠিসোঁটা-তীরধনুক নিয়ে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ, কম সাহসের

শংকু সমজদার

বিষয় না। সেটাও দেখিয়েছে রংপুরবাসী। স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদগণের মাঝে সর্বপ্রথম যাঁর নামটি স্মরণ করা হয় তিনি হলেন শংকু সমজদার।

২০২৪ একটি ইতিহাস, একটি রক্তস্নাত সাল, একটি বৈষম্যের অবসান। জুলাই মাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসমাজের কোটা সংস্কার আন্দোলন তুঙ্গে। তারপর ধাপে ধাপে স্বৈরাচারী সরকারের পতনের ইতিহাস। জাতি জুলাইকে স্মরণ করবে 'শোকাবহ জুলাই' নামে। এই রক্তঝরার ইতিহাস রবির উদয়-অস্তেও বিলীন হবে না। ৩১শে জুলাই নয়, ৩৬শে জুলাই সংখ্যায় গণনা করা হয় এ মাসকে। ক্যালেন্ডার গণনায় এ এক নব্য ইতিহাস। এই ৩৬শে জুলাইয়ে বাংলাদেশের এমন কোনো জেলা নেই যেখানে শহিদ বা আহত হয়নি একের অধিকজন। স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের সময় নূর হোসেনসহ মাত্র কয়েকজন শহিদ হয়েছিলেন। সে হত্যাকাণ্ডে এরশাদের পতন হয়েছিল। সে সময়ও রংপুরবাসী অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছিল। সেটা ২০২৪-এর মতো নয়।

২০২৪-এ ঝরেছে হাজার হাজার ছাত্র-জনতার পবিত্র রক্ত, পঙ্গু ও আহতদের আর্তনাদে ভারী হয়েছে দেশের আকাশ-বাতাস। হাজার হাজার পরিবারে এখনও চোখের জলে বুক ভাসে।

আবু সাঈদ ও বাবনপুর দুটি পৃথক নাম। একটি ইসলামি, অন্যটি মনে হয় হিন্দু বামন শব্দের বিকৃতরূপ। মুসলিম-হিন্দুর সম্প্রীতি ও ঐক্যতানে আবু সাঈদের জীবন। রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার বাবনপুর গ্রামে তার জন্ম। পিতার নাম মকবুল হোসেন, মাতা মনোয়ারা বেগম। ভাইদের মধ্যে তিনি সবার ছোটো। স্থানীয় জাফরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়ে উত্তীর্ণ হন তিনি। খালাশপীর দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে এসএসসি পাস করে ভর্তি হন রংপুর সরকারি কলেজে। জিপিএ-৫ পেয়ে পাস করেন এইচএসসি। এরপর সর্বশেষ ভর্তি হন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যায়ের ইংরেজি বিভাগে। গরিব ও অভাবী পরিবার, টিউশনি করে এতদূর পথচলা তার।

২০১৩, ২০১৮ সালের পর ২০২৪ সালে শুরু হয় কোটা সংস্কারের আন্দোলন। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক হিসেবে এই আন্দোলনে যোগদান করেন তিনি। বেরোবি ও রংপুর অঞ্চলে কোটা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রেখে যান অনবরত।

তিনি আন্দোলনকে বেগবান করতে ১৫ই জুলাই উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শামসুজ্জোহাকে উল্লেখ করে ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন: 'স্যার! (মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা), এই মুহূর্তে আপনাকে ভীষণ দরকার স্যার। আপনার সমসাময়িক সময়ে যারা ছিল সবাই তো মরে গিয়েছে। কিন্তু আপনি মরেও অমর।

আপনার সমাধি আমাদের প্রেরণা। আপনার চেতনায় আমরা উদ্ভাসিত।

আপনারাও প্রকৃতির নিয়মে এক সময় মারা যাবেন। কিন্তু যতদিন বেঁচে আছেন মেরুদণ্ড নিয়ে বাঁচুন। ন্যায্য দাবিকে সমর্থন জানান, রাস্তায় নামুন, শিক্ষার্থীদের ঢাল হয়ে দাঁড়ান। প্রকৃত সম্মান-শ্রদ্ধা পাবেন। মৃত্যুর সাথে সাথেই কালের গর্ভে হারিয়ে যাবেন না। আজন্ম বেঁচে থাকবেন শামসুজ্জোহা হয়ে। অন্তত একজন 'শামসুজ্জোহা' হয়ে মরে যাওয়াটা অনেক বেশি আনন্দের, সম্মানের আর গর্বের।'

অবিচার, অন্যায়, জুলুমের বিরুদ্ধে তার এ কথাগুলো জাতি বার বার স্মরণ করবে। নতুন প্রজন্ম উদ্ভাসিত হবে নৈরাজ্য ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে দেশে দেশে স্লোগানে মুখরিত হবে– 'আর নয় বৈষম্য, এবার চাই সাম্য।' এরই মধ্যে ভারত, পাকিস্তানসহ বেশ কয়েকটি দেশে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনকে মডেল হিসেবে ধরে আন্দোলনের হুমকি শুরু হয়েছে। হয়ত তারাও একদিন সফলতা পাবে।

১৬ই জুলাই দুপুর ১২টা থেকেই বেরোবিতে কোটা আন্দোলনকর্মীরা বিক্ষোভ করছিলেন। আবু সাঈদ এই আন্দোলনের সম্মুখভাগেই অবস্থান করছিলেন। এমন সময় শুরু হয় পুলিশের অ্যাকশন। মূল গেটের সামনে পুলিশ। রাস্তার পূর্ব পাশে ছাত্র-জনতা। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, টিয়ারশেল, রাবার বুলেট চলতে থাকে। বীরদর্পে দুহাত প্রশস্ত করে আবু সাঈদ দাঁড়িয়ে যান পুলিশের সামনে।

হাতে লাঠি, ঠেকাতে থাকেন পুলিশের ছোড়া ইটপাটকেল-রাবার বুলেট। এমন সময় পুলিশ তাকে লক্ষ্য করে রাবার বুলেট ছোড়ে। বীরের দেহ ভেদ করতে থাকে একের পর এক বুলেট। তবুও বীর দাঁড়িয়ে। এক পর্যায়ে লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। মাটির পরশে সিক্ত হতে থাকে তার পবিত্র শরীর। বন্ধুরা কোলে করে নিয়ে যান আড়ালে। বিভিন্ন জায়গায় ফোন করেও পাওয়া গেল না অ্যাম্বুলেন্স।

আর অ্যাম্বুলেন্সই বা কেন দরকার? আল্লাহপাক তো তার রক্তের মাধ্যমে স্বৈরাচারীর পতন করে বাংলাদেশে নব্য বিজয় দিবেন, তাকে দ্বিতীয় স্বাধীনতার প্রথম শহিদ হিসেবে কবুল করবেন, তাকে স্বৈরাচারী পতনের পাঞ্জেরী বানাবেন, তার মাধ্যমে রংপুরের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করবেন, তার চেতনায় তৈরি হবে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-জনতা। বিভিন্ন রঙে পরাধীনতা আসে আবার স্বাধীনও হয়। কখনও স্বৈরাচার কখনও নৈরাজ্যকার। জন্ম হয় লক্ষ-কোটি আবু সাঈদগণ। আর সেই আবু সাঈদগণ সৃষ্টি করেন রক্তস্নাত ইতিহাসের বিজয়ী স্বর্ণালি পাতা।

ড. মো. মাহমুদুল আলম: সাহিত্যিক ও কলামিস্ট
mahmud4706@gmail.com
[সৌজন্যে: দৈনিক সকালের বাণী, রংপুর]

বন্যাদুর্গত এলাকায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিরাপদ পানি বিতরণ

বন্যাদুর্গত এলাকায় নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে কাজ করছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ সকল দপ্তর, সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান। সারাদেশে ৮টি (ফেনীতে ৫টি, মৌলভীবাজারে ১টি, নোয়াখালীতে ১টি ও কুমিল্লায় ১টি) মোবাইল ওয়াটার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৪৮ হাজার ৯০৯ লিটার নিরাপদ খাবার পানি বিতরণ করেছে।

আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা, সারাদেশের সড়ক যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন রাখা এবং ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক দ্রুত মেরামতের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। বন্যা উপদ্রুত এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণেও কাজ করে যাচ্ছে তারা। ২৮শে আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বন্যাদুর্গত ১১টি জেলায় স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে বিতরণ করা হয়েছে ৩৭ লাখ ২ হাজার পানিশোধন ট্যাবলেট, ২৩ হাজার ৮৮৭টি জেরিকেন। এছাড়া ইউনিসেফের সহায়তায় বিতরণ করা হয়েছে ৪ হাজার ১২৬টি হাইজিন কিট।

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বন্যা উপদ্রুত এলাকায় ৬৫ হাজার ২৫৩ জনকে শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে ১ লাখ ৭৭ হাজার ৩২৮ জন মানুষকে এবং ১ লাখ ৩৩ হাজার ৭৫ জনকে আশ্রয়কেন্দ্রে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: মো. ইসফাক কাদের

দৈনিক
আগামী'র সন্ধানে
১৫ই আগস্ট ২০২৪, রংপুর

দেওয়ালচিত্রে তারুণ্যের বিজয়

সাম্প্রতিক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র-জনতার বিজয়ের আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে। সরকার পতনের পর গ্রাফিতি কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিভিন্ন সড়কসহ দেওয়ালে দেওয়ালে বিজয়ের গল্পগাথা অঙ্কন করছেন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তথা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কর্মীরা।

আন্দোলন চলাকালেও তাদের অনেকেই এসব জায়গায় প্রতিবাদী স্লোগান, দাবি ও প্রতিরোধের বাণী লিখেছিলেন। আন্দোলনে বিজয়ের নানা দিক ফুটে উঠেছে দেওয়ালচিত্রে। বর্ণিল রংতুলির মাধ্যমে আন্দোলনের সময় আলোচিত নানা স্লোগান, দৃশ্য ও গুলিবিদ্ধ ছাত্রদের মর্মস্পর্শী চিত্র ও স্মৃতি তুলে ধরা হচ্ছে গ্রাফিতিতে। এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অভিমত, তারা এমন একটা বাংলাদেশ চান, যেখানে অধিকার নিয়ে মানুষ যেমন বাঁচবে, তেমনই তাদের শহরটাও সুন্দর দেখাবে।

বিশ্বকে তারা এমন কিছু দেখাতে চান না, যে কারণে বিশ্ববাসীর সামনে দেশের মানুষের সম্মান কমে যেতে পারে। সে কারণেই তাদের এই উদ্যোগ এবং সেটা নিজেদের জন্যই। সংশ্লিষ্টদের মতে, এসব শিল্পকর্মের তারুণ্যের জেগে ওঠা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস আর প্রেরণা হিসেবে থাকবে। বিপ্লবের উত্তাল দিনগুলোতে কংক্রিটের দেওয়ালের গায়ে তুলির আঁচড় বাংলাদেশের শিল্পের ইতিহাসেও গুরুত্ব বহন করবে একদিন।

সাম্প্রতিক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক পর্যায়ে সাবেক সরকারপ্রধান পদত্যাগ করে দেশ ছাড়ার পর পুরো দেশ হয়ে পড়ে সরকারবিহীন। তারপর থেকে কর্মবিরতিতে চলে যান আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। তাদের অনুপস্থিতিতে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও সড়ক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অবনতি ঘটতে থাকে। এমতাবস্থায় যানবাহন চলাচলে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গত ৭ আগস্ট থেকে শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছায় সড়কে ট্র্যাফিকের দায়িত্ব পালন করে ।

পাশাপাশি তাদের একাংশ দেওয়ালে ছবি আঁকা, দেওয়াললিখন বা গ্রাফিতির কাজ শুরু করেন। গ্রাফিতি কর্মসূচির বিষয়ে জানার পর আন্দোলনের কর্মীরা নিজ উদ্যোগে যে যার মতো এ কাজে অংশ নিচ্ছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আন্দোলনে নিহত শিক্ষার্থীদের ছড়িয়ে পড়া নানা ভিডিও ও ছবি দেখে তাদের স্মৃতি ধরে রাখতে বিভিন্ন দেওয়ালে সেসবের ছবি ও গ্রাফিতি আঁকছেন তারা। সেই গ্রাফিতিতে ফুটে উঠছে রাষ্ট্র সংস্কারে নুতন প্রজন্মের নানা পরিকল্পনা, স্বপ্ন ও সংগ্রামের কথা।

এসব গ্রাফিতির কারণে বেড়েছে বিভিন্ন শহর নগরের সৌন্দর্য। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় মানুষের চোখ আটকে যাচ্ছে দেওয়ালে। তারা বিজয়ের দৃশ্যগুলো দেখছেন। কেউ কেউ সেগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছেন। অথচ কয়েকদিন আগেও বিভিন্ন নগরের দেওয়াল ছিল রাজনৈতিক স্লোগান ব্যানার, পোস্টারে ঢাকা। সেগুলোর দিকে তাকালে জনমনে এক ধরনের অস্বস্তি দেখা দিত।

কিন্তু এখন অনেক দেওয়াল পরিষ্কার করে রং করছেন শিক্ষার্থীরা। ফলে, দেওয়ালগুলোতে যেন চলছে রঙের মেলা। রংতুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে বিজয়ের গল্পগাথা। বিভিন্ন নগরীর জীর্নশীর্ণ অনেক দেওয়ালের সৌন্দর্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনমনেও ফিরছে স্বস্তি। যুগে যুগে নানা বিপ্লব ও আন্দোলনে দেওয়ালচিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

[সংগৃহীত]

কালের কণ্ঠের সাংবাদিক আদরের আলোকচিত্র প্রদর্শনী
শহিদ আবু সাঈদের অপরাজেয় সাহসিকতা

১৬ই জুলাই, দুপুর ২টা ১৬ মিনিট। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর গেটে আবু সাঈদকে বেধড়ক পেটায় পুলিশ। এর চার মিনিট পরই তাকে গুলি করা হয়।

চোখ ঠিকই লিখে রাখে এক অপরাজেয় ইতিহাস। এমন ছবির কারিগর *কালের কণ্ঠ*'র রংপুর অফিসের ফটোসাংবাদিক আদর রহমান, যার তোলা ছবি এখন দেশ ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন তৈরি করেছে।

ক্যামেরার চোখই আকৃতি দেয় ছবির। ঐ চোখে আঁকা ছবি সময়, সমাজ ও সভ্যতার অবয়ব তুলে ধরে অনাগত দিনের জন্য। এসব ছবির কোনো কোনোটি কালের সাক্ষী হয়ে অমরত্ব পায়, আবার কিছু ছবি হারিয়ে যায় সময়ের গহ্বরে। আবেদনহীন ঐ সব ছবি রাষ্ট্র, সমাজ, মানুষ বা পরিবারেও তেমন কোনো বিশেষত্ব রেখে যেতে পারে না।

তবে সময়ের পটে আঁকা অপরিহার্য বাস্তবতার এমন সব ছবি কখনো কখনো ক্যামেরার চোখ এঁকে দেয়, যার আবেদন হয় অসীম অথবা অপরাজেয়। এমনই এক ছবি আঁকা হয়েছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অসীম সাহসে বুক চিতিয়ে দেওয়া বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) ছাত্র আবু সাঈদের, যার বুকের পাঁজর ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছিল হন্তারক বুলেট। ঐ নির্মম, নিষ্ঠুর বুলেটে আবু সাঈদের বুক বিদীর্ণ নিষ্প্রাণ, নিথর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সত্যি, তবে কাব্যময় ক্যামেরার আবু সাঈদের সাহসী আত্মত্যাগ এবং ঐ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনও পায় ভিন্ন মাত্রা। আর সেই আত্মত্যাগের জন্য আবু সাঈদ হয়ে ওঠেন গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম নায়ক। অমরত্ব পাওয়া আবু সাঈদের জীবনের সেরা সময়কে ছবির অবয়বে ধরে রেখে আরেক ইতিহাসের অংশ হয়ে গেলেন ফটোসাংবাদিক আদর রহমানও।

ঐ সময় আবু সাঈদের তোলা ছবি নিয়ে ৩০শে আগস্ট এক ব্যতিক্রমী প্রদর্শনী হলো রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতি আয়োজিত এই আলোকচিত্র প্রদর্শনীর শেষ দিনে দর্শনার্থীর ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ভিড় করেন আবু সাঈদ চত্বরে। তিন দিনের এই আয়োজনে প্রায় ২০ হাজার মানুষ ও শিক্ষার্থী প্রদর্শনী দেখতে আসেন।

স্থানীয়রা জানান, সারাদেশে আবু সাঈদকে নিয়ে সাড়া পড়েছে। এই প্রথম রংপুরে এ ধরনের আলোকচিত্রের আয়োজন করা হয়েছে।

শহিদ আবু সাঈদকে কখনো ভুলবে না এ দেশের মানুষ। শুক্রবার (৩০শে আগস্ট) বিকাল সাড়ে ৩টা থেকে শুরু হয়ে প্রদর্শনী চলে ১লা সেপ্টেম্বর রবিবার রাত পর্যন্ত। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন আবু সাঈদের বড়ো ভাই রমজান আলী। শিক্ষার্থী থেকে রিকশাচালক, শিশু-কিশোর থেকে বিভিন্ন পেশাজীবীরাও আগ্রহের সঙ্গে প্রদর্শনীতে আসেন।

রিকশাচালক হামিদুল ইসলাম বলেন, এ রকম আলোকচিত্র আগে কখনো দেখি নাই। দেখে কান্না ধরে রাখতে পারছি না। একজন ছাত্রকে এভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। যারা এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত তাদের বিচারের দাবি করছি।

আলোকচিত্রে গত ১৬ই জুলাইয়ের আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনা দেখানো হয়েছে। আলোকচিত্রে আন্দোলনের দিন পুলিশ ও ছাত্রলীগের সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর নির্মম হামলার চিত্র ফুটে উঠেছে।

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তাবাসসুম ও সানজিদা বলেন, এই তিন দিনই আমরা প্রদর্শনী দেখতে এসেছি। অনেক ভালো লাগছে। আলোকচিত্র প্রদর্শনী পাঁচ-ছয় দিন থাকলে আরও ভালো হতো। আবু সাঈদকে যেভাবে পুলিশ গুলি করছে, এমন নিষ্ঠুর চিত্র আমরা ছবিতে দেখলাম। এসব দেখে কান্না থামাতে পারছি না।

রংপুর পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী নুসরাত ও সায়মুন্নাহার বলেন, অনেক ভালো লাগছে এই ছবিগুলো দেখে। এখানে না এলে জানতেই পারতাম না, বেরোবির শিক্ষার্থী আবু সাঈদ কতটা সাহসিকতার সঙ্গে এই বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন, ছবি তারই কথা বলছে।

আলোকচিত্রের কারিগর ফটোসাংবাদিক আদর রহমান বলেন, আমি প্রথমে শহিদ আবু সাঈদের পরিবারের জন্য গভীরভাবে সমবেদনা প্রকাশ করছি। ১৬ই জুলাইয়ে সাড়ে তিনশো ছবি তুলেছি। এর মধ্যে ৫০টি ছবি এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে ১৬ই জুলাইয়ের অপ্রকাশিত ছবিগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কখনো যদি আবু সাঈদকে নিয়ে গবেষণা করা হয়, তাহলে হয়ত এই ছবিগুলো অনেক তথ্যের সাক্ষী হবে।

আবু সাঈদের বড়ো ভাই রমজান আলী বলেন, পরিবারে আমরা ৯ ভাইবোন। ভাইদের মধ্যে আবু সাঈদ ছিল সবার ছোটো। পরিবারে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়তে পেরেছে আবু সাঈদ। আশা ছিল, সে বড়ো হয়ে ভালো কিছু করে পরিবারের হাল ধরবে। ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। যারা আমার ভাইকে হত্যা করেছে, আমরা তাদের কঠোর শাস্তি দাবি করছি।

বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, আবু সাঈদ সারাজীবন বেঁচে থাকবেন। শহিদ আবু সাঈদ একটি জাতির বিজয় এনেছেন। আমরা কখনো ভুলব না তাকে।

রংপুর সরকারি কলেজের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও সহকারী অধ্যাপক মো. সাদাকাত হোসেন বলেন, মেধাবী শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে যেভাবে পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছে, সেই ছবিগুলো আজ আলোকচিত্রের রূপ নিয়েছে। সারাদেশ আবু সাঈদকে স্মরণ করবে সারাজীবন। এত কষ্ট করে ছবি তুলেছেন আদর রহমান। তাকেও ধন্যবাদ জানাই।

[সূত্র: দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২রা সেপ্টেম্বর ২০২৪]

বিপ্লবঃ রক্তের অক্ষরে শপথের স্বাক্ষর

মাহবুবুর রহমান তুহিন

সেদিন ছিল শনিবার। ২০২৪ সালের তেসরা আগস্টের পড়ন্ত বিকেল। উত্তাল রাজপথ। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা। বিপ্লবের কাফেলা ছুটছে শহিদমিনারের দিকে। শহিদমিনার আমাদের অধিকার আদায়ের প্রতীক। এদেশের ছাত্রসমাজ ১৯৫২-তে প্রজ্বলিত সাহসের দুর্বার শিখা প্রজ্বলন করেছিল, সেই ছাত্রসমাজ আবার হায়েনার হাত থেকে প্রিয় স্বদেশকে মুক্ত করতে ২০২৪-এ রক্তের অক্ষরে শপথের স্বাক্ষর দিয়েছে সেই শহিদমিনার প্রাঙ্গণেই। সমগ্র জাতি ছাত্রসমাজের আহ্বানে ঐক্যের পতাকা হাতে এগিয়ে চলছে। আমিও নিজেকে মিছিলে আবিষ্কার করলাম। যতক্ষণে শাহবাগ এভিনিউয়ের পথ ধরলাম, জনতার সাগর টালমাটাল। কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। মিছিলের শুরু এবং শেষ কোথায়, কারো জানা নেই। সবার কণ্ঠ মিলেছে এক দফায়।

পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যায়, 'Urdu and only urdu shall be the state language of Pakistan' – মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এই উক্তির সর্বপ্রথম প্রতিবাদ করেছিল এদেশের ছাত্রসমাজ। যারা একটি শোষণমুক্ত সমাজ সৃষ্টির স্বপ্নে উদ্বেল থেকেছে, মারণাস্ত্রের মুখে নিজেকে দ্বিধাহীন সঁপে দিয়েছে, যারা অমানিশার আঁধার পেরিয়ে একটি নতুন প্রভাতের জন্য বুক পেতে দিয়েছে, যারা রক্তস্নাত এই পলল ভূমিতে মুক্তির বীজবপন করেছে, যারা শির উন্নত করেছে এবং ঘোষণা করেছে, 'বাংলাদেশ তুমি আমার, আমি তোমাকেই ভালোবাসি', তারা এদেশের ছাত্রসমাজ। জাতির সুস্থ বিবেকের প্রতিনিধি, শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার ফিরিয়ে আনার হাতিয়ার ছাত্রসমাজ। ১৯৫২'র মহান ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২'র শিক্ষা কমিশন

রিপোর্ট বাতিলের আন্দোলন, ১৯৬৯'র গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১'র স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৯৯০'র স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্ররাই জাতিকে তাড়িত, চালিত, উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। আপোশহীন সংগ্রামের দিশা দেখিয়েছে। সাফল্যের মন্ত্র শিখিয়েছে। এদেশের ছাত্রসমাজের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের ধারাকে আর একবার ইতিহাসের পাদপ্রদীপের আলোয় আনার দুর্বার শপথে ২০২৪-এ এসে আবারও জাতির স্কন্ধে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা স্বৈরাচারের শোষণের শেকড়কে সমূলে উৎপাটনের মাধ্যমে জাতিকে পরম কাঙ্ক্ষিত মুক্তির স্বাদ এনে দেওয়া বীর সেনানী আমাদের ছাত্রসমাজ।

নদীবিধৌত এ পলল ভূমির অধিবাসীদের বোধ-উপলব্ধি, আত্মশক্তি ও আত্মপরিচয় আবিষ্কারের নতুন মাত্রার সূচনা হয় ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। দরিদ্র ও কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের সন্তানরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল বিদ্যাপীঠে এসে নতুন আঙ্গিকে, নতুন উদ্দীপনায়, নতুন জাগরণের পাঠ পায়। একদিকে তারা যেমন স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জীবিত হয়, অন্যদিকে তাদের চেতনার গভীর থেকে গভীরে জীর্ণ পলেস্তারা খসে পড়া দেয়াল ভেঙে মানব মুক্তির চেতনায় উজ্জীবিত, উদ্ভাসিত ও উদ্দীপ্ত হওয়ার তাগিদ অনুভূত হয়, যেটি সে সময়ের তরুণদের মন ও মানসজুড়ে গভীর রেখাপাত করে। মূলত এর মধ্য দিয়েই এ অঞ্চলের মাটি, মানুষ ও মেঠো জীবন ঘিরে নতুন সম্ভাবনা ও স্বাধীনতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রজ্বলিত দুর্বার সাহসে ছড়িয়ে পড়ে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে। এটি পরবর্তীতে কলকাতাকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক পটভূমির বাইরে ঢাকা কেন্দ্রিক ভিন্ন রং ও রেখায় স্বতন্ত্র একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে। অধিকার আদায় ও আত্মপরিচয়ের একেকটি ফুল একটি সুতোয় গ্রন্থিত হয়ে যে মালা তৈরি হয় তার ওপর ভিত্তি করেই ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার প্রচ্ছদপট তৈরি হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের কাছে এটা স্পষ্ট হয় যে স্বকীয়তা রক্ষা, বৈষম্যের অবসান এবং নানা ধরনের সামাজিক অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্তির জন্য তাদের একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রকাঠামো প্রয়োজন; যার শাসন ও পরিচালন ভার নিতে হবে তাদের নিজেদের হাতে; এছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা নেই। সে কারণে বাঙালি জাতি অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তান ভূখণ্ডের পূর্ব পাকিস্তান অংশ আলাদা হয় এবং সেখানে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অভ্যুদয় হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে দেশটির নাম দেওয়া হয় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। অর্থাৎ বাংলাদেশের জনগণের নিজেদের শাসন করার অধিকারসহ একটি সার্বভৌম ভূমি, যেখানে দেশের নাগরিকরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা নিয়ে সব ধরনের বৈষম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার পরিপন্থি কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও তার ভিত্তিতে সৃষ্ট বাংলাদেশের রয়েছে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রথমত, বাংলাদেশ হবে জনগণের দেশ এবং জনগণের দ্বারা পরিচালিত

দেশ; অর্থাৎ গণতান্ত্রিকভাবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত দেশ। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ হবে সব ধরনের বৈষম্যমুক্ত, অন্যায়, অবিচার ও শোষণমুক্ত; অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক সামাজিক ন্যায়বিচারভিত্তিক দেশ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।'

এ পদ্ধতিকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য অবশ্যপালনীয় প্রথম শর্ত হলো অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সঠিক প্রতিনিধি নির্বাচন। এর পরপরই প্রয়োজন কার্যকর সংসদ; যার জন্য সেখানে একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের উপস্থিতি অনস্বীকার্য। গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত দেশে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রাধান্য লাভ করে এবং সম্পদের সুষম বণ্টন হয়; অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নিষ্পেষণ হ্রাস পায়; মানবাধিকার, বাক্‌স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, গণতন্ত্রের নামে এখানে বিদেশি শক্তির প্রত্যক্ষ মদদে একটি ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার তার দানবীয় আস্ফালনে মানুষের সব অধিকারকে পদতলে পিষ্ট করে ফেলল। যেখানে শাসনকার্যে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই, গণতন্ত্র বিপন্ন; যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থি। এই বাংলাদেশ কি আমরা চেয়েছিলাম? কেমন ছিল বিগত প্রায় ১৬ বছরের বাংলাদেশ?

গণতন্ত্রের নির্বাসন: বিগত সরকার ক্রমবর্ধমানভাবে রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে কেন্দ্রীভূত করেছে, যা ফ্যাসিবাদের সর্বগ্রাসী দিককে প্রতিফলিত করে। গণতন্ত্রে জনগণ ব্যালটের মাধ্যমে তার প্রতিনিধি নির্বাচন করে। কিন্তু বিগত সময়ে নির্বাচনকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪-এর নির্বাচন বাংলাদেশের গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছিল।

বিরোধী ও ভিন্নমত দমন: ফ্যাসিবাদের অন্যতম লক্ষণ রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন। বিরোধী দলসমূহের নেতা-কর্মীদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার, নির্যাতন, মিথ্যা মামলা দায়ের, বিনা বিচারে কারাগারে আটক, আবার সাজানো মামলায় ফরমায়েশি রায়ে পাইকারি হারে শাস্তি প্রদান করা হয়। সভা-সমিতিতে আক্রমণের মাধ্যমে প্রতিবাদের শেষ চিহ্নটুকু মুছে দেওয়া হয়। ২০১৮ সালে পাস হওয়া বিতর্কিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সরকারকে রাষ্ট্র বা এর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে 'মানহানিকর' বক্তব্য পেশ করার জন্য কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার অনুমতি দেয়, যা কার্যকরভাবে বাক্‌স্বাধীনতা রোধ করার সমতুল্য। 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' এবং 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচের' মতো মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো বার বার বিরোধী দলের কর্মীদের বন্দি এবং বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিতর্কের সুযোগ সংকুচিত করার বিষয়ে সরকারকে সতর্ক করেছে। কিন্তু সরকার নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ: স্বৈরাচারী সরকার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তথ্যপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালিয়েছে, যা ফ্যাসিবাদের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সরকার ব্যাপকভাবে মিডিয়ার ওপর নজরদারি ও সেন্সর করেছে। সমালোচনামূলক কণ্ঠস্বরকে দমিয়ে রাখা হয়েছে। স্বাধীন সাংবাদিকরা হয়রানি ও গ্রেপ্তারের শিকার হয়েছেন। গণমাধ্যমের জন্য ক্রমবর্ধমান সীমাবদ্ধ পরিবেশ প্রতিফলিত করে শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্রের ফ্রিডম র‍্যাংকিংয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে।

দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক বৈষম্য: বিগত শাসনামলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করে। ব্যাংকিং খাত থেকে শত শত কোটি টাকা লোপাট হয়ে যায়। সরকারের মদদে রাষ্ট্রের সম্পদ বিদেশে পাচার হয়ে যায়। বেশির ভাগ সম্পদ কিছু রাজনৈতিক অভিজাত এবং ক্ষমতাসীন দলের অনুগতদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। সাধারণ জনগণ দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং মুদ্রাস্ফীতির শিকার হতে থাকে, যা তাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ সৃষ্টি করে। মানুষকে পথে নামতে বাধ্য করেছে এক পর্যায়ে।

গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে রাজনৈতিক দলসমূহকে আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক অধিকার, মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে হবে। গণতন্ত্রের

মূলকথাই হলো পরমতসহিষ্ণুতা। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক ভলটেয়ারের কথা প্রণিধানযোগ্য, 'আমি আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করি, কিন্তু আমার সাথে আপনার দ্বিমত পোষণ করার অধিকার থেকে যে আপনাকে বঞ্চিত করবে, তার বিরুদ্ধে আমি আমৃত্যু লড়ব'।

গণতন্ত্র ও উন্নয়ন একটি অন্যটির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যটিও অক্ষত

অগণতান্ত্রিক আচরণের আস্ফালন আর অসম আগ্রাসনে আচ্ছন্ন করে তোলে, স্বৈরাচারী হয়, নির্বিচার-বিনা বিচারে হত্যা-গুমে লিপ্ত হয়, তাহলে প্রত্যাঘাত শুধু অসন্তুষ্টি থেকে আসে না, সেই অসন্তুষ্টি কখন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো 'বুকের ভেতর দারুণ ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর'—এই রুদ্রবাণী ধারণ করে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তা স্বৈরশাসকরা আঁচ করতে পারেন না।

থাকতে পারে না। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত অত্যাবশ্যক। নাগরিক চেতনায় দেশপ্রেম, কর্তব্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। একটি সুষ্ঠু ও স্বাধীন বিচার বিভাগ একটি কার্যকরী গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড। রাজনৈতিক দলগুলোকে অবশ্যই আইনের শাসনকে সম্মান করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে যে আইনি ব্যবস্থা স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করবে। এটি বিচার ব্যবস্থায় নাগরিকদের বিশ্বাস পুনরুদ্ধারে সহায়তা করবে।

কর্তৃত্ববাদীর রাজদণ্ড যদি সীমাহীন সময় জনগণের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তোলে, তাদের ওপর

তারা তখনও ভাবুকের চাটুকারিতায় অন্ধ বিভোর থাকেন। যখন তাদের হুঁশ ফেরে, তখন দেখা যায় দুঃশাসনের শেকড় উপড়ে ফেলতে চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসছে জনতা। কণ্টকাকীর্ণ দীর্ঘ পথ পেরিয়ে বৈষম্যমুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নিষ্পেষণমুক্ত সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হাজারো ছাত্র-জনতার রক্তে বিনির্মিত বাংলাদেশের এখন এগিয়ে যাওয়ার পালা।

মাহবুবুর রহমান তুহিন: সিনিয়র তথ্য অফিসার, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। [সৌজন্যে: পিআইডি ফিচার]

সকালের বাণী
৩১ আগস্ট ২০২৪, রংপুর

শহীদ আবু সাঈদ স্মরণে

কাজী মোহাম্মাদ মাইনুদ্দিন

লাখো ফুল ফুটিয়ে তুমি হয়ে গেছো তারা।
তোমাকে বুকে ধরে কাঁদছে দেশ
তোমার স্মরণে কাঁদবো আমরা
ভুলবোনা তোমাকে কোনো দিনও
সারাক্ষণ তোমার সঙ্গী ছিল যারা।।

অপথিক তুমি-আধাঁর মুছে জ্বেলে গেছো আলো
তোমার রক্তে ঢেকে গেছে সব
পাপ-তাপ-গানী যত ছিল কালো।
পথের মাঝে দিশা হারালো যারা
তুমি তাদের জন্য হয়েছো ধ্রুব তারা।।

বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছো উদ্যমে অসীম সাহসে
তোমার নামে ফুটে রবে পুষ্পরেণু
গণকণ্ঠে ধনিত কোরাসে।
মুখরিত আজ শত জনপথ
কাটবেই জেনো যতসব বিপদ
জীবন দানে ভেঙ্গেছো সবার মনের কারা।।

[সংগৃহীত]

আবু সাঈদ মুগ্ধ

মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান

আবু সাঈদ মুগ্ধ
শেষ হয়নি যুদ্ধ,
শেষ হয়নি যুদ্ধ
আবু সাঈদ মুগ্ধ
বৈষম্যের দেওয়াল ভাঙো
সকল কপাট রুদ্ধ।

যুদ্ধ আমাদের নতুন দেশ
রচিবো আমরা নতুন বেশ
ক্ষমতার মোহ চাটুতা ছেড়ে
গায়ে খাটিবো লাগুক ক্লেশ।
ছত্রিশ কোটি হাতকে করিব
কর্মীর হাত শক্ত।

জেগেছে তরুণ জেগেছে প্রাণ
লক্ষ্য তাদের নতুনের গান
রক্তে তাদের লেগেছে আগুন
তুচ্ছ তারা করেছে মরণ।
ফ্যাসিবাদের দেওয়াল ভাঙিবে
রাঙিয়ে জমিন সিক্ত।।

এসো হে নবীন নওজোয়ান
কাতারে কাতারে হও আগুয়ান
আমরা আনিবো রাঙা প্রভাত
জুলাই বিপ্লবের স্বপ্ন।
মোদের চোখে জনতা দেখুক
নতুন দেশের মন্ত্র।।

পানি লাগবে? পানি?

জিশান মাহমুদ

হিংস্র পশুর থাবায় গেল
মীর মুগ্ধের প্রাণ
বৃথা কভু যাবে না তার
সেই বলিদান।
চোখে ভাসে তোমার ছবি
তুমি শহিদ জানি
কানে বাজে একটি কথা—
পানি লাগবে? পানি?
রেখে গেল পানির বোতল
তাজা রক্ত দিয়ে
শহিদ হয়ে বেঁচে রইল
ভালোবাসা নিয়ে।

আত্মত্যাগে মহিয়ান

নাসিমা আকতার

স্বৈরশাসন বৈষম্যের মনস্তাপে
সেদিন ছোপ ছোপ রক্তে জ্বলে ওঠে রক্ত প্রদীপ
সাঈদ, মুগ্ধ, নাফিজ, আনাস অগণিত জ্বলজ্বলে নক্ষত্রপ্রাণ
প্রবল আঘাতে চেতনার বদ্ধদুয়ার ভেঙে
অপূর্ব আলোকধারা রাজপথে রাজপথে
উত্তাল জনসমুদ্র ঐক্যবদ্ধ ঐকতান
দীপ্ত শপথ, মুক্তির জয়গান
শোষণ বঞ্চনা দম্ভের দুঃশাসন রুখতে
বুক পেতে দিয়েছো মানবিক পৃথিবী গড়তে
মৃত্যুবুলেট জয় করে আঁধারের পরাভব
৩৬ জুলাই আঁকে মুক্তির অনন্য স্বপ্ন
ভালোবাসা সম্প্রীতি সাম্যের বিশ্বাস
নতুন সম্ভাবনার কালজয়ী বাংলাদেশ
যতবার বাংলায় এসেছিল দুর্যোগ
সত্যের সৌরভে জেগেছিল নূরুলদীন, তিতুমীর, আসাদ...
স্বাধীন সূর্য আনতে চির অম্লান
আত্মত্যাগে মহিয়ান অগণিত নক্ষত্রপ্রাণ
অগণিত নক্ষত্রপ্রাণ আত্মত্যাগে মহিয়ান।

দ্বিতীয় মুক্তি

সুরঞ্জীৎ গাইন

আমার সোনার কিশোর-কিশোরী ইতিহাস জানো বেশ;
চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে স্বাধীন হয়েছে দেশ।
আওয়ামী লীগ একনায়কতন্ত্রের মিথ্যা স্বপ্ন দেখেছে;
জোর করে জনতারে বঞ্চিত করে রেখেছে।
মরেছে ছাত্র, ঝরেছে রক্ত, কেঁদেছে মানুষ কত;
দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ শত শত।
অধিকার নিয়ে সবাই বাঁচতে চেয়েছে;
বিনিময়ে স্বৈরাচারের নির্মম আঘাত পেয়েছে।
নির্যাতিত জনতা অবশেষে উঠে দাঁড়িয়েছে;
অত্যাচারীর ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে এদেশ থেকে তাড়িয়েছে।
একাত্তরের মার্চে আমরা প্রথম স্বাধীনতার পতাকা দুলাই;
দ্বিতীয় মুক্তি পেয়েছি চব্বিশের জুলাই।
আমার প্রিয় ছেলেমেয়ে তোমাদের জন্য লেখা;
আগামী দিনে তোমরা দেবে এদেশের রূপ রেখা।
রবে না দুঃখ-দারিদ্র্য, বঞ্চনা আর ক্ষুধা;
অন্তর হতে তোমরা দেবে জনসেবার সুধা।
আমার দেশে মধুর হাসি ফুটবে সবার মুখে;
সমঅধিকারে সব মানুষ দিন কাটাবে সুখে।

আবু সাঈদ

তৈয়বুর রহমান বাবু

হিমালয় পর্বতশৃঙ্গের মত
দুহাত প্রসারিত করে
স্থির অবিচল দাঁড়িয়ে আছো
বিশ্বাসে ছিল অমিত আশার আলো
দুচোখে ছিল দ্রোহের আগুন
তাড়িত হয়েছে সাহসী যৌবন
তোমাকে ঘিরে পুলিশের শত স্টেনগান
তুমি কিছুতেই পিছু হটলে না
তোমার পরনে সেই কালো গেঞ্জি
মৌনতায় যেন শোকের ছায়া
মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছো তুমি
তবু পরাজয় মাননি
তোমার মুষ্টিবদ্ধ হাতে ছিল বাংলাদেশ
কিন্তু ওরা স্টেনগানের গুলিতে
ঝাঁঝরা করে দিলো তোমার বুক
রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বর
রক্তে রঞ্জিত হলো
তোমারি রক্তস্নাত পথ ধরে
জাগরিত হলো উত্তাল সমুদ্রের জনস্রোত
বৈষম্য অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে
শৃঙ্খল ভাঙার গানে মুখরিত হলো বাংলাদেশ
মৃত্যুকে পদানত করে
জীবন বিসর্জনের এই জয়গান
প্রতিধ্বনি হয়ে বাংলাদেশে
বার বার ফিরে ফিরে আসে
তুমিতো বিসিএস ক্যাডার হতে চেয়েছিলে
আগামীতে শত শত ক্যাডার জন্ম নিবে
এই বাংলাদেশে
কিন্তু তোমাকে অতিক্রম করে
কেউ কখনোও যেতে পারবে না।
নতুন বাংলাদেশে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দমালায়
তুমি বার বার জেগে উঠবে
তুমিতো হৃদয়ের স্পর্ধিত সাহস
তুমি কি ইতিহাস হতে চেয়েছিলে
বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, নূরুলদীন হতে চেয়েছিল
বিধাতার এক অমোঘ নিয়মে
তুমি আজ ইতিহাস হয়ে রইলে ।

কবিতার নাম বাংলাদেশ

হাই হাফিজ

একটি অন্যরকম কবিতা লেখা হবে আজ
যে কবিতার জন্য কাগজ-কলম হাতে
অধীর আগ্রহে প্রস্তুত বাংলার স্বনামধন্য কবিরা।
ভোরের লাল সূর্য উঁকি দেয়ার আগেই
একটি ফুটফুটে নিষ্পাপ শিশু ভূমিষ্ঠ হবে আজ
যে শিশুর ডান হাতে থাকবে লাল-সবুজ পতাকা
কোমল ঠোঁটে দিগ্‌বিজয়ী জয়োল্লাসের হাসি।
প্রকৃতির সবুজ শ্যামল উর্বর ভূখণ্ডে
একটি নতুন চারাগাছ অঙ্কুরিত হবে আজ
যার ছোট্ট কচি পাতায় দোল খাবে হৈমন্তি বাতাস
পাহাড়-সাগর-নদী কান পেতে শুনবে
সুমধুর সুরে ভেসে আসা জাগরণী সংগীত।
বাংলার নামকরা কবিরা একসাথে বসেছে আজ
একটি ঐতিহাসিক কবিতা লেখার জন্য
যে কবিতার ভাষা হবে বাংলা
যে কবিতার শব্দ-বর্ণ হবে প্রাঞ্জল
যে কবিতার বিষয়বস্তু হবে সাধারণ
তেমন একটি নতুন কবিতাই লেখা হবে আজ
বিখ্যাত কবিদের ক্ষুরধার লেখনীতে।
সুবেহ সাদিকে দোয়েলের শিস দেয়ার আগেই
নিস্তব্ধ অন্ধকারের কঠিন দেয়াল ভেদ করে
সোনালি আলোয় আজ হেসে উঠবে পৃথিবী
রক্তাক্ত নদীর প্রবল স্রোতে ধুয়ে-মুছে সাফ হবে
শোষণ-জুলুম আর বঞ্চনার সমস্ত ইতিহাস।
সম্পূর্ণ নতুন একটি কবিতা রচিত হবে আজ
যে কবিতা আগে কখনো লেখা হয়নি।

রংপুরে শিশুদের রংতুলিতে ফুটে উঠল গণহত্যার প্রতিচ্ছবি

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন থেকে গড়ে ওঠা ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের শহিদদের স্মরণে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও দুই দিনব্যাপী চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে চারুকলা শিল্পীসমাজ, রংপুর।

শুক্রবার (১৩ই সেপ্টেম্বর) বিকেল ৩টায় রংপুর টাউন হল চত্বরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও বৈষম্যবিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সহযোগিতায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় দেড় শতাধিক শিশু শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

'২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মরণ' শিরোনামে এক ঘণ্টার এই চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ছোট্ট শিশুরা রংতুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছে ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগ, পুলিশি নির্যাতন ও গুলি বর্ষণসহ শহিদ আবু সাঈদ-মুগ্ধদের বীরত্বগাথা জীবন উৎসর্গের প্রতিচ্ছবি। শিশুদের রং আর তুলির সমন্বয়ে হাতের নিখুঁত ছোঁয়ায় মুহূর্তেই ফুটে ওঠে এসব চিত্রকর্ম। শিশু আঁকিয়েদের কেউ কেউ রংতুলিতে তুলে ধরেন নতুন বাংলাদেশের সোনালি সকাল, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বৈচিত্র্যময় চিত্রসহ রূপসি গ্রামবাংলা।

নগরীর সফুরা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ফারহানা জামান তার হাতের ছোঁয়ায় এঁকেছে লাল-সবুজের গ্রামীণ প্রতিচ্ছবি। আরেক প্রতিযোগী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড

কলেজের শিক্ষার্থী আরণ্যক পাল প্রাচুর্য ফুটিয়ে তুলেছে শহিদ মুগ্ধের ছবি। কারো রংতুলিতে জুলাই-আগস্ট গণহত্যাসহ শহিদ আবু সাঈদের হাত উঁচিয়ে প্রাণ উৎসর্গের প্রতিচ্ছবি। যেন একেকটি ছবিতে শিশুরা শুধু তাদের রংতুলিতে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের প্রতিচ্ছবিই নয়, তুলে ধরেছে ওদের মনে জায়গা করে নেওয়া চব্বিশের চেতনাকেও। এ আয়োজনে অংশগ্রহণ করা শিশুরা বেশ উচ্ছ্বসিত ছিল।

ঘণ্টাব্যাপী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা শেষে সন্ধ্যায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। এর আগে বিকেল তিনটায় শিশুদের

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও চিত্র প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শহিদ তাহির জামান প্রিয়র মা শামসি আরা জামান কলি। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শিল্পী ও সংগঠক জহির আলম নয়ন, অ্যাডভোকেট পলাশ কান্তি নাগ, হৃদয় জে জে প্রমুখ।

সনদ বিতরণ পর্বে বক্তব্যের সময় কান্নাজড়িত কণ্ঠে শহিদ তাহির জামান প্রিয়র স্মৃতিচারণ করেন মা শামসি আরা জামান কলি। তিনি বলেন, ছাত্র আন্দোলনে কত নির্মমতার প্রতিচ্ছবি আমরা দেখেছি, তা কখনো ভুলে যাবার মতো নয়। আমার ছেলে প্রিয়কে পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছে। মৃত্যু নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ওকে অমানবিক কষ্ট দিয়েছে। আমার ছেলের মৃত্যুর ভিডিও ফুটেজ দেখে আমি বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কয়েকদিন নীরব ছিলাম। কিন্তু এক প্রিয়কে হারিয়ে আমি শত শত ছেলেমেয়ের মা হয়েছি। আজ আমাকে শহিদের মা বলে সম্বোধন করা হয়। শুধু আমার সন্তানই নয়, সকল শহিদ পরিবারের পক্ষ থেকে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রিত গণহত্যার বিচার চাই।

আয়োজক সংগঠক চারুকলা শিল্পীসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ভাস্কর আহসান আহমেদ বলেন, নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে সারাদেশে জুলাই-আগস্টের শহিদদের স্মরণ করা হচ্ছে। আমরা রংপুরেও এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মের শিশুদের মধ্যে চব্বিশের চেতনার বিকাশ ঘটাতে চাই। শিশুরা শহিদ আবু সাঈদ-মুগ্ধদের ওদের রংতুলিতে তুলে এনেছে। এসব ছবি আমাদের প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পাশাপাশি দুই দিনব্যাপী চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করেছি। প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত টাউন হল চত্বরে এ প্রদর্শনী চলবে। এতে শিশুদের পাশাপাশি বড়োদের আঁকা চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হবে।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সম্পর্কে শিল্পী ও সংগঠক জহির আলম নয়ন ও পলাশ কান্তি নাগ জানান, এই আয়োজনে ছোট্ট ছোট্ট সোনামণিদের হাতের নিখুঁত ছোঁয়ায় আমাদের ছাত্র-জনতার বিজয়ের প্রতিচ্ছবিসহ শহিদদের নানা প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। তাদের অঙ্কনকৃত এসব ছবি দেখে সত্যিই নিজেকে গর্বিত মনে হচ্ছে যে আমাদের শিশুরাই এই নতুন বাংলাদেশ গড়বে। ওদের রংতুলিতে ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাত নেই বরং ওরা সম্প্রীতির ছবি অঙ্কন করেছে। শিশুদের আঁকা প্রতিটি ছবি সুন্দর আগামীর প্রতিচ্ছবি। বৈষম্যমুক্ত সমতা ও ন্যায্যতার বাংলাদেশ বিনির্মাণে এই শিশুরা অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদী তারা।

[সূত্র: সময়ের কণ্ঠস্বর, ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২৪]

আবু সাঈদের পরিবারকে ড. মুহাম্মদ ইউনূস: আমাকে রংপুরের একজন উপদেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করুন

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস নিজেকে রংপুরের সন্তান বলে মনে করেন, কারণ তিনি জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে শহিদ আবু সাঈদের সাহস ও আত্মত্যাগে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত।

প্রধান উপদেষ্টা ২৮শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার ঢাকায় তাঁর কার্যালয়ে আবু সাঈদের পরিবারের সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, আমাকে রংপুরের একজন উপদেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করুন। প্রধান উপদেষ্টা এ সময় শহিদ আবু সাঈদ ফাউন্ডেশনের সনদপত্র আবু সাঈদের পরিবারের হাতে তুলে দেন। আবু সাঈদের পিতা মকবুল হোসেন সনদপত্র গ্রহণ করেন। আবু সাঈদের ভাতিজা মো. লিটন মিয়া এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান উপদেষ্টা আবু সাঈদের পিতামাতার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন এবং সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সহায়তার আশ্বাস দেন।

[সূত্র: ২৮শে নভেম্বর ২০২৪, বাসস]

একটি গোলাপের জন্য

রকীবুল ইসলাম

এখন আর
ঘরে বসে থাকার
সময় নেই–
রাজপথ কাঁপছে
ছাত্রদের দ্রোহে,
বৈষম্যের শৃঙ্খল
ছিন্ন করার
দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়
অধিকার বঞ্চিতরা
সোচ্চার হয়েছে।
সত্যের শিখা হাতে
সুশীল বিবেকেরা জাগ্রত,
শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা
লৌহমানবের মতো
রক্তাক্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে
উচ্চারণ করছে
প্রতিবাদের শপথ।

এখন আর
ঘরে বসে থাকার
সময় নেই–
কুনো ব্যাঙের মতো
ঘরের কোণে
লুকিয়ে থাকলে
চলবে না,
ভীরু কাপুরুষদের জন্য
আর কোনো আশ্রয় নেই,
এবার বাঁকা মেরুদণ্ড
সোজা করার সময়,
ভয়ভীতি-প্রাসাদের
মায়া ছেড়ে,
প্রিয়তমার তপ্ত ঠোঁটের
আবেশ ভুলে
অধিকার হারানো
জনতার সঙ্গে
বৈপ্লবিক মিছিলে
শামিল হওয়ার
একমাত্র সময়–
এই মুহূর্ত!

এখন আর
ঘরে বসে থাকার
সময় নেই–
আর কতকাল
নির্বাক দর্শক
হয়ে থাকবো?
আমরা কি শুধু
দেখেই যাবো?
সহ্য করেই যাবো?
এই জনসমুদ্রে,
এই মহামিছিলে–
যদি বৈষম্যের শক্তি
আমাদের রক্তপাত ঘটায়,
যদি তাজা বুলেট
সাঈদ-মুগ্ধদের মতো
আমাদের বুকের ভেতর
বিদ্ধ হয়;
তবে তাই হোক!

হোক না বিসর্জন,
তবু এই লাল-সবুজের দেশে
বাক্‌স্বাধীনতা ফিরে আসুক,
বৈষম্যের কবর খুঁড়ে
একটা লাল-সবুজ গোলাপের
মুক্তির জয়গান হোক!
স্বাধীনতার মাটি
আরও দৃঢ়,
আরও মজবুত হোক!
গণতন্ত্রের শিকড়
শক্ত হোক;
বিপ্লবের প্রতিটি পৃষ্ঠা
নতুন ইতিহাসের রঙে
রঙিন হোক!

আমি সাঈদ বলছি

লায়লা শিরিনা

বুক পেতে বুলেট নিলাম
রাজাকার তোমায় মুক্তি দিলাম।
আমার জন্য করবে না কেউ হাহাকার
সোনার দেশের মানুষ হয়ে আমি নাকি রাজাকার!
বুকের কষ্ট রক্তের লাল রঙে পড়ুক ঝরে,
বেকাররা তো অবহেলায় অসম্মানে বার বার মরে।
তার চেয়ে এই ভালো, ওপারে গেলাম চলে
আমার মাকে কাঁদতে দিও না, ফিরবো এসেছি বলে।
শাসক যখন শোষণ করে, দেয় না অধিকার
ন্যায্য হিসাব চাইলে বলে আমি নাকি রাজাকার!
বুকের ভিতর দারুণ জ্বালা দেখাবো কী করে?
কাঁদতে পারি না নারীর মতো দুচোখের জল ভরে।
বুক পেতে দিয়ে হালকা হলাম, ঝাঁঝরা করো বুক
নিজের লজ্জা ঢাকতে জানি লুকাবে না তবু মুখ।
লক্ষ সাঈদ ঘরে ঘরে আছে জেনে রেখো তোমরা
বাহান্ন আর একাত্তরেও রাজপথে ছিলাম আমরা।
শত শত শহিদ শিখিয়েছে মোরে লড়াই করার মন্ত্র
হারতে হবে বিবেকের কাছে যতই করো তন্ত্র।

আমি ২০২৪ দেখেছি

রুস্তম আলী

আমি ৭১ দেখিনি
আমি ২০২৪ দেখেছি
আমি স্বাধীনতা দেখিনি
আমি গণভবনের বিপ্লব দেখেছি।

আমি বিজয় দিবস দেখিনি
আমি একজন স্বৈরাচারকে পালাতে দেখেছি
আমি নয় মাসের যুদ্ধ দেখিনি
আমি ৩৬ জুলাই দেখেছি।

আমি ৩০ লাখ শহিদদের দেখিনি
আমি আবু সাঈদকে দেখেছি।

আমি সাত কোটি মানুষের হাহাকার দেখিনি
আমি আঠারো কোটি মানুষের উল্লাস দেখেছি
আমি হানাদার বাহিনী দেখিনি
আমি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার ওপর গুলি বর্ষণ দেখেছি।

আমি ৭১ দেখিনি
আমি ৩৬ জুলাই ২০২৪ দেখেছি।

জাগো বাহে কোনঠে সবায়

ফজিলা ফয়েজ

'জাগো বাহে কোনঠে সবায়'– এই সংগ্রামী স্লোগান রংপুর অঞ্চল থেকে যেন বার বার জেগে উঠে তীব্র আকারে সারাদেশে বারুদের মতো জ্বলে। এই বিদ্রোহী স্লোগান রংপুরকে গৌরবান্বিত করে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে দিয়েছে শত বছর আগেই। রংপুরের তেজি সন্তানেরা কেউ লড়াই করে প্রাণ দিয়েছে, আবার কেউ স্বেচ্ছায় বুক পেতে রুখে দাঁড়িয়েছে।

'জাগো বাহে কোনঠে সবায়' সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং প্রতিরোধের চেতনাকে ধারণ করে রংপুর অঞ্চলকে সংজ্ঞায়িত করেছে। অধিকারের জন্য দাঁড়ানো

স্লোগানটি জনগণের শক্তি, ঐক্য, ন্যায় এবং সাম্যের জন্য তাদের অব্যাহত লড়াইয়ের একটি শক্তিশালী অনুস্মারক।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করা নূরলদীন থেকে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রথম শহিদ শংকু সমজদার, শহিদজননী জাহানারা ইমাম, নারী জাগরণের অগ্রদূত মহীয়সী বেগম রোকেয়াসহ রংপুরে আরও অনেক শ্রেষ্ঠ সন্তান দৃঢ়তা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

যেমন করে জেগে উঠেছিল আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে ইংরেজদের শোষণ ও লুণ্ঠনের সহযোগী এবং গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রিয়পাত্র দেবী সিংহের বিরুদ্ধে। দেবী সিংহ ছিলেন ইংরেজ মনোনীত এই অঞ্চলের ইজারাদার। তার অসহনীয় অত্যাচার ও অবাধ লুণ্ঠনে রংপুর এবং দিনাজপুর অঞ্চল পরিণত হয়েছিল শ্মশানে। চারদিকে ভেসে বেড়িয়েছিল অসহায় কৃষকদের হাহাকার আর গগনবিদারী দীর্ঘশ্বাস।

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে অসহায় হরিণও ঘুরে দাঁড়ায়; এই অঞ্চলের নিরীহ এবং নির্বিবাদী কৃষকেরাও তেমনি ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। খনির ঘন অন্ধকার থেকে যেমন করে উঠে আসে উজ্জ্বল হীরকখণ্ড, তেমনি সাধারণ কৃষকদের মধ্য থেকে উঠে আসেন এক অসামান্য মানুষ, সিংহ-হৃদয় পুরুষ নূরলদীন। ১৭৩০ সালে এই অনন্য মানুষটি দেবী সিংহকে করে তোলেন নেংটি ইঁদুরের মতো ভীত, অসহায়। রংপুরের বুকে নূরলদীন যে বিপ্লবের লাল আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, তাকে নির্বাপিত করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে। আর যাকে কেন্দ্র করে এই বিদ্রোহ, সেই দেবী সিংহকে রংপুর ছেড়ে পালাতে হয়েছিল জান হাতে নিয়ে। জনগণের চূড়ান্ত জয় হয়ত হয়নি সেদিন, কিন্তু এই সাময়িক জয়ও

ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে সগৌরবে।

১৭৬৭ সালের ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের সময় রংপুর, রাজশাহী, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও কুমিল্লা জেলায় বিদ্রোহীদের আক্রমণ তীব্রতর হয়ে ওঠে। উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহীদের তৎপরতা প্রতিহত করার জন্য ১৭৬৭ সালে ক্যাপ্টেন ডি ম্যাকেঞ্জির অধীনে রংপুরে ইংরেজ বাহিনী প্রেরিত হয়। এ সময় মালদহের ইংরেজ রেসিডেন্ট বারওয়েল কর্তৃক মার্টলের নেতৃত্বে প্রেরিত ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহীদের কাছে পরাজিত হয় এবং সেনাপতি মার্টল নিহত হন। ম্যাকেঞ্জির বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে বিদ্রোহীরা নেপালের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। রংপুর, বৃহত্তর দিনাজপুর ও বিহারসংলগ্ন অঞ্চলে সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়েছিলেন। মূলত বাংলার কৃষক, মজুর ও প্রান্তিক মানুষও সেই কর্মকাণ্ড সমর্থন করেছেন। ১৭৬৩ সালে ফকির ও সন্ন্যাসীদের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা হয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করে, যা বাংলা জনপদের প্রথম ব্রিটিশবিরোধী স্বতন্ত্র আন্দোলন।

এছাড়া নারী জাগরণের অগ্রদূত মহীয়সী বেগম রোকেয়া রংপুরকে ইতিহাসের পাতায় আরও উচ্চাসনে বসিয়েছেন। শিক্ষা ছাড়া নারীমুক্তি যেমন হতে পারে না, তেমনি নারীমুক্তি ছাড়া কখনো একটি সভ্য সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। এ নিগূঢ় সত্যটা অনুধাবন করেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন খ্যাতিমান বাঙালি সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কারক। বেগম রোকেয়ার পূর্বে তৎকালীন অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে অন্য কোনো ব্যক্তি নারীদের উন্মেষ নিয়ে বলিষ্ঠ ও সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। তাই বেগম রোকেয়াকে নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে গণ্য করা হয়।

বেগম রোকেয়ার সংগ্রাম ছিল মূলত দুই ধরনের। একদিকে ঘুমন্ত নারীসমাজকে জাগিয়ে তোলা; অন্যদিকে সমাজে কুসংস্কারমুক্ত পরিবেশ তৈরি করা। তাঁর এ সংগ্রাম কখনো পুরুষের বিরুদ্ধে ছিল না। বরং নারীর প্রতি পুরুষের মানসিকতার পরিবর্তনই ছিল কাম্য। তাই বেগম রোকেয়া লিখেছিলেন, 'আমরা সমাজের অর্ধাঙ্গ, আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কীরূপে? কোনো ব্যক্তি এক পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কত দূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্য তাহাই।'

প্রজন্মের মশালবাহক অগ্নিকন্যা জাহানারা ইমামের ছড়িয়ে দেওয়া সেই আলোকশিখা প্রজ্বলিত থাকবে হাজার বছর। তিনি ছিলেন একজন লেখিকা, কথাসাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এবং একাত্তরের ঘাতক-দালালবিরোধী আন্দোলনের নেত্রী। তিনি বাংলাদেশে শহিদজননী হিসেবে পরিচিত। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *একাত্তরের দিনগুলি*। একাত্তরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাফী ইমাম রুমী দেশের মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। কয়েকটি সফল গেরিলা অপারেশনের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন এবং নির্যাতনের ফলে মৃত্যুবরণ করেন।

বিজয় লাভের পর রুমীর বন্ধুরা মা জাহানারা ইমামকে সব মুক্তিযোদ্ধার মা হিসেবে বরণ করে নেন।

জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় দেশব্যাপী গণস্বাক্ষর, গণসমাবেশ, মানববন্ধন, সংসদ যাত্রা, অবস্থান ধর্মঘট, মহাসমাবেশ ইত্যাদি কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। সরকার ৩০শে জুন ১৯৯২ সালে সংসদে ৪ দফা চুক্তি করে। ২৮শে মার্চ ১৯৯৩ সালে নির্মূল কমিটির সমাবেশে পুলিশবাহিনী হামলা চালায়। পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হন জাহানারা ইমাম। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এমনকি বিদেশেও গঠিত হয় নির্মূল কমিটি এবং শুরু হয় ব্যাপক আন্দোলন। পত্রপত্রিকায় সংবাদ শিরোনাম হয়ে উঠলে আন্তর্জাতিক মহলেও ব্যাপক পরিচিতি অর্জন করেন জাহানারা ইমাম।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহিদ রংপুরের শংকু সমজদার। তাঁর আত্মত্যাগের বিনিময়ে মানুষের মনে স্বাধীনতার চেতনা ও আকাঙ্ক্ষা দৃঢ় হয়। শংকু সমজদারের জীবন ও আত্মত্যাগ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। ১৯৭১ সালে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে হরতাল পালিত হয়। শহরের কাচারি বাজার থেকে সকাল সাড়ে নয়টার দিকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলে রংপুর কৈলাশ রঞ্জন স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র শংকু সমজদারও অংশ নেন। মিছিলটি জাহাজ কোম্পানির মোড় হয়ে স্টেশনের দিকে এগোতে থাকলে পুলিশ গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই শহিদ হন শংকু সমজদার।

২০২৪ সালের ৫ই জুন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ২০১৮ সালের ৪ঠা অক্টোবর বাংলাদেশ সরকারের জারি করা পরিপত্রকে অবৈধ ঘোষণার পর পুনরায় কোটা সংস্কার আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হলে ক্রমে এটি ব্যাপক আকার ধারণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা বাংলাদেশ ও অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও আন্দোলনে যোগ দেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে শিক্ষার্থীরা বাংলা ব্লকেড নামে অবরোধ কর্মসূচি পালন শুরু করেন।

১৬ই জুলাই আন্দোলন চলাকালে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। কোটা আন্দোলনকারীরা তাকে আন্দোলনের প্রথম শহিদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

পুলিশের কঠোর অবস্থানের মুখে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগই পিছু হটেন এবং আশপাশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেন। কিন্তু আবু সাঈদ পুলিশের সামনে গিয়ে বুক চিতিয়ে পুলিশের দিকে দাঁড়িয়ে থাকেন; পুলিশ তার দিকে রাবার বুলেট ছুড়লে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আন্দোলনকারীদের কয়েকজন তাকে উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেন এবং সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শহিদ আবু সাঈদের শরীরে একাধিক রাবার বুলেটের ক্ষত ছিল। তার গ্রামের বাড়ি রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার বাবনপুর গ্রামে। প্রবল দেশপ্রেম, অমিত তেজ ও সাহসী নেতৃত্বের সম্মিলনে তিনি যে আত্মত্যাগের নজির রেখে গেছেন, তা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের কোটা সংস্কারের আন্দোলনের শত শত বছর ধরে শক্তিশালী প্রেরণা হয়ে থাকবে। আবু সাঈদ ছাত্রজীবনের এক লড়াকু বীরের নাম। আর সেটাই যুগে যুগে সাহস এবং প্রেরণা জোগাবে ভবিষ্যতের গণবিদ্রোহ এবং জন-আন্দোলনকে।

আবু সাঈদের মর্মান্তিক মৃত্যুতে দেশবাসীর কান্নায় রংপুর অঞ্চলের মাটি হয় সিক্ত।

গৌরবের রংপুরে জন্ম নেওয়া নূরলদীন থেকে আবু সাঈদ পর্যন্ত একেকটি নাম ইস্পাতসম কাঠিন্য অগ্নিশিখার অমিত আহ্বান। আমার দেশের মাটির গন্ধের সঙ্গে মিশে থাকা মাতাল এক অনুভূতি, আছে কাল পূর্ণিমায় রক্তলোলুপ হায়েনার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য গগনবিদারী কণ্ঠে ডেকে ওঠা এক প্রতিধ্বনি—'জাগো বাহে কোনঠে সবায়'।

[সৌজন্যে: bondhushava.com]

দৈনিক
প্রতিদিনের বার্তা
১৪ আগস্ট ২০২৪

চাই বৈষম্যমুক্ত দেশ

শুধু লেখক বা কবি-সাহিত্যিকই নয়, সমাজের প্রত্যেক মানুষেরই কথা বলার স্বাধীনতা থাকতে হবে। সর্বস্তরের মানুষের বক্তব্য সব রাজনৈতিক সংগঠন এবং সরকারকে শুনতে হবে। আমাদের তো অনেক স্বপ্ন ছিল, অনেক আশা ছিল। দেশে গণতন্ত্র থাকবে, স্বাধীনতা থাকবে, সুখ থাকবে, বিশুদ্ধ সংস্কৃতি থাকবে, ন্যায়বিচার থাকবে, অধিকার থাকবে, মানবাধিকার থাকবে, সৃজনশীলতা থাকবে, থাকবে বাক্সবাধীনতা। রাষ্ট্র খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা, বস্ত্র, বিনোদনের ব্যবস্থা করবে। কোনো বৈষম্য থাকবে না। আজ আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকার কোথায়? মুক্তচিন্তা, প্রগতিশীলতা, যুক্তিশীলতা কেন পদদলিত হচ্ছে পদে পদে? প্রতিহিংসা, পীড়ন, মিথ্যাচার, প্রতিশোধ, দমন, দখল, হিংসা কেন আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে, কেন এসব অনুষঙ্গ হচ্ছে নিত্যঘটনা? কেন কারাগার বাড়ছে, বিচারালয় বাড়ছে, বিচারহীনতা বাড়ছে, ক্ষমতার শাসন বাড়ছে, মানবতা কমছে, দেশ কেন বন্দিশিবির হচ্ছে? কথা বললেই বিদ্রোহ বানানো, বিদ্রোহী বলা কি আইনে পরিণত হয়েছে? মানুষের জন্য কি ভালো কিছু নেই? আলোচনা নেই, সহনশীলতা নেই। সুখবর নেই। বড় বড় প্রকল্পই কি উন্নয়ন, বড় বড় প্রকল্পই কি সুখ, শান্তি, গণতন্ত্র, মানবতা, মুক্তিচিন্তার কথা বলে? আমরা তো এ অমানবিক বন্দিশিবির চাই না, এ মানুষের সৃষ্ট নরক চাই না, চোর-ডাকাতের নগর, গ্রাম, পাড়া, জনপদ চাই না। দূষিত বায়ু চাই না, চোরের অফিস, প্রশাসন চাই না, লুটপাটের সচিবালয় চাই না, চাই না লুটের ব্যাংক, বিমা, আদালত। আমরা চাই বাকস্বাধীনতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবিকতা, নির্মল আকাশ, উর্বর মাটি, নদীর প্রবাহ, উন্মুক্ত প্রান্তর, মুক্তজীবন, বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক চর্চা, ন্যায্যতার সমাজ, ভদ্রতার রাজনীতি, অগ্রসরমান অর্থনীতি। পত্রিকার পাতা উলটালেই আমাদের মন খারাপ হয়। ধর্ষণ, ছিনতাই, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, সচিবালয় থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত দুর্নীতির সংবাদ, লুটপাটের ফিরিস্তি, টাকা লুট, প্রশ্নফাঁস, স্বজনপ্রীতি, হত্যা, লুণ্ঠন, দূষণ, ভেজাল জীবনকে বিষিয়ে তুলে। রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ী, সেনাপতি, পুলিশপতি, শিল্পপতি, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, বিচারক, সবাইকে দেখলে কেন জানি অসৎ মনে হয়, স্বার্থপর মনে হয়, অযোগ্য লাগে, অথচ কত প্রত্যাশা ওদের কাছে। কত আশা নিয়ে মানুষ বিচার চাইতে আসে। আমার বেড়ে ওঠা, শিক্ষা গ্রহণ, সবকিছুতেই দেশ, সমাজ সহযোগিতা করেছে। তাই তো দেশের প্রতি দায়িত্ব আছে, কর্তব্য আছে, ভালোবাসা আছে, দেশপ্রেম আছে, ইচ্ছা করলেই আমি আমার জন্মকে বাতিল করে দিতে পারি না। অন্য দেশে চলে যেতে পারি না, অন্য গ্রহে যেতে পারি না। সব ভুলে যেতে পারি না। এ দেশে থেকেই, দেশকে ভালোবেসেই, দায়িত্ব পালন করেই জীবনকে পাড়ি দিতে হবে। আমি তো কারও তাঁবেদারি করি না, তেল দিই না, পা চাটি না, অন্যের টাকা চুরি করি না, লোভ করি না, সৃষ্টিশীলতা ধ্বংস করি না, প্রতিহিংসা করি না, অন্যের ক্ষতি করি না, মুক্তচিন্তা করি, বৈষম্য তৈরি করি না, বর্বরতাকে ঘৃণা করি, অমানবিক হই না, পীড়ন, দূষণ, দখল করি না। সাদাসিধে জীবনযাপন করি, সাধারণ খাবার খাই। সকালে ঘুম থেকে উঠে চিরতার পানি খাই, মাটির গন্ধ শুঁকি, গ্রামের বিষমুক্ত সাদাসিধে খাবার খাই। তারপরও আমরা কেন অসুস্থ হয়ে পড়ি, অসুস্থবোধ করি। শান্তি পাই না, সুখ লাগে না, অসহ্য যন্ত্রণা কেন আমাদের কাঁদায়, ভাবিয়ে তোলে? আমার সন্তান কেন রাস্তায় বেরোলেই অসমতা দেখে, হয়রানির শিকার হয়? বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গিয়ে কেন অন্যায়ে বিরুদ্ধে, ধর্ষণের বিরুদ্ধে মানববন্ধনে দাঁড়াতে হয়? রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিরাপদ সড়কের আইন শেখাতে হয় কর্তাব্যক্তিদের, কেন অনিরাপদবোধ করে?

[সংগৃহীত]

সময়ই সতর্ক প্রহরী সমাজ বিবর্তনের

বিমলেন্দু রায়

মানুষের চাহিদা থেকে করণীয় নির্ধারণ হয় সময়ের তাগিদে। এক্ষেত্রে বলতে গেলে সময়ই সতর্ক প্রহরী মানবসমাজ বিবর্তনের। বঙ্গভূমি তথা বাংলাদেশ এই উত্থান-পতনের, আন্দোলন-সংগ্রামের এক জ্বলন্ত উদাহরণ। চট্টগ্রামের মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্র, যিনি ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত রাজশাহীর নবাবগঞ্জ অঞ্চলে আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন, তিনি ছাত্রজীবনেই কমিউনিস্ট আদর্শের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁর স্বামী রমেন্দ্রনাথ মিত্র এ কাজে তাঁকে উৎসাহিত করেন। তেভাগা আন্দোলন অর্থ বর্গা চাষিরা উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ নিবে বাকি এক ভাগ জমির মালিকরা পাবে। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর যে দুশো বছর ইংরেজ শাসনের নির্যাতনে বাঙালি নিপতিত ছিল সে সময়কার অমিত তেজোদ্দীপ্ত সংগ্রামী ছিলেন তাঁরা। তাছাড়াও বাঘাযতীন, তিতুমীর ছিলেন অন্যতম। ১৮৩১ সালের ২৩শে অক্টোবর বারাসাতের কাছে বাদুড়িয়ার ১০ কিলোমিটার দূরে নারিকেল বাড়িয়া গ্রামে তিতুমীর বাঁশের কেল্লা তৈরি করেন। বাঁশ ও কাদা দিয়ে তারা দ্বিস্তর বিশিষ্ট এই কেল্লা নির্মাণ করেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নিমিত্তে। তারাই আমাদের প্রথম দিকের বিপৎসংকুল সময়ের সংগ্রামী সৈনিক।

পরিবর্তন, পরিবর্ধন, জন-আকাঙ্ক্ষা থেকে আন্দোলন, সমাজ ব্যবস্থার এসব চাহিদার তাগাদাপত্র থেকে একটা বিপ্লব সংগঠিত হয়। বিন্দু বিন্দু অসংগতি, জন-আকাঙ্ক্ষার বৈপরীত্যের তিক্ততা, নিপীড়ন, নির্যাতন থেকে উদ্ভূত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের বহিঃপ্রকাশ একটা আন্দোলন, সংগ্রামের জন্ম দেয়। এসব সংগ্রামে নিপীড়ন, নির্যাতন, গুম, খুন, খাদ্যাভাব, অনিয়মের এক জটিল চিত্র চিত্রিত হয় সমাজ জীবনে। সহ্যের সীমা পেরিয়ে মানুষ, সমাজ যখন অসহ্যের কিনারে পৌঁছে যায় তখন শুকনো কাঠখড়ে দপদপিয়ে আগুন জ্বলে মুহূর্তে। এটাই একটা আন্দোলনের প্রাথমিক ধাপ। সমাজ পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে শাসকরা যদি পরিবর্তিত না হয় তবে তারা জনতুষ্টি নিবারণে ব্যর্থ হয়। ১৯৫১-তে ভাষার বিষয়ে পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলার লোকেদের জন-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য ১৯৭১-এর গণ-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা। রাজনীতিবিদদের সময়ের চাওয়া-পাওয়ার ইশারা বুঝে কাজ করতে হয়। নতুবা সময় তার চাহিদামাফিক পথে চলে অবলীলায়। যেমন বসে থাকে নাই একাত্তর-পরবর্তী পঁচাত্তর। আবার পচাঁত্তর-পরবর্তী নব্বই। নব্বই আমাদেরকে ক্রমান্বয়ে একবিংশের যুগে নিয়ে আসে। মানুষ স্বাধীন ভূখণ্ড দেখল। কিন্তু পরিপূর্ণ আশা-নিরাশার দোলাচলে মানুষ যেন বিভ্রান্ত। বিভক্তি, বিভ্রান্ত, অবিশ্বাসের আলো-আঁধারিতে থতোমতো খেয়ে বসল। ভোট

আছে, ব্যালট নাই। ব্যালট আছে, ভোট নেই। সংখ্যাতত্ত্বের গাণিতিক মারপ্যাঁচে অবাক মানুষজন। বিশেষ করে পুরানোদের চেয়ে নতুন প্রজন্মের ক্ষুরধার বন্ধুদের অঙ্কে হাতে গোনা হিসাবের চেয়ে ক্যালকুলেটরের হিসাবে ধরা পড়ে সব গোঁজামিল। LUNGS-টা ফুটো হয় তখনই। বিঘ্নিত হয় সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া। কার্বন-ডাই- অক্সাইডের তেজস্ক্রিয়ায় শ্বাসকষ্টে ভোগে প্রাণিকুল। তখন চব্বিশের গণ-যোদ্ধারা গর্জে ওঠে। তেজোদ্দীপ্ত অভ্যুত্থান ঘটায় দেশব্যাপী। এটাই জুলাই/২০২৪ গণ-অভ্যুত্থান, যা সময়ের প্রয়োজনে যুগের চাহিদায় অপরিহার্য ছিল নিঃসন্দেহে।

রক্তাক্ত চব্বিশ, দগদগে চব্বিশ আমাদেরকে এই বার্তা দিয়েছে যে– স্বেচ্ছাচার, ঘুষ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, বৈষম্য সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জেঁকে বসেছে। এজন্য তাদেরকে নির্মূলের লক্ষ্যে এই জগদ্দল পাথর সরানো সময়ের অপরিহার্য কাজ হয়ে পড়ে। যেখানে অসংগতি, অন্যায়, অনাচার সেখানে তারুণ্যের উদ্দামতা জেগে ওঠে। এটাই তারুণ্যের ধর্ম। যে ধর্মাচরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে রংপুরের তরুণ আবু সাঈদ দুবাহু প্রসারিত করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তখন মৃত্যু তার কাছে ছিল তুচ্ছ, গৌণ বিষয়। সমাজের মানুষের কষ্ট তাদেরকে ব্যথিত করেছিল। এটাই মানব ধর্ম। এটাই নেলসন ম্যান্ডেলা, মাদার তেরেসা, আবু সাঈদদের আলোকিত দীপ্ত পথ। তবে চব্বিশ তো এখানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। যেমন থাকেনি ১৯৪৭, ১৯৭১, ১৯৭৫, ১৯৯০। তেমনি যদি চব্বিশ তার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয় তবে আবার সময়ের প্রয়োজনে সে নতুন সাজে জন্ম নিবে তখন হয়ত অন্য নামে, অন্য সাজে। এটাই পরিবর্তিত পৃথিবীর রূপ। সময়ের চাহিদার ধারা যুগে যুগে। যেভাবে মোগল, ইংরেজ চলে গেছে, চলে গেছে পাকিস্তানিরা, তেমনি বদলাবে সমাজ, বদলাবে সমাজনীতি। প্রজন্মকে আমাদের সুশীল শিক্ষা, সুশীল সমাজ ব্যবস্থায় গড়ে তুলতে হবে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিতে। তবে তো তারা আমাদেরকে আলোর পথ দেখাবে। চব্বিশের গণ-আন্দোলনের যারা নায়ক, যাদের জন্য ভূতগুলো অমাবস্যায় তাড়িত হয়েছে, তারা নমস্য জাতির। তারা জাতির অগ্রসৈনিক। দেশের সতর্ক প্রহরী। জাতির নব প্রজন্মের তারা ত্রাতা নায়ক নিঃসন্দেহে। তাই চব্বিশ-পরবর্তীতে সব সংস্কার করে নতুন বন্দোবস্তে নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। যেখানে আমলাতান্ত্রিকতাহীন লালফিতার দৌরাত্ম্য থাকবে না। যেন না থাকে পেছন দরজা দিয়ে কারসাজির ধান্দা।

উৎপাদনমুখী দেশজ শিল্পের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে দেশকে কীভাবে এক অনন্য উচ্চমাত্রায় পৌঁছে নেওয়া যায় সে চেষ্টা সবার থাকা প্রয়োজন। তা না হলে পুনরায় বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা অমূলক হবে না নিঃসন্দেহে। বিপ্লব হলো অনিবার্য চাহিদার তাগিদপত্র। এটা বলে-কয়ে আসে না। একদল

মানুষ দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্টের ব্যাপারে অনুভব, অনুসন্ধানের মাধ্যমে উপলব্ধিগত চেতনাকে জাগরিত করে। ফলে শব্দ তরঙ্গায়িত হয়। বইতে থাকে লু হাওয়া– এটাই বিপ্লব-পূর্ব বিপ্লবী কণ্ঠস্বরের উত্তাল চেতনা।

তবে যদি নতুন আঙ্গিকে দেশের কর্মকাণ্ড না চলে বা পুরোনো দুর্নীতি জঞ্জালের ঘূর্ণাবর্তে আবার আমরা ঘুরপাক খাই তাহলে দেশ আবার পিছিয়ে যাবে। ব্যাহত হবে উন্নয়ন অগ্রযাত্রা। তখন পুনরায় প্রজন্মকে নতুন করে ভাবতে হবে বিবর্তনশীল সমাজের বাঁক বেয়ে বেয়ে। এতে করে পিছিয়ে যায় জাতি। পিছিয়ে যায় উন্নয়নের অগ্রযাত্রা। যেমন করে রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর থেকে পাল রাজবংশের অভ্যুদয় পূর্ব পর্যন্ত সময়ে বাংলার রাজনীতিতে চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা প্রায় ১০০ বছর পর্যন্ত ছিল। তখন দেশ পিছিয়ে ছিল। এই সময়টাকে বাংলায় মাৎস্যন্যায় যুগ বলা হয়। ফ্যাসিবাদ, ফ্যাসিস্ট শব্দগুলো নতুন আঙ্গিকে মাথাচাড়া দেয় আমাদের নতুন কৌশলে। তাই আগামীতে আমাদের নতুন নেতৃত্বের নতুন প্রজ্ঞায় দেশের বলিষ্ঠ ও যোগ্য নেতা নির্বাচন করতে হবে। না হয় পরে মেরামতে কয়েক যুগ চলে যাবে।

সব সেক্টরগুলোকে ধরে ধরে ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করার সময় এসেছে। দূষিত রক্তগুলোকে বের করে চতুর্থ প্রজন্মের তরতাজা সজীব-শুদ্ধ রক্ত সঞ্চালন করতে হবে। যাতে করে সমাজে দুটি শ্রেণি থাকবে, একটি উচ্চ স্তরের অন্যটি নিম্ন স্তরের। এই উচ্চ স্তরে যারা থকবেন তারা হচ্ছে স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন, সৎ, যোগ্য ব্যক্তি। আর যারা চোর-অসৎ, তারা সমাজের নিকৃষ্ট ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হবে। সমাজে তারা ঘৃণিত হবে অসামাজিক পঙ্‌ক্তিহীন ব্যক্তি হিসেবে। এরাই হবে চব্বিশের রাজাকার, মীরজাফর।

যদি আমরা বর্তমানের তারুণ্য স্পিরিট ধারণে ব্যর্থ হই তবে নতুন করে ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে বাধ্য হবে প্রয়োজনে। যেহেতু দুনিয়াটা চলমান আর নিয়মের রাজত্ব। নিয়মের ঘূর্ণাবর্তে নিয়ম আসবেই অবধারিত। নেতা ও নেতৃত্বের সততা একটা দেশের হৃৎপিণ্ড। রক্ত সঞ্চালন কেন্দ্র। নেতা অসৎ হলে দেশ ভুল পথে পরিচালিত হয়। আর যার যে কাজ সেই কাজ ছেড়ে যখন অন্ধ স্বার্থের মোহে ডাক্তার এমপি হয়, ব্যবসায়ী এমপি হয়, ইঞ্জিনিয়ার এমপি হয় তখন দেশ ভয়াবহ দুষ্টচক্রের চক্রান্তে নিপতিত হয়। এজন্য আমাদের দেশে টেকসই উন্নয়ন হয় না। কী দুর্বল আমাদের সমাজ ব্যবস্থা। শিক্ষার গুণগত মান খুবই দুর্বল। এটা বড়ো লজ্জার কথা। এসব চিত্রকে বদলানো জরুরি। সব দুষ্টচক্র থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে শুদ্ধি অভিযানের মাধ্যমে। আমরা স্বচ্ছ এক সুন্দর বাংলাদেশ দেখতে প্রত্যাশী। যেখানে আবু সাঈদদের আত্মত্যাগের প্রতি প্রকৃত সম্মান জানানো হবে। এ প্রত্যাশা সবার। তাই দূষিত রক্তের পরিশুদ্ধিকরণ পূর্বক ব্লাড ট্রান্সপ্লান্টেশন এখন সময়ের দাবি।

বিমলেন্দু রায়: কবি, প্রাবন্ধিক ও সাবেক উপপরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

উন্নয়ন প্রকল্পগুলো নির্ধারিত সময়ে শেষ করার পরামর্শ তথ্য উপদেষ্টার

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার পরামর্শ দেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম। ২৮শে আগস্ট তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জুন ২০২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা এ পরামর্শ দেন।

তথ্য উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেন, আপনারা সকলেই সচেতন থাকবেন যাতে প্রকল্পের কাজে স্বচ্ছতা থাকে এবং কোনো অভিযোগ না আসে। তিনি আরও জানান, অনেকগুলো প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শেষ হয়নি। এর নানা কারণ থাকতে পারে কিন্তু এটা ভালো বার্তা দেয় না। সেজন্য গৃহীত প্রকল্পগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই শেষ করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করার অনুরোধ করেন উপদেষ্টা।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ প্রকল্প রয়েছে ১৪টি। এর মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত চলমান প্রকল্প ১৩টি এবং একটি প্রকল্প অনুনোমোদিত তালিকা থেকে নতুনভাবে অনুমোদিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে তথ্য সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: উষা রানি

রক্তমাখা শার্ট

নাঈমুল হাসান তানযীম

এক.

নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান মাসুদ। চাকরি করে মিরপুর এগারোতে; একটি কাপড়ের দোকানে। বাবা-মা, বিয়ের উপযুক্ত এক বোন আর ছোট্ট একটা ভাই নিয়ে সাজানো-গোছানো সুন্দর পরিবার। মাসুদের বাবা একজন দিনমজুর। কিন্তু ইদানীং অসুস্থতা যেন কিছুতেই তার পিছু ছাড়ছে না। বাবার কষ্ট লাঘব করার জন্য মাসুদ পড়ালেখার ইতি ঘটায়। জয়েন করে চাকরিতে। মাস শেষে মোটামুটি অংকের একটা মাইনে পায়। সেটা দিয়ে মাসুদের ছোট্ট পরিবার স্বাচ্ছন্দ্যেই চলতে পারে। বাবাকেও আর কষ্ট করে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কামলা খাটতে হয় না।

দুই.

মাসুদের ছোটো বোন আফরোজা। দেখতে দেখতেই বিয়ের উপযুক্ত হয়ে গেছে। এবার ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে। মাসুদের বাবা-মা চিন্তা করছেন, উপযুক্ত যেহেতু হয়েছে কোথাও বন্দোবস্ত করে দিলে মেয়েটা সুখে-শান্তিতে বাকি জীবন পার করে দিতে পারবে। তাছাড়া উপযুক্ত মেয়ে ঘরে ফেলে রাখাও তো ঠিক না।

মাসুদের বাবা-মা আফরোজার বিষয়টা খুলে বলেন ওকে। খানিক চিন্তাভাবনা করে মাসুদও সায় দেয়, ‘হ, তাইলে তো পাত্র দেখাদেখি করা দরকার। আচ্ছা, তোমরা খুঁজতে থাকো। আমিও খুঁজি। দেখো, ভালো কোনো পাত্রের সন্ধান মিলে কি না।’

তিন.

এরই মধ্যে দেশে শুরু হয়ে যায় আন্দোলন। ছাত্র-জনতার কোটা সংস্কার আন্দোলন। কিছুদিন যেতে না যেতেই সে আন্দোলনের গতি বাড়তে

থাকে। একপর্যায়ে তা অসহযোগ আন্দোলনে রূপ নেয়। সাথে সাথে ব্যাপক ধরপাকড় আর হানাহানি-মারামারির খবর শোনা যায়। মাত্র দেড় মাসের ব্যবধানে শিক্ষার্থীরা কাঁপন ধরিয়ে দেয় ক্ষমতাসীন সরকারের মসনদে। ছাত্র-জনতার এ আন্দোলন একসময় রূপ নেয় আমজনতার আন্দোলনে। দল-মত নির্বিশেষে সবাই হাতে হাত রেখে স্লোগান তোলে— 'ফ্যাসিবাদের পতন চাই'।

অন্য সবার মতো মাসুদও নেমে আসে পথে। যোগ দেয় মিছিলে। পতন চায় অবৈধ শাসন ব্যবস্থার। জুলুমের বিরূদ্ধে জানায় তীব্র প্রতিবাদ। কিন্তু কয়েকদিন যাবৎ দেখা যাচ্ছে আন্দোলনকারীরা ব্যাপক বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। পুলিশবাহিনী লাঠিচার্জ করছে। কাঁদানে গ্যাস ছুড়ছে। ধরপাকড় করে নিয়ে যাচ্ছে। আবার বুলেটও ছুড়ছে মুহুর্মুহু। সেদিন মাসুদের চোখের সামনেই তরতাজা এক তরুণের বুক বরাবর বুলেট ছুড়ল পুলিশ। সে বুলেটের আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তরুণটি।

মাসুদ সে রাতে ঘুমাতে পারে না। কেবলই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই লাশ। সেই রক্তমাখা যুবকের নিথর-নিষ্প্রাণ দেহটি। আর মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, এই ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে।

চার.

রবিবার। ৪ঠা আগস্ট ২০২৪ গোটা দেশবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। দাবি তোলে সরকার পতনের। 'এক দফা এক দাবি।'

এতে টনক নড়ে সরকারের। মরিয়া হয়ে ওঠে পুলিশবাহিনী ও ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। দেশের বিভিন্ন স্থানে আহত-নিহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগগুলো আহতদের আর্তনাদ আর আত্মীয়স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে।

সবার মতো মাসুদও থেমে নেই। বিক্ষুব্ধ জনতার বাধভাঙ্গা জোয়ারে সে-ও ভাসতে থাকে। মাথায় দেশের পতাকা বেঁধে স্লোগানে স্লোগানে কাঁপিয়ে তোলে রাজপথ। একটি বারের জন্যেও তার মনে পড়ে না গ্রামের বাড়িতে ফেলে আসা অসহায় বাবা-মা আর ছোট্ট দুটি ভাইবোনের কথা।

পাঁচ.

৫ই আগস্ট ২০২৪। দেশের পরিস্থিতি ভয়াবহ রকমের খারাপ হয়ে ওঠে। পুলিশবাহিনী নির্বিচারে গুলি করে পাখির মতো মারতে থাকে সাধারণ মানুষকে। কিন্তু বাধভাঙার এই আওয়াজ কিছুতেই বন্ধ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ক্রমশ তা অগ্নিস্ফুলিঙ্গে রূপ নেয়।

মাসুদের বাবা-মাসহ পরিবারের সবাই ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। ওর মা খোঁজ নিতে কল করেন ওকে। কিন্তু ও কল ধরে না। কল দেন বাবাও। তা-ও ধরে না। সবার অস্থিরতা বাড়তেই থাকে। ও ফোন ধরে না, ধরেই না।

ছয়.

তখন দুপুর দুইটা। হঠাৎ মাসুদের নম্বর থেকে ফোন আসে ওর মায়ের নম্বরে। ধরতেই অপরিচিত এক কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে আসে। মায়ের বুকটা কেমন ধড়ফড় করে ওঠে। আর্তনাদ করে ওঠেন তিনি, 'আমার পোলাডা কই বাবা! মাসুদ মাসুদ!' ওপাশ থেকে উত্তর আসতে খানিক বিলম্ব হয়। মাসুদের মা আবারও অনুনয় করে ওঠেন, 'আমার মাসুদ কই বাবা! হের কাছে দেও।'

এবারও বলতে গিয়ে বলতে পারে না ওপাশের যুবকটি। হারিয়ে ফেলে বলার ভাষা। কান্নাজড়ানো কণ্ঠে অবশেষে উত্তর দেয়—

'মা, আপনার ছেলে শহিদ হয়ে গেছে। লাশ আমাদের পাহারায় আছে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে।' খবরটা শুনতেই উচ্চৈঃস্বরে আহাজারি করে ওঠেন মাসুদের মা। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকেন। সে চিৎকারের আওয়াজ শোনে ছুটে আসে আশপাশের সবাই। মুহূর্তেই মাসুদের মৃত্যুর খবর চাউর হয়ে যায় পুরো গ্রামে।

ওদিকে জ্ঞান হারান মাসুদের মা। কাঁদতে কাঁদতে বাবারও জ্ঞানহীন হওয়ার দশা। ছোটো দুই ভাইবোনকে থামানো যাচ্ছে না কিছুতেই। প্রতিবেশী

ঘরের মানুষজন সান্ত্বনা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছেন, কিন্তু তাতে কান্নার মাত্রা কেবল বেড়েই চলেছে। এক হৃদয়বিদারক পরিবেশের সৃষ্টি হয় তখন মাসুদদের ঘরে।

মাসুদের ছোটো চাচা আর মামা তৎক্ষণাৎ ছুটে চলল ঢাকা মেডিকেলের উদ্দেশে। বাইরে বেরোতেই দেখল, দলে দলে আনন্দ মিছিল করছে লোকজন। খবর নিয়ে জানতে পারল, ফ্যাসিস্ট হাসিনা পালিয়েছে। ভীষণ কষ্ট আর শোকের মুহূর্তেও তাদের মুখ দিয়ে বের হলো, 'আলহামদুলিল্লাহ!'

ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত দুইটা বাজে। মাসুদের ছোটো চাচা ওর লাশ দেখামাত্রই হুহু করে কেঁদে ওঠে। আর মামা পাগলের মতো চিৎকার জুড়ে দেয়। কিছুক্ষণ পর নিজেদের স্বাভাবিক করে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে ওর লাশ। তারপর রওনা হয় গ্রামের উদ্দেশে।

মাসুদের লাশ গ্রামে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সকাল দশটা বেজে যায়। মসজিদের মাইকে ঘোষণা হয়, বাদ জোহর জানাজার নামাজ।

যথারীতি জোহরের পরপর গ্রামের ঈদগাহ মাঠে লোকজন জড়ো হতে শুরু করে। আশপাশের গ্রামের মানুষজনও যুক্ত হয় নামাজে জানাজায়। এক বিশাল গণজমায়েত হয়ে যায় মাসুদের জানাজায়। যেনবা আসমান থেকেও দলে দলে যুক্ত হয় শুভ্র পবিত্র ফেরেশতারা। পাঁচ-দশ গ্রামে এত বড়ো জানাজার নামাজের জমায়েত সেদিনই প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে মাসুদকে কবরস্থ করা হয় গ্রামের কবরস্থানে।

একমাত্র কর্মক্ষম ছেলেকে হারিয়ে পরিবারের সবার দিশেহারা অবস্থা। মাসুদের অসুস্থ অসহায় বাবা আরও অসহায় হয়ে পড়ে। শোকে ভেঙে পড়ে পরিবারের সবাই। অসহায় পরিবারটির হাল ধরার মতো আর কেউ-ই রইল না যে আজ! ভাগ্যের নির্মমতার সামনে কিছুই করার নেই তাদের। কেবল অনিশ্চিত এক ভবিষ্যৎ পড়ে থাকে সামনে।

সাত.

মাসুদের রক্তভেজা লাল শার্টটি রেখে দিয়েছিল আফরোজা। ক'দিন পরপর আলমিরা খুলে শার্টটা বের করে বুকে-মুখে চেপে ধরে ঘ্রাণ শোঁকে। প্রথম প্রথম ভাইয়ার পরিচিত ঘামের গন্ধ পাওয়া যেত। কিন্তু কী আশ্চর্য! এখন আর পরিচিত সে গন্ধ নেই। বরং কেমন অচেনা এক আশ্চর্য রকমের সুঘ্রাণ বের হয়! আফরোজা মাকেও শুঁকতে বলে। মা মন ভরে সে ঘ্রাণ শুঁকেন আর অন্যরকম তৃপ্তি অনুভব করেন।

ভাইয়ার এইটুকু স্মৃতি নিয়ে আফরোজা বাকি জীবন পার করতে চায়। জীবনের কাছে নতুন করে আর কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই তার। ভাইয়ার মতো এবার জীবনযুদ্ধে নামতে চায় আফরোজাও। দেখতে চায় নিজেকে সংগ্রামী মানুষের কাতারে। কিন্তু সে জানে না, আদৌও কি সফল হবে সে!

চলে গেলেন সংগীতশিল্পী শাফিন আহমেদ

ফুয়াদ হাসান

নব্বই দশকের তরুণ শাফিন আহমেদ। অবয়বজুড়ে ছিল এক ধরনের গাম্ভীর্য। অন্যরকম ব্যক্তিত্ব, কণ্ঠেও ছিল তার আলাদা ভঙ্গি। সর্বদা মাথায় থাকত স্টাইলিশ ক্যাপ, পরনে ওয়েস্টার্ন পোশাক। গলায় ঝুলন্ত চেইন, চোখে কালো গ্লাস, ফ্যাশনেবল জুতা এবং নানা স্টাইলের আংটিতে সুশোভিত শাফিনকে সহজেই হাজারো মানুষের মধ্য থেকে আলাদা করে নেওয়া যেত। তিনি ছিলেন একের ভেতর বহু, অনন্য একজন। যিনি বাবার কাছে শিখেছেন উচ্চাঙ্গ সংগীত আর মায়ের কাছে শিখেছেন নজরুলগীতি।

বড়ো ভাই হামিম আহমেদসহ ইংল্যান্ডে পড়াশোনার সুবাদে পাশ্চাত্য সংগীতের সংস্পর্শে এসে ব্যান্ড সংগীত শুরু করেন এবং মাইলস ব্যান্ড গড়ে তোলেন যেটি দেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। তিনি ছিলেন মাইলসের বেজ গিটারিস্ট ও প্রধান গায়ক। ভাই হামিম আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে শাফিন-হামিমের কণ্ঠে ব্যান্ড থেকে প্রকাশিত 'চাঁদ তারা সূর্য'; 'জ্বালা, জ্বালা'; 'ফিরিয়ে দাও' ও 'কি যাদু'সহ অনেক গান সেসময় ছিল মানুষের মুখে মুখে।

তিন দশক ধরে দেশ মুখর করে রাখা সেই গানের পাখিটির কণ্ঠ ২৫শে জুলাই চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় স্থানীয় সময় ২৫শে জুলাই ভোর ৬টার দিকে মারা যান এই সংগীত তারকা। ব্যান্ড সংগীতের এই কিংবদন্তির জন্ম কলকাতায়। ১৯৬১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি। শাফিন আহমেদের মা ফিরোজা বেগম একজন প্রথিতযশা নজরুল সংগীতশিল্পী ছিলেন। আর বাবা কমল দাশগুপ্ত ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রথিতযশা সংগীতশিল্পী, প্রসিদ্ধ সুরকার ও সংগীত পরিচালক ছিলেন।

ছেলেবেলায় শাফিনের নাম ছিল মনোজিৎ দাশগুপ্ত। পরে স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশ) এসে মনোজিৎ দাশগুপ্ত থেকে তিনি হয়ে যান শাফিন আহমেদ।

শাফিন ১৯৭৯ সালে মাইলসে বেজ গিটারিস্ট ও প্রধান গায়ক হিসেবে সংগীত জীবন শুরু করেন। শুরুর দিকে ব্যান্ডে শুধু ইংরেজি গানই গাইতেন তিনি। ১৯৯১ সালে 'প্রতিশ্রুতি' অ্যালবাম প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা গানে তার পথ চলা শুরু হয়। ব্যান্ডের ৯০ শতাংশ গান তার কণ্ঠে সৃষ্টি হয়েছে।

মাইলসের হয়ে ভাই হামিমসহ শাফিন উপহার দিয়েছেন বাংলা ব্যান্ডের বেশ কয়েকটি কালজয়ী গান। গানগুলোর মধ্যে 'চাঁদ তারা সূর্য নও তুমি'; 'গুঞ্জন শুনি'; 'সে কোন দরদিয়া'; 'ধিকি ধিকি'; 'পাহাড়ী মেয়ে'; 'নীলা'; 'প্রথম প্রেমের মতো'; 'কতকাল খুঁজব তোমায়'; 'হৃদয়হীনা'; 'স্বপ্নভঙ্গ'; 'শেষ ঠিকানা'; 'পিয়াসী মন'; 'বলব না তোমাকে ও'; 'প্রিয়তমা মেঘ' অন্যতম।

২০১০ সালে রিদম অব লাইফ নামে একটি ব্যান্ডদল প্রতিষ্ঠা করেন। শাফিন তার ক্যারিয়ারের শেষের দিকে 'ভয়েস অব মাইলস' নামে ব্যান্ড গঠন করে কনসার্ট করে আসছিলেন। তার মৃত্যুতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন শোক প্রকাশ করেছেন। আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

Pictorial books on Bangladesh history, heritage and culture are available. Readers may collect those books at 25% commission from DFP sale centre. Agent commission is 33% and it is effective for at least 3 copies of each publication.

Meet Bangladesh : 200 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,000
Birds of Bangladesh : 216 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 750
Wildlife of Bangladesh : 240 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,250
Tourist Attractions in Bangladesh- Sylhet Division : 112 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 750
Tourist Attractions in Bangladesh- Chittagong Division : 200 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,200
Tourist Attractions in Bangladesh- Khulna Division : 184 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 800
Tourist Attractions in Bangladesh- Barishal Division : 136 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 700

নবারুণ
এখন মোবাইল অ্যাপস-এ পড়া যাচ্ছে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ
ডাউনলোড করে নাও।

নবারুণ,
সচিত্র বাংলাদেশ ও
বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি সহজে পেতে
০১৫৩১৩৮৫১৭৫ নম্বরে যোগাযোগ
করে গ্রাহক চাঁদা পাঠালেই বাড়ি
পৌঁছে যাবে পত্রিকা।

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা
নবারুণ
পড়ুন ও লেখা পাঠান

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

Bangladesh
Quarterly

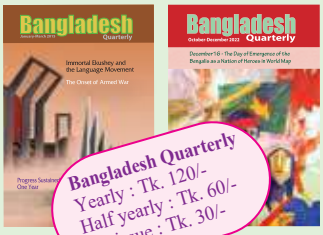

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

ই মেইল-সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com ; dfpsb1@gmail.com
নবারুণ : editornobarun@dfp.gov.bd
বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি : bangladeshquarterly@yahoo.com

- গ্রাহকগণ পত্র লেখার সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করুন।
- বছরের যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% হারে দেওয়া হয়।

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 45, No. 02, August 2024, Tk. 25.00

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দের অবস্থান কর্মসূচি

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd